আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

অক্টোবর, ২০২০ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

অক্টোবর, ২০২০ঈসায়ী

AL-FIRDAWS NEWS
আল-ফিরদাউস নিউজ

সূচিপত্র

৩১শে অক্টোবর, ২০২০

মুসলিমদের অধিকার রয়েছে ফরাসিদের শাস্তি দেওয়ার

ফরাসিদের শাস্তি দেওয়ার অধিকার মুসলমানদের রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ। গতকাল বৃহস্পতিবার এক টুইটার পোস্টে তিনি লিখেন, অতীতের হত্যাযজ্ঞের জন্য মুসলমানদের ক্ষুব্ধ হওয়ার ও লাখো ফরাসি জনগণকে হত্যার অধিকার রয়েছে। কিন্তু মুসলিমরা চোখের বদলে চোখ নেওয়ার নীতি প্রয়োগ করেনি। ফরাসিদেরও করা উচিত না। এর পরিবর্তে ফরাসিদের উচিত তাদের জনগণকে অন্য মানুষের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা দেওয়া।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ সভ্য নন এবং আদিম বলে অভিযোগ করেন মাহাথির। তাকে ইঙ্গিত করে মালয়েশীয় এই রাজনীতিক লিখেছেন, এক রাগান্বিত ব্যক্তির দায় যখন পুরো মুসলিম ও মুসলিমদের ধর্মের উপর চাপাচ্ছেন তখন ফরাসিদের শাস্তি দেওয়ার অধিকার রয়েছে মুসলমানদের। এত বছর ধরে ফরাসিরা যে ভুল করে আসছে পণ্য বর্জনে তার ক্ষতিপূরণ হবে না।

আমাদের সময়

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছে হারাকাতুশ শাবাব, এতে কমপক্ষে ৪ মুরতাদ সৈন্য আহত এবং ১ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর খবরে বলা হয়েছে, ৩০ অক্টোবর মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের তুসমারিব শহরে একটি অভিযান পরিচালনা করেছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। সোমালীয় মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পরিচালিত এই হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান।

একই দিনে রাজধানী মোগাদিশুর দার্কিরালী শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর অন্য একটি সফল গেরিলা হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে সোমালীয় এক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এইদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজধানী মোগাদিশুর আরো ৩টি স্থানে পৃথক বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এমনিভাবে আউদাকলী ও কাসমায়ো শহরেও ক্রুসেডারদের গোলাম সোমালীয় পুতুল সরকারের সামরিক বাহিনীর উপর আরো ২টি অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব। যার প্রতিটিতেই মুরতাদ বাহিনী ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

কাশ্মীর | স্বাধীনতাকামীদদের হামলায় ১ জেনারেলসহ ৩ বিজেপি নেতা নিহত

ভারতের জবরদখলকৃত দক্ষিণ জম্মু-কাশ্মীরের কুলগামে স্বাধীনতাকামীদদের হামলায় ৩ বিজেপি নেতা নিহত হয়েছে। দেশটির মালাউন পুলিশ জানিয়েছে, ওয়াইকে পোরা এলাকায় গাড়িতে যাচ্ছিল তারা। তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালান স্বাধীনতাকামীরা।

ভারতের এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত কয়েক মাসে এ নিয়ে একাধিক বিজেপি নেতাকে জাহান্নামে পাঠিয়েছে কাশ্মীরী স্বাধীনতাকামীরা।

খবরে বলা হয়েছে, গত ২৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতে কাশ্মীরের কুলগামের ওয়াইকে পোরা এলাকায় উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতাদের টার্গেট করে পৃথক দুটি হামলা চালিয়েছে কাশ্মীরী স্বাধীনতাকামীরা। এতে বিজেপির বেশ কিছু নেতা আহত হয়, যাদের মাঝে ৩ জনের অবস্থা ছিল গুরুতর। এই হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় ভারতীয় মালাউন পুলিশ বাহিনী। পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আহত বিজেপি নেতাদের। সেখানে তাদেরকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

স্থানীয় কাশ্মীরী একটি টুইটার একাউন্ট থেকে নিহত তিন বিজেপি নেতার ছবি ও নাম প্রকাশ করা হয়েছে, নিহতরা হল-

১- ফিদা হুসেন ইয়াট্টুস (জেনারেল),

২- উমর রশিদ বেগ (স্থানীয় বিজেপি নেতা)

৩- উমর রমজান হাজাম (স্থানীয় বিজেপি নেতা)।

এই হামলার নিন্দা জানিয়ে টুইট করেছে, হাজারো মুসলিম হত্যাকারী উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সে তার টুইটে লিখেছে, তারা জম্মু-কাশ্মীরে দলের জন্য দারুণ কাজ করছিল। তাদের পরিবারের প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি। তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।

https://ibb.co/Snvn3nx

https://ibb.co/K7fgqch

https://ibb.co/Hxc5tG4

৩০শে অক্টোবর, ২০২০

বিকল যন্ত্রপাতি, সরকারি হাসপাতালে অচল সেবা

বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অ্যানালাইজার মেশিন, এক্স-রে, জেনারেটরসহ অনেক যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে পড়ে আছে। এ কারণে এখানে রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি শূন্য রয়েছে আয়াসহ সুইপারের পদ।

জানা গেছে, ৩১ শয্যা বিশিষ্ট এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি স্থাপিত হয় ১৯৬৪ সালে। নন্দীগ্রাম সদর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে ভাটগ্রাম ইউনিয়নের বিজরুল গ্রামে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির অবস্থান। উপজেলার ১ লাখ ৮৮ হাজার মানুষের চিকিৎসা সেবার একমাত্র ভরসা।

মূল শহর থেকে অনেক পথ দূরে হওয়ায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি অবহেলিত এবং উপেক্ষিত ডাক্তার, নার্স এবং রোগীদের কাছেও। কারণ এখানে কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পোস্টিং নিতে চান না। মেডিক্যাল অফিসারদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কেউ পোস্টিং পেলেও বেশি দিন থাকতে চান না এই হাসপাতালটিতে।

এছাড়া চিকিৎসক সংকট এবং চিকিৎসার যন্ত্রপাতির অভাবে ঠিকঠাক চিকিৎসা সেবা পাবে না জেনে উপজেলার রোগীরাও এতটা পথ পাড়ি দিয়ে হাসপাতালটিতে যেতে চান না। যে কারণে বগুড়া জেলার অন্যান্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোর চেয়ে এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে রোগীর সংখ্যাও থাকে অনেক কম।

মাত্র ৪ জন মেডিক্যাল অফিসার দিয়ে চলছে সেখানকার চিকিৎসা কার্যক্রম। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে এক বছরের বেশি সময় ধরে কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই। তবে হাসপাতালটিতে ২০ জন নার্স

রয়েছেন। একজন মাত্র পরিচ্ছন্নতা কর্মী রাখা হয়েছে যাকে নাইটগার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যে কারণে হাসপাতালের পরিবেশও যথেষ্ট নোংরা।

সেখানে নেই কোনো অপারেশন থিয়েটার, নেই চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো যন্ত্রপাতি। শুধুমাত্র একটি আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন সচল রয়েছে। অ্যানালাইজার মেশিন ৬ মাস ধরে বিকল, এক বছর ধরে এক্স-রে মেশিন নষ্ট, ইসিজি একটি সচল-একটি বিকল রয়েছে। শুধু তাই নয় ৪ বছর ধরে জেনারেটর নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। বিদ্যুৎ চলে গেলে বিকল্প ভাবে কোন রকমে সৌর বিদ্যুৎ দিয়ে আলোকিত করা হয়। তবে ফ্যান না চলায় রোগীদের চরম দূর্ভোগে পড়তে হয়। এদিকে হাসপাতালে আয়া পদ দু'জনের থাকলেও, চার বছর ধরে নেই কেউ। সুইপারও নেই চার বছর ধরে।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) সকালে সরজমিনে দেখা গেছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্যাথলজি বিভাগে তালা ঝুলছে। প্যাথলজি বিভাগে তিনজন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট দায়িত্বে আছে। এরমধ্যে সাবিনা ইয়াসমিন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে, শাহ-জালাল উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করোনার নমুনা সংগ্রহ করছেন, অন্যজন রাজীব আহম্মেদও ছুটিতে। এতে হাসপাতালটিতে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের বাইরে থেকে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে রক্ত ও মলমূত্রের পরীক্ষা করাতে হচ্ছে।

হাসপাতালে লিভার সমস্যায় রক্ত পরীক্ষা করতে আসা আমড়া গোহাইল গ্রামের গৃহবধূ পিয়ারা বেগম বলেন, হাসপাতালে এখন আর পরীক্ষার ডাক্তার নেই। বাইরে থেকে সব করতে হয়। তাহলে এই হাসপাতাল থেকে লাভ কী। হাসপাতাল চলছে নিজেদের খেয়াল-খুশিতে।

নন্দীগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডা. তোফাজ্জল হোসেন মন্ডল জানান, এক বছর হলো এখানে কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই। কেউ পোস্টিং পেলেও বেশিদিন থাকতে চান না। এখানে সব রকম যন্ত্রপাতির অভাব। আমাদের এক্সরে মেশিন মাঝখানে চালু ছিলো কিন্তু এখন নষ্ট। এই হাসপাতালকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হচ্ছে। তবে ৫০ শয্যায় উন্নীত হলে অপারেশন থিয়েটার পাওয়া যাবে। আমরা তখন আরো কিছু সার্ভিস দিতে পারবো।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের জন্য বগুড়ার সিভিল সার্জনকে জানানো হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, সিভিল সার্জন মন্ত্রণালয়ে জানিয়েছেন। কিন্তু আলোর মুখ দেখছেনা হাসপাতালটি। কালের কণ্ঠ

নারী-পুরুষকে পর্দার নির্দেশ দেয়ায় জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালককে শোকজ

অফিস চলাকালীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পর্দার নির্দেশ দেওয়ায় জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডা. মুহাম্মদ আবদুর রহিমকে শোকজ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপসচিব শারমিন আক্তার জাহান স্বাক্ষরিত এক পত্রে তাকে শোকজ করা হয়। ওই পত্রে আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাখ্যাসহ জবাব দেওয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে।

এর আগে গতকাল বুধবার মুসলিম কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পর্দার বিধানের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, 'অত্র ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অফিস চলাকালীন সময়ে মোবাইল সাইলেন্ট/বন্ধ রাখা এবং মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের জন্য পুরুষ টাকনুর ওপরে এবং মহিলা হিজাবসহ টাকনুর নিচে কাপড় পরিধান করা আবশ্যক এবং পর্দা মানিয়া চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।'
আমাদের সময়

মাঝপথে আটকে আছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, পেড়িয়ে যাচ্ছে চাকরির বয়স

রাজশাহী কলেজে প্রাণিবিদ্যা বিভাগে পড়েন শিক্ষার্থীটি। কয়েক দিন আগে জানালেন, তাঁর স্নাতক (সম্মান) চূড়ান্ত পরীক্ষা চলছিলো। আটটি তত্ত্বীয় পরীক্ষার মধ্যে গত মার্চে করোনা বন্ধের আগপর্যন্ত পাঁচটি পরীক্ষা হয়েছিলো। বাকি তিনটি পরীক্ষা আটকে যায়। ফলে কয়েক দিন আগে জারি হওয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছেন না তিনি। অথচ গত মার্চেই তাঁর পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল। সেটি হলে ফল প্রকাশ শেষে তিনি এখন প্রাথমিকের এই নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারতেন।

আক্ষেপ করে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ওই শিক্ষার্থী বলেন, তাঁর ইচ্ছা শিক্ষক হওয়ার। কিন্তু এখন পিছিয়ে যাচ্ছেন। আবার কবে এই সুযোগ আসবে, তা–ও অনিশ্চিত। এ জন্য তাঁর চাওয়া, ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত পাঁচটি পরীক্ষার ভিত্তিতে ফল দেওয়া কিংবা অন্য কোনো উপায়ে হলেও চাকরির যেসব নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হচ্ছে, সেগুলোতে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

স্নাতকের (সম্মান) সোয়া দুই লাখ শিক্ষার্থীর পাঁচটি পরীক্ষা হলেও আটকে আছে আরও তিনটি। সেশনজট বাড়ছে।

শুধু এই শিক্ষার্থীই নয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর স্নাতক (সম্মান) চতুর্থ বর্ষের ২ লাখ ২৬ হাজার শিক্ষার্থী এখন একই ধরনের সমস্যায় পড়েছেন। তাঁরা সবাই স্নাতকের (সম্মান) চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষার্থী। মাঝপথে পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় চাকরি পাওয়ার চেষ্টায় পিছিয়ে পড়ছেন। একে তো পিছিয়ে পড়ছেন, অন্যদিকে সেশনজটে পড়ে বয়সও বাড়ছে। ফলে যত দিন গড়াচ্ছে চাকরি পাওয়ার চেষ্টার সময়ও তাঁদের কমে আসছে।

এ অবস্থায় তাঁদের খুব একটা আশার কথা শোনাতে পারছে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য হারুন-অর-রশিদ গত বুধবার বলেন, স্নাতক (সম্মান) চূড়ান্ত পরীক্ষায় 'অটো প্রমোশনের' সুযোগ নেই।

একসময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ধরনের সেশনজট ছিলো। পরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেশনজট কমানোর লক্ষ্যে 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' হাতে নেয়। আবারও প্রায় এক বছরের সেশনজটে পড়তে যাচ্ছেন বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে মোট শিক্ষার্থী ২৯ লাখ ৮ হাজার ১১ জন। এর মধ্যে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থী ১৪ লাখ ৩৯ হাজার ৪৭০।

অবশ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, করোনার কারণে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন স্নাতকের (সম্মান) চূড়ান্ত পর্বের সোয়া দুই লাখ পরীক্ষার্থী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দপ্তর থেকে জানা গেছে, মোট ৩১টি বিষয়ে স্নাতকের (সম্মান) চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ১৭ মার্চ সাধারণ ছুটি ঘোষণার আগে। চূড়ান্ত পর্বে মোট আটটি তত্ত্বীয় পরীক্ষা হয়। এর মধ্যে মোটাদাগে পাঁচটি বিষয়ের পরীক্ষা করোনা বন্ধের আগেই শেষ হয়েছিলো। বাকি পরীক্ষাগুলো এখন কবে নেওয়া যাবে, সেটি অনিশ্চিত।

এ ছাড়া স্নাতক (সম্মান) তৃতীয় বর্ষের তত্ত্বীয় পরীক্ষা হলেও ব্যবহারিক পরীক্ষা বাকি রয়েছে। গত এপ্রিল থেকে স্নাতকোত্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষা এবং ডিগ্রি (পাস) দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরুর কথা ছিলো। এই দুটি পরীক্ষাও শুরুর আগেই আটকে গেছে। এর মধ্যে স্নাতকোত্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার এবং ডিগ্রি (পাস) দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থী ১ লাখ ৮৯ হাজার জন।

গত ২৮ মার্চ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও পরীক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, ঘোষিত পরীক্ষাগুলো আটকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী পরীক্ষাগুলোও পিছিয়ে যাচ্ছে। ফলে আবারও সেশনজট বাড়বে। প্রথম আলো

সোমালিয়া | ৫টি সামরিক ঘাঁটিতে আশ-শাবাবের হামলা, ৩টি গ্রাম বিজয়

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর ৫টি সামরিক ঘাঁটিতে শক্তিশালী হামলা চালিয়েছে। শত্রু মুক্ত করেছেন ৩টি গ্রাম, এতে নিহত ও আহত হয়েছে ডজনখানেক সৈন্য।

খবরে বলা হয়েছে, গত ২৭-২৮ অক্টোবর, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যের বালদুইন ও মাহাস নামক শহর দুটির মধ্যবর্তী বেশ কিছু গ্রামে সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীকে নির্মূল করতে বিশাল সামরিক অভিযান পরিচালনা করছেন। এসময় মুজাহিদগণ রাকসো, টিদান এবং ওয়াবউইন গ্রামগুলোতে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর সকল চেকপোস্ট ও সামরিক চৌকি গুড়িয়ে দিয়েছেন, পরে মুরতাদ সৈন্যরা পলায়ন করলে মুজাহিদগণ গ্রামগুলোকে তাদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী তাদের এক রিপোর্টে বলেছে, এসব এলাকার বাসিন্দারা শাবাব মুজাহিদদের কাছে এই অভিযোগ করেছিলো যে, সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর সৈন্যরা এসব এলাকার রাস্তাগুলো অবরোধ করে যাত্রীদেরকে নানাভাবে হয়রানী ও তাদের ক্ষতি করতো, আর সাধারণ জনগণে অনুরোধের জবাবে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন উক্ত এলাকাগুলোতে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, এদিন সোমালিয়ার ওয়াজিদ, আলীশা, আলমাদা, কালবায়, হাউযানকু, ইয়ানতাউয়ী, জানালী ও আউদাকলী শহর এবং গ্রামগুলোতে ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান, কেনিয়ান ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ডজনখানেক অভিযান পরিচালনা করেছেন। এছাড়াও শত্রুবাহিনীর ৫টি সামরিক ঘাঁটিতেও তীব্রমাত্রার হামলা চালিয়ে সেগুলোর অনেকাংশই গুড়িয়ে দিয়েছেন। আর এর ফলে হতাহত হয়েছে কয়েক ডজন ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য।

https://ibb.co/GFd5Ymm

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর টিটিপির হামলা, বহু সৈন্য হতাহত

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর পরিচালিত এক হামলার ঘটনায় বেশ কিছু মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ২৮ অক্টোবর পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সাপিন-ওয়াম সীমান্তে একটি বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম মুরতাদ পাক সামরিক বাহিনীর বেশ কিছু সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

খবরে আরো বলা হয় যে, বোমা হামলাটি রিমোর্ট কন্ট্রোলের দ্বারা এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন দেশটির মুরতাদ 'এফসি' সামরিক বাহিনীর সৈন্যরা রাস্তা পারাপার হচ্ছিলো। এই বোমা হামলায় এক 'এফসি' অফিসারসহ ডজনখানেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এদিকে পাকিস্তানের জনপ্রিয় ও শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর এক টুইট বার্তায় এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

খোরাসানি তাঁর টুইট বার্তায় আরো বলেন, মহান আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সহায়তায় এবং তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের নিয়মতান্ত্রিক নীতিমালার আওতায় দেশের সর্ব কোণে সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলির উপর হামলা অব্যাহত রেখেছেন মুজাহিদগণ। ইনশাআল্লাহ, যা প্রতিনিয়ত আরো বেগবান করা হবে।

https://ibb.co/80xDvh3

২৯শে অক্টোবর, ২০২০

জেদ্দায় ফরাসী দূতাবাসে হামলা, আহত ১; নবীপ্রেমী মুসলিম গ্রেফতার

জেদ্দায় ফরাসী দূতাবাসে হামলায় আহত হয়েছে এক প্রহরী। হামলাকারী নবীপ্রেমিক মুসলিমকে তাগুত আলে-সৌদ প্রশাসন গ্রেফতার করেছে বলে সৌদি স্টেট টিভির বরাতে জানায় রয়টার্স।

রয়টার্সের সূত্রে জানা যায়, সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত ফরাসী দূতাবাসে আজ বৃহস্পতিবারে এক নবীপ্রেমিক মুসলিম ছুরি দিয়ে দূতাবাসের প্রহরীর উপর হামলা চালিয়েছেন। এতে আহত হয় ঐ প্রহরী। এসময় নবীপ্রেমিক ঐ মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করেছে আলে-সৌদের তাগুত প্রশাসন।

হামলাকারী ঐ মুসলিম যুবক সৌদি আরবের নাগরিক বলে জানানো হলেও, আহত প্রহরীর জাতীয়তা এখনো জানায়নি আলে-সৌদ প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, ফ্রান্স সরকার সম্প্রতি মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবিরাম আঘাত হানার ঘোষণা দিয়েছে। তাদের এমন নিকৃষ্ট সিদ্ধান্তে আঘাতপ্রাপ্ত ও ক্ষুব্ধ সারাবিশ্বের নবীপ্রেমিক মুসলিমগণ। মানবজাতির মুক্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননা করাকে ফরাসীরা বাকস্বাধীনতা আখ্যায়িত করছে, নবী অবমাননাকারীদের প্রশংসা করছে।

মুসলিম আলেমগণ জানিয়েছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে অবমাননাকারীর একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যে বা যারাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করবে, তার রক্তের আর কোনো মূল্য থাকবে না। আজ ফরাসীরা জাতিগতভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করায় তাদের রক্ত মূল্যহীন হয়ে গেছে, তারা নিজেরাই তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে। ফলে, আগামী দিনগুলোতে বিশ্বজুড়ে এমন আরো হামলার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ফ্রান্সে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে হামলা, নিহত ৩

ফ্রান্সের নিস শহরে একটি গির্জায় ছুরিকাঘাতে তিন ফরাসীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে আরো বেশ কয়েকজন।

সরকারি কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এএফপি’র খবরে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। হামলার সময় হামলাকারী ‘আল্লাহু আকবার’ তাকবির দিয়েছেন বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে জানানো হয়েছে।

একইদিনে ফ্রান্সের অ্যাভিগনন শহরে আরেকজন হ্যান্ডগানধারী ব্যক্তি ফরাসীদেরকে হুমকি দেওয়ার সময় তাকে গুলি করে হত্যা করেছে দেশটির কুখ্যাত পুলিশ বাহিনী।

অন্যদিকে, সৌদি আরবের জেদ্দাতে ফরাসী দূতাবাসেও বৃহস্পতিবারেই হামলার ঘটনা ঘটেছে। সেখানে একজন নবীপ্রেমিক মুসলিমের ছুরিকাঘাতে এক প্রহরী আহত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ফ্রান্স সরকার সম্প্রতি মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবিরাম আঘাত হানার ঘোষণা দিয়েছে। তাদের এমন নিকৃষ্ট সিদ্ধান্তে আঘাতপ্রাপ্ত ও ক্ষুব্ধ সারাবিশ্বের নবীপ্রেমিক মুসলিমগণ। মানবজাতির মুক্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননা করাকে ফরাসীরা বাকস্বাধীনতা আখ্যায়িত করছে, নবী অবমাননাকারীদের প্রশংসা করছে।

মুসলিম আলেমগণ জানিয়েছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে অবমাননাকারীর একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যে বা যারাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করবে, তার রক্তের আর কোনো মূল্য থাকবে না। আজ ফরাসীরা জাতিগতভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করায় তাদের রক্ত মূল্যহীন হয়ে গেছে, তারা নিজেরাই তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে। ফলে, আগামী দিনগুলোতে বিশ্বজুড়ে এমন আরো হামলার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বিশ্বব্যাপী ক্ষোভের মধ্যেও নোবিপ্রবির দুই হিন্দু শিক্ষার্থীর নবীজিকে নিয়ে কটূক্তির ধৃষ্টতা

ইউরোপের দেশ ফ্রান্সের ইসলামবিদ্বেষী অবস্থানের প্রতিবাদে উত্তাল পৃথিবী। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন এবং ফরাসি প্রেসিডেন্টের ইসলামের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থানের বিরুদ্ধে আরব-অনারব, এশিয়া-ইউরোপসহ গোটা বিশ্বে আন্দোলন, বিক্ষোভ ও বয়কটের জোয়ার অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে সামনের সারিতে। কিন্তু এর মধ্যেই দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) দু'জন হিন্দু শিক্ষার্থী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তির ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে।

তারা দুইজন হলো ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থানা বিভাগের শিক্ষার্থী প্রতীক মজুমদার এবং একই শিক্ষাবর্ষের ফার্মেসী বিভাগের শিক্ষার্থী পাল দীপ্ত।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়টির রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. আবুল হোসেন ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানা যায়, ধৃষ্টতাকারী এই দুই শিক্ষার্থীকে শুধু সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে ও শৃঙ্খলাবোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এনে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করায় অভিযুক্ত দুজন শিক্ষার্থীকে সাময়িক ভাবে বহিষ্কার এবং হলের সিট বাতিল করা হয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উগ্র হিন্দুদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নবীজিকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার দুঃসাহস রীতিমতো লক্ষ্যনীয়।

মুসলিমদের হত্যার হুমকি দিয়ে ফরাসি মসজিদে ইসলামবিদ্বেষীদের চিঠি

কট্টর ইসলামবিদ্বেষী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে মুসলিম বিশ্ব এবং ফরাসি পণ্য বর্জনের প্রচার চালাচ্ছে। তবে থেমে নেই ফ্রান্সের ইসলামবিদ্বেষীরা। দেশটির উত্তরাঞ্চলের একটি মসজিদকে হুমকিমূলক বার্তা দেওয়া হয়েছে। যেখানে মুসলিমদের হত্যা করার হুমকি দিয়ে মসজিদের চিঠির বাক্সে ইসলামবিদ্বেষীরা ওই বার্তাটি রেখে যায়।

হত্যার হুমকির চিঠিতে আরব, তুর্কি ও সেখানকার মুসল্লিদের হত্যার হুমকিসহ অবমাননামূলক কথা বলা হয়েছে। ইসলাম ও ইনফো ওয়েবসাইটের বরাতে বার্তা সংস্থা আনাদোলু এমন খবর দিয়েছে। মসজিদে দেয়া হুমকির নোটিশে হিজাব পরিহিত মুসলিম নারীদের নিয়েও কটূক্তি করা হয়েছে।

তাদের অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেওয়া হয়েছে বলে খবরে জানা গেছে। চিঠিতে বলা হয়, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেব। সামুয়েলের মৃত্যুর কড়ায়-কণ্ডায় হিসাব নেব।

ক্লাসে মহানবী মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামের কার্টুন প্রদর্শন করার প্রতিবাদে চেচেন-বংশোদ্ভূত এক কিশোর ফরাসি স্কুল শিক্ষক স্যামুয়েল পটির শিরশ্ছেদ করে।

ওই ঘটনার পরে ইসলামবিদ্বেষী কর্মকাণ্ড বন্ধ করবে না বলে ম্যাক্রোঁর ঘোষণা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইসলামবিদ্বেষীদের উস্কে দেয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফরাসী সরকারের উস্কে দেওয়ার ফলে ওই দেশটিতে ইসলামোফোবিক ক্রিয়া ও বর্ণবাদী আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ম্যাক্রোঁর ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্যের পরেই দেশটির কয়েকটি পাবলিক ও এবং সরকারি ভবনে মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করে ইসলামবিদ্বেষীরা।

বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামের অপমানজনক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করার সমর্থনে ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মন্তব্য বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

এ ন্যাক্কারজনক ঘটনায় তুরস্ক ও পাকিস্তানসহ অনেক মুসলিম দেশ সর্বসম্মতভাবে ফ্রান্সের ইসলামফোবিক পদক্ষেপের নিন্দা জানায় ও ফরাসী পণ্য বর্জনকারী প্রচারগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় চালু করে।

এবার তাজমহলকে শিবমন্দির দাবি করে পূজা শুরু

তাজমহলকে শিব মন্দির দাবি করার পর ভারতের হিন্দুত্ববাদী আরএসএস এর শাখা সংগঠন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের যুব জেলা সভাপতি গৌরব ঠাকুর তাজমলহলের ভিতরে ঢুকে গেরুয়া পতাকা নিয়ে আর শিবের আরাধনা করে।

ভারতের ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে রামমন্দিরের নির্দেশের পর থেকেই একের পর এক মুসলিম স্থাপত্যকে নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মীয় উপাসানালয় বলে দাবি করতে থাকে হিন্দুত্ববাদীরা। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের যুব জেলা সভাপতি গৌরব ঠাকুর দাবি করেন যে, তাজমহল মমতাজ বেগমের স্মৃতিসৌধ না। সেটি ভগবান শিবের প্রাচীন মন্দির।

এবার তাজমহলের ভেতরে গৌরব ঠাকুরের আরাধনার ভিডিও করে প্রকাশিত হয়। তিনি জানান, তাজমহলে এর আগেও শিব আরাধনা করেছেন, আর আগামী দিনেও করবেন। ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের দাবি, গৌরব ঠাকুর প্রায় পাঁচবার তাজমহলের ভিতরে গেরুয়া পতাকা তুলে শিব আরাধনা করেছেন।

উনি জানায়, তাজমহলের সত্যতা সবার সামনে আসা উচিৎ। উনি বলেন যে, শাহজাহান দ্বারা বানানো এই তাজমহল কোনো ভালোবাসার চিহ্ন নয়, এটি হল হিন্দুদের আস্থার কেন্দ্র।

কাশ্মিরে এবার ভারতীয়দের জমি কেনার অনুমতি দিলো মোদি

এখন থেকে জম্মু-কাশ্মির ও লাদাখে জমি কিনতে পারবেন যেকোনো ভারতীয়। সাধারণ জমি আইন মেনেই যে কেউ ভূস্বর্গে জমি কিনতে পারবেন। ভারতীয় সংবিধান থেকে বিতর্কিত ভাবে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করার মাধ্যমেই সাধারণ ভারতীয়দের এই সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। এর আগে জম্মু-কাশ্মিরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেই কেবল সে রাজ্যে জমি কেনা যেত। কিন্তু এখন থেকে আর সেই বাধ্যবাধ্যকতা থাকছে না।

ভারতের কেন্দ্রীয় মোদি সরকারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইউনিয়ন টেরিটরি অফ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মির রিঅর্গানাইজেশন (অ্যাডপশন অফ সেন্ট্রাল ল) থার্ড অর্ডার, ২০২০ অনুযায়ী সেখানে জমি কিনতে পারবেন যে কোনো ভারতীয়। অর্থাৎ কাশ্মির উপত্যকায় জমি কেনার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা রইল না।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই নির্দেশ সংশোধন হওয়ার পর থেকেই কার্যকর করা হবে। শুধু তাই নয়, ভারতের যে কোনো জায়গায় জমি কিনতে গেলে যে আইন মানতে হয়, কাশ্মিরেও তার কোনো অন্যথা হবে না। এই নির্দেশের ব্যাখ্যা হিসেবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জেনারেল ক্লসেস অ্যাক্ট, ১৮৯৭-এর উল্লেখ করেছে বলে খবর। ভারতীয় সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়া তথা কাশ্মিরের বিশেষ মর্যাদা বিলুপ্ত করার পর থেকেই জম্মু-কাশ্মিরে জমি কেনা ইস্যু নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এবার আইনের করেই বিতর্কিত সেই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করে দিল মোদি সরকার।

উল্লেখ্য, ৩৭০ ধারা বিলোপ করার কিছু দিনের মধ্যেই দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, জম্মু-কাশ্মিরে জমি কেনার জন্য সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ, বিএসএফের মতো সামরিক এবং আধাসামরিক বাহিনীগুলোকে এখন থেকে আর 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' (এনওসি) নিতে হবে না। ১৯৭১ সালে জারি এই সংক্রান্ত একটি সার্কুলার প্রত্যাহার করে নিয়েছিল জম্মু-কাশ্মির প্রশাসন।

'রাইট টু ফেয়ার কমপেনসেশন অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি ইন ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন' - ২০১৩ সালের এই জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন জম্মু-কাশ্মিরেও কার্যকর হওয়া শুরু হয়েছিল বছর খানেক আগে থেকেই। কেন্দ্রীয় এই আইন অনুযায়ী, ভারতের জাতীয় বা রাজ্য স্তরের কোনো নিরাপত্তা সংস্থা চাইলে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যে কোনো এলাকায় জমি অধিগ্রহণ করতে পারে। এর জন্য কোনো সরকার বা প্রশাসনের অনুমতি তাদের নিতে হবে না। কিন্তু সেই আইন কাশ্মিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। কারণ ১৯৭১ সালে জারি হওয়া সার্কুলারটিতে বলা হয়েছে, সেনাবাহিনী কিংবা সিআরপিএফকে জম্মু-কাশ্মিরে জমি অধিগ্রহণ করতে হলে কিংবা কিনতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু আগেই সেই বাধা তুলে নেয়া হয়েছিল। আর এবার বিতর্কিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সাধারণ ভারতীয়দের জন্যও কাশ্মিরে জমি কেনার সুযোগ করে দিল মোদি সরকার। ভারতীয় সংবিধান থেকে নিজেদের বিশেষ মর্যাদা হারানোর পর মোদি সরকারের নতুন এই সিদ্ধান্ত কাশ্মিরিদের পিঠে যেন আরো একবার ছুরিকাঘাত।

ফিরে দেখা।।‘আড়াই লাখ কাশ্মীরী মুসলমান হত্যা করেছিল ভারত’

১৯৪৭-এ কাশ্মীরের নিরীহ মুসলিমদের ওপর গণহত্যায় চালিয়েছিল ভারতীয় বাহিনী। বর্বর সেই হামলায় ২ লাখ ৫০ হাজার মুসলিম নিহত হয়েছেন।

গত ৭৩ বছরে ভারতীয় সেনা কর্তৃক হত্যা, সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, চোখ তুলে ফেলাসহ অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কাশ্মীরের অর্ধ লাখ মুসলমান।

১৯৪৭ সালের ২৭ অক্টোবরে ভারত কাশ্মীরের প্রবেশ করে । একই সঙ্গে রাজ্যের বড় একটি অংশ দখল করে নেয়।

ভারতীয় বাহিনী জম্মু-কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে পা রাখার পর থেকে ২৭ অক্টোবরের দিনটি আজাদ কাশ্মীরে ‘কালো দিন’ পালন করে আসছে। গেল বছর জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ‘৩৭০ ধারা’ রদ করে ভারত কেন্দ্রশাসিত সরকারের অধীনে চলে যায়। ওই ঘটনায় প্রতিবাদ জানালে বহু কাশ্মীরি নির্যাতনের শিকার হন।

১৯৪৭ সালের এই দিনে জম্মু-কাশ্মীরের ভয়াবহ আক্রমণ করেছিল ভারত। তখন সেনা মোতায়নের পরই কাশ্মীরের জনগণের ওপর বর্বর হামলা, গণহত্যা এবং মুসলিমবিরোধী মিথ্যা প্রচারণা চালায় ভারত। সেসময় ২ লাখ ৫০ হাজার মুসলমান হত্যা করে ভারতীয় বাহিনী।

নির্যাতনের মুখে বহু কাশ্মীরি বাস্তুচ্যুত হন। একই সঙ্গে অনেককে পাকিস্তানে পুশ করা হয়। মূলত ২৭ অক্টোবর থেকেই কাশ্মীদের ওপর গণহত্যার অভিযানে নামে ভারত।

কাশ্মীরের জনগণ প্রথমে ডোগরা রাজবংশের স্বৈরাচারী শাসন থেকে এবং তারপরে ভারতীয় দখল থেকে স্বাধীনতা অর্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা করেছিল।

আনাদোলু সাংবাদিককে সরদার মাসুদ খান বলেন '১৯৪৭ এ কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লাহ ভারতে যোগ না দিতেন, আমরা কাশ্মীরিদের কয়েক দশক ধরে চলমান গণহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে পারতাম।' ওই এক ভুল কাশ্মীরিদের অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয় বলে মনে করেন তিনি।

আরবীতে কথা বলায় ফ্রান্সে মুসলিম ভাই-বোনের ওপর হামলা

আরবীতে কথা বলায় ফ্রান্সে মুসলিম ভাই-বোনের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। দেশটির রাজধানী প্যারিসের বাইরের একটি ছোট শহরে মুসলিম ওই ভাই-বোনের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। হামলার শিকার ওই মুসলিম ভাই-বোন জর্ডানের নাগরিক। কেবল আরবীতে কথা বলার কারণেই তাদের ওপর কট্টর বর্ণবাদী ও উগ্রপন্থী ফরাসিরা হামলা করে বলে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে দ্য ইসলামিক ইনফরমেশন।

হামলার শিকার ভাই ও বোন জানিয়েছেন, আরবীতে কথা বলার কারণে কট্ট্র বর্ণবাদী ও উগ্রপন্থী দুই ফরাসি নারী ও পুরুষ তাদের ওপর হামলা ও নির্যাতন করে। হামলার সময় হামলাকারীরা মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যাঙ্গচিত্র প্রদর্শনের ঘটনায় অভিযুক্ত ফরাসি শিক্ষককে হত্যার করায় আক্রমণাত্মক বিভিন্ন কথা বলে।

নির্যাতনের শিকার জর্ডানিয়ান ওই যুবকের নাম মোহাম্মদ আবু ঈদ। টেলিফোনে স্থানীয় গণমাধ্যমকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি অভিযোগ করেন,'কট্টর উগ্রবাদী ফরাসি ওই ব্যক্তি ও তার স্ত্রী চিৎকার করে ও রাগান্বিতভাবে আমাদের দিকে তেড়ে আসেন এবং বলেন- "এটা ফ্রান্স। এটা তোমার দেশ নয়।" এরপর আরবীতে কথা বলতে শুনে পাশের একটি বাস স্টপে তারা আমাদের ওপর হামলা করে।'

এদিকে অভিযুক্ত দুই হামলাকারীকে গ্রেফতার করেনি ফরাসি পুলিশ।

ফ্রান্সের একটি সরকারি স্কুলের আরবী বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশ জর্ডানের নাগরিক মোহাম্মদ আবু ঈদ। আর তার বোন ফ্রান্সের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করতে পড়াশোনা করছেন। জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অবস্থিত ফরাসি দূতাবাস থেকে স্কলারশিপ পেয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করতে তিনি ফ্রান্সে এসেছিলেন। দ্য ইসলামিক ইনফরমেশন

ম্যাক্রঁ'র ইসলাম বিরোধী অবস্থানের পর ফ্রান্সের প্রতি ভারতীয়দের সমর্থন

ফ্রান্সের প্রতি সংহতিসূচক #আইস্ট্যান্ডইউথফ্রান্স এবং #উইস্ট্যান্ডউইথফ্রান্স ভারতে গত বাহাত্তর ঘন্টা ধরেই 'টপ ট্রেন্ড'গুলোর মধ্যে উঠে এসেছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের এই দেশে হাজার হাজার ভারতীয় সোশ্যাল মিডিয়াতে ফ্রান্সের ভূমিকাকে সমর্থন করছেন, প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁর 'বীরোচিত' নেতৃত্বকে তারিফ জানাচ্ছেন। ফ্রান্সে সম্প্রতি ক্লাসরুমে মহানবী (সাঃ)'র কার্টুন দেখানোর সূত্রে একজন স্কুল শিক্ষকের শিরচ্ছেদের ঘটনার পর ইসলাম ধর্ম নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁর সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্যের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বে যখন প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে ও ফরাসি পণ্য বয়কটের ডাক দেয়া হচ্ছে, তখন ভারতে তার সমর্থনে নানা হ্যাশট্যাগ ট্রেন্ড করছে।

ক্ষমতাসীন দল বিজেপি-র নেতা ও পশ্চিম দিল্লির এমপি পরভেশ সাহিব সিং টুইট করেছেন : 'সহিষ্ণুতাও ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া উচিত। #আইস্ট্যান্ডইউথফ্রান্স। ফরাসি প্রেসিডেন্ট, আপনি দারুণ কাজ করেছেন।'

প্রথম সারির জাতীয় নিউজ চ্যানেল টিভি-নাইনের সম্পাদক ও অ্যাঙ্কর প্রিয়াঙ্কা দেও জৈন টুইটারে লিখেছেন, 'একজন খ্রিস্টান/হিন্দু/ইহুদী শিক্ষক যদি ক্লাসে মেরি/কৃষ্ণ/যীশুর কার্টুন দেখান ও তারপর একজন খ্রিস্টান/হিন্দু/ইহুদী তার শিরশ্ছেদ করে তাহলে অবশ্যই সেটা ওই ধর্মের উগ্র মৌলবাদ হিসেবে গণ্য হবে। ইসলাম কেন এর ব্যতিক্রম হবে?'

'ভারত কা রক্ষক'-সহ বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী, যারা নিজেদের কট্টর দেশপ্রেমী বলে পরিচয় দেয়, তারাও এই বিতর্কে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁ-র সমর্থনে সোশ্যাল মিডিয়াতে নানা পোস্ট করেছে।

#ওয়েলডানম্যাক্রঁ কিংবা #ম্যাক্রঁদ্যহিরো-র মতো নতুন নতুন নানা হ্যাশট্যাগও ভারতে উঠে আসছে, অনেকে এখন আরো বেশি করে ফরাসি জিনিসপত্র কেনারও ডাক দিচ্ছেন।

আর এই সবই ঘটছে এমন একটা পটভূমিতে, যখন ভারতে গত বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বারে বারেই মুসলিম-বিরোধী নীতি অনুসরণ করার অভিযোগ উঠেছে।

ফ্রান্স ও ইসলামকে কেন্দ্র করে এই চলমান বিতর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সরকার অবশ্য এখনো কোনো বিবৃতি দেয়নি। তবে শাসক দল বিজেপির নেতারা অনেকেই তাদের মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

গত ডিসেম্বরেই ভারত সরকার একটি বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন পাস করেছিল, যাতে প্রতিবেশী বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভারতের নাগরিকত্ব দেয়ার প্রস্তাব করা হলেও মুসলিমদের তা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

সেই নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সূত্র ধরে গত ফেব্রুয়ারিতে রাজধানী দিল্লিতে ভয়াবহ গণহত্যা শুরু হয়, যাতে হতাহতদের বেশির ভাগই ছিলেন মুসলিম।

তার আগের কয়েক বছরেও ভারতের নানা প্রান্তে 'বিফ' বা গরুর মাংস বহন করার অভিযোগে বহু মুসলিমকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। সেই সব ঘটনায় অপরাধীদের কারো শাস্তি হয়নি বললেই চলে।

দেশের ভেতরে এভাবে যখন একটা মুসলিম-বিরোধী বাতাবরণ ক্রমশ প্রশ্রয় পেয়েছে, তখন দেশের বাইরেও কিন্তু ফ্রান্সের সাথে ভারতের কূটনৈতিক ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে।

২০১৬ সালে ভারত সরকার ৩৬টি অত্যাধুনিক রাফাল ফাইটার জেট কেনার জন্য ফ্রান্সের সাথে একটি বিতর্কিত প্রতিরক্ষা চুক্তিও করেছিল।

সেই যুদ্ধবিমানগুলোর প্রথম ব্যাচের পাঁচটি মাসকয়েক আগেই ভারতে এসে পৌঁছেছে, আর সেগুলো আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারতকে বিরাট সুবিধা এনে দেবে বলেই সামরিক বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন।

এই পটভূমিতে ভারত যে এখন প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁর সমালোচনা করে কোনো পদক্ষেপ নেবে না, পর্যবেক্ষকরাও সে বিষয়ে একমত। আর ভারতের সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখা যাচ্ছে তারই প্রতিফলন - যেখানে ফ্রান্সের সমর্থনে কার্যত ঝড় উঠেছে!

সূত্র : বিবিসি

খোরাসান | অভাবী পরিবারের মাঝে তালেবানদের 'শীতকালীন সহায়তা' প্রদান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আমিরুল মু'মিনিন (সরকার) এর নির্দেশে তালেবানরা কাবুল প্রদেশের পাগমন জেলার অনেক অভাবী পরিবারের মাঝে 'শীতকালীন সহায়তা' প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে।

তালিবানের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট 'আল-ইমারার' এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় তালেবান কর্মকর্তারা শীতকাল উপলক্ষ্যে আফগানিস্তানের বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ ও শীতের আসবাব পত্র দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করতে শুরু করেছেন। এরই ধারাবাহিতায় আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল প্রদেশের পাগমন জেলার ৫টি এলাকায় ইতোমধ্যে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসব এলাকাগুলোতে মুজাহিদগণ দরিদ্রদের মাঝে ১ বস্তা গম, ১টি কম্বলসহ কিছু শীতকালীন আসবাব পত্র বিতরন করেছেন। এছাড়াও এসব এলাকার জনসাধারণের মাঝে ২ লাখ ২০ হাজার নগদ অর্থও প্রধান করেছেন মুজাহিদগণ।

এর আগে তালেবানরা পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে পাগমন জেলার বহু অভাবী ও দরিদ্র পরিবারকে খাদ্য ও নগদ অর্থ সহায়তা দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ইমারতে ইসলামিয়ার এই মহান কাজে সামর্থ অনুযায়ী সহায়তা করছে আফগানিস্তানের বড় বড় কিছু প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীরা। এছাড়াও কয়েকটি আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থাও তালেবানদের এধরণের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে তারাও এই কাজে তালেবানদেরকে সাহায্য করছে।

https://ibb.co/3NCn1zF

পশ্চিম আফ্রিকা | মুজাহিদদের থেকে বাঁচতে মুরতাদ বাহিনীর কাছে আইএস সদস্যদের আত্মসমর্পণ

খারেজি গ্রুপ আইএস সন্ত্রাসীদের অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (JNIM) এর মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের হামলা থেকে বাঁচতে মুরতাদ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে দলটির কয়েক ডজন সদস্য।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (JNIM) একটি সূত্র জানিয়েছে, গত ২৩ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত মালি ও বুর্কিনা-ফাসো সীমান্ত অঞ্চলে চিরুনি অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এই চিরুনি অভিযানের লক্ষ্য ছিল সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে থাকা আইএস ও অন্যান্য সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর গোপন আস্তানা গুড়িয়ে দেওয়া, এবং এসব স্থানে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসীদেরকে বন্দী করে শরয়ী আদালতে হস্তান্তর করা, যারা গত কয়েকমাস যাবৎ গুপ্ত হামলা চালিয়ে বেশ কিছু নিরপরাধ মুসলিমকে শহিদ করেছে।

মুজাহিদদের এই চিরুনি অভিযানে অনেক সন্ত্রাসী গ্রুপ সীমান্ত এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। এই অভিযানের সময় অনেক আইএস সন্ত্রাসী মুজাহিদদের হাতে বন্দী এবং হতাহত হয়েছে। এছাড়াও কয়েক ডজন আইএস সদস্য মুজাহিদদের হামলা থেকে বাঁচতে মুরতাদ বুর্কিনা-ফাসো ও মালিয়ান সৈন্যদের কাছে সেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে। যেমনটি এই খারেজি গ্রুপের সদস্যরা ইতিপূর্বে আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদদের হাত থেকে বাঁচতে কাবুল বাহিনীর কাছে দলে দলে আত্মসমর্পণ করেছিলো।

https://ibb.co/rm3GYd8

খোরাসান | সিআইএ এর কার্যালয়ে হামলা, ৩০০ কুফ্ফার সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানে ক্রুসেডার আমেরিকার সিআইএ গোয়েন্দা সংস্থা ও কাবুল সরকারের গোয়েন্দা কার্যালয়ে হামলা চালিয়েছেন তালেবানের শহিদ ব্যাটালিয়নের ৭ জন মুজাহিদ। এতে গোয়েন্দা সদস্যসহ তিনশতাধিক (৩০০+) সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৭ অক্টোবর মঙ্গলবার ভোর ৫:৫০ মিনিটের সময় আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশে অবস্থিত মুরতাদ কাবুল বাহিনীর প্রাদেশিক সর্ববৃহৎ সামরিক

ঘাঁটিতে হামলা চালাতে শুরু করে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের শহিদ ব্যাটেলিয়নের একটি দল, এই হামলায় অংশগ্রহণ করেন শহিদ ব্যাটেলিয়নের মাত্র ৭ জন তালেবান মুজাহিদ। কাবুল বাহিনীর এই সামরিক ঘাঁটিতেই ছিলো মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA (সিআইএ) ও কাবুল সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার ২টি কার্যালয়ও। এছাড়াও এই ঘাঁটিতে তখন অবস্থান করছিলো ৪ শতাধিক কাবুল সৈন্য।

শহিদ ব্যাটেলিয়নের ২ জন মুজাহিদ প্রথমে ২টি গাড়ি ভর্তি বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক নিয়ে সামরিক ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন। এরপর তাঁরা সামরিক ঘাঁটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ২টি ভবন টার্গেট করে শহিদী হামলা চালান। এতে উক্ত ২টি ভবন পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হওয়া সহ আশপাশের সামরিক ভবনগুলোরও অনেক অংশ ধ্বসে পড়ে। বোমার আঘাতে পুরো ঘাঁটি ও আশপাশ কালো ধোঁওয়ায় ছেয়ে যায়। এইসময় মুজাহিদের শহিদী হামলায় নিহত ও আহত হয় মুরতাদ বাহিনীর কয়েক ডজন সৈন্য।

এরপর বাহিরে অপেক্ষমান বাকি ৫ জন মুজাহিদও ভারি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে সামরিক ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন। তারা ২টি ভাগে পৃথক হয়ে যান এবং কাবুল সরকারের বিশেষ বাহিনী ও গোয়েন্দা ভবনে প্রবেশ করেন। এরপর শুরু হয় কাবুল বাহিনীর সৈন্যদেরকে টার্গেট করে করে একেরপর এক গুলি করে হত্যা করার বিশেষ মূ্হুর্ত। প্রতিমূহুর্তে তালেবানদের শহিদ ব্যাটেলিয়নের উক্ত ৫ জানবাজ মুজাহিদদের হামলায় মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকে কাবুল বাহিনীর ডজনকে ডজন সৈন্য।

এভাবেই চলতে থাকে ঐদিন বিকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ ঘন্টা যাবৎ তালেবান মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ অভিযান। এসময়ের মধ্যে এক এক করে ৩ জন মুজাহিদ শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। তবে তাঁরা শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত কাবুল বাহিনীর অন্ততপক্ষে ৩০০ সৈন্য নিহত ও আহত করেছেন। বাকি একজন মুজিহিদ আহত এবং অপর মুজাহিদ নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরতে সক্ষম হন।

অভিযান শেষে নিরাপদে ফিরে আসা একজন মুজাহিদ বলেন, আমি নিজে টার্গেট করেই হত্যা করেছি কাবুল বাহিনীর ৪৫ সৈন্যকে।

উল্লেখ্য যে, দোহা চুক্তির পর ক্রুসেডার আমেরিকা ও কাবুল বাহিনী বারবারই চুক্তি ভঙ্গ করে সাধারণ মানুষ, মসজিদ-মাদ্রাসা ও হাট-বাজারে হামলা চালিয়েছে। এতে শহিদ ও আহত হয়েছেন অনেক নিরপরাধ মুসলিম। কিছুদিন পূর্বেও মার্কিন বাহিনী চুক্তি ভঙ্গকরে কাবুল বাহিনীর সাথে মিলে তালেবান মুজাহিদদের উপর হামলা চালিয়েছিলো, তখন তালেবান মুখপাত্র কঠিন ভাষায়

বলেছিলেন, এইধরণের চুক্তি লঙ্ঘন ও হামলার পরের পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে আমেরিকা ও তার মিত্র বাহিনী।

ফটো রিপোর্ট | সিআইএ ও এনডিএসের কার্যালয়ে হামলাকারী তালেবান মুজাহিদিন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের শহিদ ব্যাটেলিয়নের মাত্র ৭ জন জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন দীর্ঘ ১০ ঘন্টা যাবৎ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ও কাবুল সরকারের বিশেষ বাহিনী এনডিএসের কার্যালয়ে একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

গত ২৭ অক্টোবর ভোর বেলায় শুরু হওয়া এই অভিযানে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনী ৩০০ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়েছে। বিপরীতে এই বরকতময় অভিযানে অংশগ্রহণকারী ৫ জন মুজাহিদ শাহাদাতের গৌরব লাভ করেছেন (ইনশাআল্লাহ্), বাকি ২ জন মুজাহিদ নিরাপদে ফিরে আসতে সক্ষম হন।

খোস্ত প্রদেশে সিআইএ ও এনডিএসের কার্যালয়ে অভিযান পরিচালনাকারী উক্ত শহিদ ব্যাটেলিয়নের জানবাজ মুজাহিদদের কিছু ছবিও ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে তালেবান।

https://alfirdaws.org/2020/10/29/43715/

২৮শে অক্টোবর, ২০২০

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের হামলায় ৯ এরও অধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর ২টি পৃথক অভিযান চালিয়েছে আশ-শাবাব মুজাহিদিন, এতে অন্ততপক্ষে ৫ ক্রুসেডার ও ৪ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

'শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী' কর্তৃক প্রচারিত সংবাদ অনুযায়ী, সোমালিয়ায় ক্রুসেডার উগান্ডান সৈন্যদের উপর একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের জানবায মুজাহিদিন।

২৭ অক্টোবর মঙ্গলবার, সোমালিয়ার শাবেলী সোফলা রাজ্যের কারয়ুলী শহরে উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন মুজাহিদিন, এতে ক্রুসেডার বাহিনীর কমপক্ষে ৫ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এর আগে অর্থাৎ গত ২৬ অক্টোবর সোমবার, সোমালিয়ার বাইবুকুল রাজ্যের কানসাহদিরি শহরে অন্য একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত হামলায় ৪ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছিল।

https://ibb.co/LvVgnNp

শাম | ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, একাধিক সৈন্য নিহত

সিরিয়ায় দখরদার রাশিয়া ও নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক ৩টি হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিন, এর মধ্যে স্নাইপার হামলায় নিহত হয়েছে ২ মুরতাদ সৈন্য।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-কায়েদা মানহাযের শামী জিহাদী গ্রুপ 'আনসারুত তাওহীদ' এর স্নাইপার টিমের মুজাহিদিন গত ২৭ অক্টোবর মঙ্গলবার, সিরিয়ার আল-মালাজাহ গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে ২ দফা সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ২ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়েছে।

এমনিভাবে দলটির আর্টিলারি ব্যাটালিয়নের মুজাহিদগণ ইদলিবের হাজারাইন ও আল-মালাজা গ্রামে নুসাইরী এবং দখলদার রাশিয়ান বাহিনীর সমাবেশস্থল লক্ষ্য করে সফল আর্টিলারি হামলা চালিয়েছেন।

২৭ অক্টোবর পরিচালিত এসব অভিযানের দায় স্বীকার করেছে আনসারুত তাওহীদ, তারা তাদের বার্তায় বলেছে যে, মুজাহিদদের এসব সফল আর্টিলারি হামলায় অনেক মুরতাদ ও কুফফার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

https://ibb.co/VqCChCg

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ১টি গাড়ি গনিমত

সোমালিয়ার রাজধানীতে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন একটি গাড়ি।

খবরে বলা হয়েছে, পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর কাহদা জেলায় একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। গত ২৭ অক্টোবর মঙ্গলবার এই হামলা চালান মুজাহিদগণ।

যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৬ সৈন্য নিহত হয়েছে, এছাড়াও এই হামলায় নিহত হয়েছে মোগাদিশু শহরের অন্যতম প্রশাসনিক শাখার কর্মকর্তা 'আব্রাহিম আলি আলো। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে অন্যান্য অস্ত্রের পাশাপাশি একটি গাড়িও গনিমত লাভ করেছেন।

https://ibb.co/x3v6ZTV

শাম | কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে মুজাহিদিনের তীব্র হামলা

সিরিয়ার দুটি স্থানে ভারি মর্টার শেল দ্বারা নুসাইরী ও রাশিয়ান বাহিনীর অবস্থানে সরাসরি আঘাত হেনেছেন আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিন।

'আনসারুত তাওহীদ' অফিসিয়াল সংবাদ চ্যানেলে বলা হয়েছে, গত ২৭ অক্টোবর মঙ্গলবার, সিরিয়ার কাফরনাবুল ও দারুল কাবির এলাকায় ভারি মার্টার শেল ও কামন দ্বারা তীব্র হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। মুজাহিদগণ দখলদার রাশিয়া ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে এসব সফল হামলা চালিয়েছেন।

ধারণা করা হচ্ছে, মুজাহিদদের এসকল আর্টেলারী হামলায় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত-আহত হয়েছে।

https://ibb.co/hBcySK5

https://ibb.co/jTLSnbw

এবার ভিসা মুক্ত যাতায়াতে চুক্তিবদ্ধ হলো আমিরাত-ইসরায়েল

ইসরায়েলের সাথে দুই দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা মুক্ত যাতায়াতের সম্মত হলো আরব আমিরাত। মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো ইসরায়েলে সরকারি সফরে যায় আমিরাতের একটি প্রতিনিধি দল। সেখানে দুই দেশের মধ্যে ভিসা মুক্ত যাতায়াত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহণ সহপাঁচটি বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। খবর ডয়েচে ভেলে'র।

গত ২০ অক্টোবর আরব আমিরাতের অর্থমন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন তৌক আল-মারি এবং অর্থ-প্রতিমন্ত্রী ওবেইদ হুমেইদ আল-তায়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ইসরায়েলে পৌঁছে। সফরে রয়েছেন মার্কিন কূটনীতিকরাও। অবশ্য ফিলিস্তিনি নেতারা এই সফরকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

ফিলিস্তিনি লিবারেশন অর্গানাইজেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য ওয়াসেল আবু ইউসুফ বলেন, আমিরাতের এই সফরের পর ইসরায়েল ফিলিস্তিনের আরো এলাকা দখলের চেষ্টা করবে। এতে কূটনৈতিক ভাবে ইসরায়েলের অবস্থান আরও শক্ত হলো।

হামাসের মুখপাত্র হাজেম কাসেম বলেন, ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ইসরায়েলের জোর আরো বাড়লো। ফিলিস্তিনের মানুষের উপর ইসরায়েলের অত্যাচার এ বার নতুন মাত্রা পাবে।

২৭শে অক্টোবর, ২০২০

পাকিস্তানে মাদরাসায় বোমা হামলায় কমপক্ষে ৭ জন নিহত

পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় শহর পেশোয়ারে একটি মাদরাসায় বোমা হামলায় কমপক্ষে ৭ জন নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার সকালে পাকিস্তানের পেশোয়ারের কাছে একটি মাদ্রাসায় বোমা হামলা চালানো হয়েছে।

এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত চার জন শিক্ষার্থীসহ মোট সাতজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তবে এই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনর রয়েছেন কমপক্ষে ৭০ জন ।

জানা গেছে, পেশোয়ারের দির কলোনিতে ওই মাদরাসায় বিস্ফোরণের সময় হাদিসের ক্লাস চলছিল। সেই ক্লাসে উপস্থিত ছিল বহু শিশুও। বিস্ফোরক ভর্তি একটি ব্যাগ মাদ্রাসার ভিতর রেখে যায় কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। ক্লাস চলাকালীন সময় বিস্ফোরণটি ঘটে।

এই হামলার দায় এখন পর্যন্ত কেউ স্বীকার করেনি।

পাকিস্তানের জনপ্রিয় জিহাদী জামাত তাহরিকে তালেবান পাকিস্তান একটি বার্তায় এ বর্বর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। টিটিপির সেই বিবৃতিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই হামলার সাথে পাকিস্তানের গোয়েন্দা বাহিনী যুক্ত থাকতে পারে।

পাকিস্তানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম 'দ্য ডন' অনলাইনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আহতদেরকে পেশোয়ারের লেডি রিডিং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে।

শাম | হুররাস আদ-দ্বীনের শীর্ষ নেতা শাইখ আবু মুহাম্মাদ আস-সুদানী (রহ.)র শাহাদাতবরণ

কুফ্ফার বাহিনীর বিমান হামলায় শাহাদাতবরণ করেছেন আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের শীর্ষ নেতা ও একজন সামরিক কমান্ডার শাইখ আবু মুহাম্মাদ আস-সুদানী (রহ.)।

খবরে বলা হয়েছে, গত বৃহস্পতিবার ১৫ই অক্টোবরে সিরিয়ার ইদলিব সিটির আরব-সাঈদ শহরে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছিল ক্রুসেডার বাহিনী। এতে কয়েকজন লোক শাহাদাতবরণ করেছেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ হতাহতদের কোন পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। পরে গত ২৬ অক্টোবর আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন সমর্থিত সংবাদ চ্যানেলগুলো জানায় যে, গত ১৫ অক্টোবর ইদলিবের আরব-সাঈদ শহরে গাড়ি লক্ষ্য করে পরিচালিত ক্রুসেডার বাহিনীর উক্ত বিমান হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন আল-কায়েদা শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের একজন উচ্চপদস্থ কমান্ডার ও প্রবীণ ব্যক্তিত্ব শাইখ আবু মুহাম্মাদ আস-সুদানি

(রহ.)। এই হামলায় তিনি ও তাঁর স্ত্রী শাহাদাতবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আস-সুদানি (রহ.) ছিলেন একজন উদার চরিত্র, নম্রতার প্রতীক এবং জিহাদের ময়দানে দৃঢ়তার এক জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। তিনি ছিলেন শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহ.) এর একজন সঙ্গী। তিনি ছিলেন আফগান ও ইরাকে ক্রুসেডার মার্কিনবিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন জানবায মুজাহিদ ও কমান্ডার।

তিনি শাহাদাতের কিছুদিন পূর্বে বিদ্রোহী গ্রুপ তাহরিরুশ শাম এবং এই দলটির সর্বোচ্চ নেতা আবু মুহাম্মদ আল-জুলানিকে উদ্দেশ্য করে দুটি বার্তা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম বার্তাটি প্রকাশিত হয় বৃহস্পতিবার 10/8/2020 তারিখে। তিনি এই বার্তাটিতে বলেছিলেন, তাহরিরুশ শাম যেন অন্যায়ভাবে তাদের হাতে বন্দী মুজাহিদদের অতি দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করে, মুজাহিদদের উপর অন্যায়ভাবে হামলা চালানো বন্ধ করে এবং কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে মুজাহিদদের সামনে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে। এজন্য তিনি তাহরিরুশ শামকে শাইখ আবু কাতাদাহ্ আল-ফিলিস্তিনী (হাফিজাহুল্লাহ)-কে প্রধান বিচারক মেনে শরিয়া আদালতে বৈঠক করার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু তাহরিরুশ শাম শাইখের বার্তাটি উপেক্ষা করে এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে থাকে।

এরপর শাইখ আবু মুহাম্মাদ আস-সুদানি (রহিমাহুল্লাহ) তাহরিরুশ শামকে উদ্দেশ্য করে বুধবার 10/14/2020 তারিখ তাঁর দ্বিতীয় বার্তাটি প্রকাশ করেন। আর এই বার্তা প্রকাশের পরের দিন অর্থাৎ 10/15/2020 তারিখ ক্রুসেডার জোট শাইখের গাড়িতে বোমা হামলা চালায়। এর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় উম্মাহর এই বীর মুজাহিদ আলেমের দুনিয়া সফর। আল্লাহ্ তা'আলা শাইখকে শুহাদাদের কাতারে শামিল করুন, জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন; পাশাপাশি তাঁর ভাইদের (শামী মুজাহিদ) ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দিন, কুফফার ও জালিম বাহিনীর উপর তাঁর ভাইদের বিজয়ী করুন, আমিন।

https://ibb.co/Qv0r1WY

শাম | মুজাহিদদের পৃথক হামলায় অন্তত ৫ নুসাইরী সৈন্য নিহত

সিরিয়ায় আনসারুত তাওহীদের ৩ দফা স্নাইপার হামলায় নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর ৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ২৬ অক্টোবর সোমবার কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিন। ইদলিব সিটির দারুল কাবির এলাকায় মুজাহিদদের উক্ত সফল স্নাইপার হামলায় শিয়া মুরতাদ বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত হয়েছে। একই এলাকায় এদিন মুজাহিদগণ নুসাইরী মুরতাদ ও দখলদার রাশিয়ান বাহিনীর অবস্থান টার্গেট করে বেশ কিছু রকেট হামলাও চালিয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এতে কতক নুসাইরী ও রাশিয়ান সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এর আগে অর্থাৎ গত ২৫ অক্টোবর রবিবার, একই এলাকায় অন্য একটি সফল স্নাইপার হামলা চালান মুজাহিদগণ, এর ফলেও ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়, একইদিন আল-মালাজাহ গ্রামেও স্নাইপার হামলা চালান আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিন। এতে ১ নুসাইরী সৈন্য নিহত হয়েছে।

https://ibb.co/3RPwZKD

আকবর কোথায় পুলিশ জানে

আওয়ামী গুন্ডাবাহিনী পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনে সন্তানের মৃত্যুর ১৫ দিনেও আটক হয়নি মূলহোতা এসআই আকবর হোসেন ভূঁইয়া, যাকে পালাতে সহায়তা করেছে পুলিশ। মামলার তদন্তেও ধীরগতি। অসহায় মা ছালমা বেগম তাই এলেন রাজপথে, যে পুলিশ ফাঁড়ির নির্যাতনে মৃত্যু হয় রায়হানের, সেটির সামনেই কাফনের কাপড় গায়ে চাপিয়ে জানালেন- অপরাধীরা গ্রেপ্তার না হলে থাকবেন আমরণ অনশনে। যদিও পরে বিকাল ৫টায় সিটি মেয়র ও গণ্যমান্যদের অনুরোধে সেই অনশন তুলে নেন রায়হানের মা।

ছালমা বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমার সন্তানকে হত্যা করে পুলিশের বড় কর্তাদের সামনে দিয়ে পালিয়ে গেল আকবর। আমাদের প্রশাসন নিশ্চয়ই জানে আকবর কোথায়, কিন্তু ধরছে না। অন্য দোষীদেরও রাখা হয়েছে জামাই আদরে। তাদের একসঙ্গে গ্রেপ্তার না করে একজন একজন করে আদালতে এনে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। কয়দিন পর সবাই এ ঘটনা ভুলে যাবে। আমি ডেকেও কাউকে আর পাব না। সন্তানকে পেলাম না, হয়তো সন্তান হত্যার বিচারও দেখে যেতে পারব না। এর চেয়ে রাস্তায় বসে মরে যাওয়াই ভালো।'

রায়হান উদ্দিন নামের ওই যুবককে বন্দরবাজার থানাপুলিশ গত ১০ অক্টোবর আটক করে। ওইদিন রাতে ফাঁড়িতে তার ওপর নির্যাতন চালায় পুলিশ এবং তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য টাকা দাবি করে। ছেলেকে বাঁচাতে ভোরে তার বাবা টাকা নিয়ে ওই ফাঁড়িতে গেলে জানানো হয় রায়হান এখন ঘুমাচ্ছে, সকাল ১০টার দিকে আসতে হবে। পরে সকাল ১০টার দিকে গেলে তাকে বলা হয়, সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজে যেতে। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন তার ছেলে মারা গেছে। পুলিশ দাবি করে, ছিনতাইকারী সন্দেহে রায়হানকে জনতা গণপিটুনি দেওয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে। যদিও সিটি করপোরেশনের ফুটেজে এর কোনো প্রমাণ মেলেনি। এ ঘটনায় সিলেট কোতোয়ালি থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন নিহতের স্ত্রী তাহমিনা আক্তার তান্নি। মহানগর পুলিশের ওপর ব্যাপক অভিযোগের পর মামলাটির তদন্তভার দেওয়া হয় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই)।

ঘটনার মূলহোতা আকবর এখন পর্যন্ত ধরা না পড়ার সুযোগ নিচ্ছেন গ্রেপ্তারকৃতরা। কিছুতেই মুখ খুলতে চাইছেন না তারা। নির্যাতনে অংশ নেওয়া কনস্টেবল টিটু চন্দ্র দাসকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়েও অর্থবহ কিছু উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে পিবিআই। রিমান্ড আদালতে আনা হলে সেখানে জবানবন্দি দিতে রাজি হননি টিটু। বাধ্য হয়ে তাকে আরও তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। রিমান্ডে আছেন কনস্টেবল হারুনুর রশীদও। পিবিআইয়ের কাছে টিটুর দেওয়া তথ্যের সঙ্গে অনেক গরমিল ঘটনার দিন ফাঁড়িতে অবস্থানকারী ও প্রত্যক্ষদর্শী তিন কনস্টেবল শামীম, সাইদুর ও দেলোয়ারের বক্তব্যে। আমাদের সময়

পণ্য বয়কট না করার অনুরোধ ফ্রান্সের

সম্প্রতি ক্রুসেডার ফ্রান্স মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশের পর মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে ফ্রান্সের পণ্য বয়কটের ডাক দেয়।

এরপরই টনক নড়ে ফ্রান্সের। এবার তারা আরব দেশগুলোর প্রতি পণ্য বয়কট বন্ধের অনুরোধ জানিয়েছে।

ফ্রান্সের পণ্য বয়কট না করার অনুরোধ জানিয়ে গত ২৫ অক্টোবর রোববার একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশের পর সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে ফ্রান্সের পণ্য, বিশেষ করে খাদ্যপণ্য বয়কটের আহ্বান জানিয়েছে। এ ছাড়া পাশাপাশি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। অবিলম্বে এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে সব ধরনের আক্রমণাত্মক মনোভাব বন্ধ করুন।

তবে, বিবৃতিতে রাসুল অবমাননার জন্য কোন প্রকার অনুশোচনা প্রকাশ করা হয়নি। নরাধম ম্যাক্রো ইসলামের বিরুদ্ধে এখনও অটল রয়েছে, ইসলামের ধর্মের বিরুদ্ধে তার সমালোচনা অব্যাহত রয়েছে।

সম্প্রতি ফ্রান্সের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর কার্টুন প্রদর্শনের কারণে দেশটির এক শিক্ষককে চেচেন বংশোদ্ভূত(শিশানী) এক কিশোর গলা গেটে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।

হত্যাকাণ্ডের তদন্তে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলছে, শিক্ষক স্যামুয়েল প্যাটি তার ক্লাসে শিক্ষার্থীদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কার্টুন দেখিয়েছিলেন। মুসলিম অবিভাবকদের অভিযোগ সত্ত্বেও সে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন বন্ধ করেনি। গত শুক্রবার নিজ কর্মস্থল মিডল স্কুলটির সামনের সড়কেই হামলার শিকার হন ওই শিক্ষক। এ ঘটনার পর ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শয়তান ম্যাক্রো।

সে বলেন, এই বিচ্ছিন্নতাবাদ ফ্রান্সের মুসলমান সম্প্রদায়গুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। ফ্রান্সের সরকারি ভবনে মহানবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ব্যঙ্গ করে চিত্রপ্রদর্শন বন্ধ হবে না বলেও দম্ভ প্রকাশ করে।

এরপর থেকে আরব বিশ্বের দেশগুলো ফ্রান্সের পণ্য বয়কটের আহ্বান জানাতে শুরু করে। কুয়েতের বেসরকারি সংস্থা গ্রাহক সমবায় সমিতিগুলো ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ফরাসি পণ্য বয়কট করেছে। দেখা গেছে, দেশটির কয়েকটি দোকান থেকে ফরাসি কোম্পানির পণ্য সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।

রোববার আরব বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ সৌদিতে হ্যাশট্যাগের মাধ্যমে ফ্রান্সের ফরাসি বহুজাতিক খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ক্যারফুর বয়কটের আহ্বান জানানো হয়। জর্ডান ও কাতারেও একইভাবে ফরাসি পণ্য বয়কটের আহ্বান জানানো হয়।

২৬শে অক্টোবর, ২০২০

ফ্রান্সের পণ্যবয়কটের আহ্বান জানিয়ে বিশ্ববিখ্যাত আলেমদের বার্তা

সূচনাকাল থেকে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মুসলিম উম্মাহর ভালবাসা ছিল এমন যা বড় বড় কাফেররা দেখে ঈর্ষায় ফেটে যেত। নবীর প্রতি এই ভালোবাসা মুসলিম উম্মাহর অনেক বড় পুঁজি। নবীর প্রতি ভালোবাসার প্রথম দাবি নবীর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। যেসব সুন্নাহকে কেন্দ্র করে কাফেররা বিদ্রুপ করে সময় এসেছে সে সব সু্ন্নাহকে আরো বেশী করে আঁকড়ে তাদের মুখের উপর জবাব দিয়ে দেওয়া, হযরত সালমান ফারসীর ভাষায়-আমি কি আমার প্রিয় নবীর সুন্নত ছেড়ে দেব এসব আহম্মকদের কথায়?

এই মুহূর্তে নবীর প্রতি ভালোবাসার সর্বনিম্ন একটি দাবি, যারা নবীর শানে বেআদবি করে তাদের সাথে সবধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাদের সাথে কেনাবেচা লেনদেন আমদানি রফতানি বন্ধ করে দেয়া। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সে পণ্যবয়কট আন্দোলনে অংশ নেয়ারই আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত আলেমগণ।

জগদ্বিখ্যাত আলেম মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি তার এক টুইট বার্তায় লিখেছেন, দোজাহানের সরদার হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ফ্রান্স এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তারপর কি কোনো মুসলমানের পক্ষে এটা সম্ভব যে সে এই দেশের পণ্য কেনাবেচা কিংবা আমদানি রফতানি করবে।এই সম্পদ পূজারিদের তখনই উচিত শিক্ষা হবে যখন ইসলামী বিশ্ব তাদের পণ্য বয়কট করবে। এটা হল সর্বনিম্ন একটি প্রতিক্রিয়া যা আমরা এই মুহূর্তে দেখাতে পারি।

আরববিশ্বের আলেম ইউসুফ কারযাভী লিখেছেন, মুসলিম উম্মাহর পক্ষে এটি কখনো সম্ভব নয় তারা তাদের নবীর হক আদায়ে গড়িমসি করবে। মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আমাদের সবকিছুর চাইতে প্রিয়। আমি কিভাবে এমন কোনো জাতির পন্য ক্রয় করি যারা আমার নবীকে অপমান করে? কিভাবে আমরা আমাদের সম্পদ তাদেরকে দেই? কিভাবে আমাদের সম্পদে তাদেরকে লাভবান হতে দেই? না কখনো হতে পারে না। আমাদেরকে সে সব পণ্যের বিকল্প ব্যবহার করতে হবে। এসব পণ্যে তাদের মুখাপেক্ষী হওয়া যাবে না।

আরব বিশ্বের আরেক প্রথিতযশা আলেম বিশিষ্ট হাদীসবেত্তা শায়খ শরীফ হাতেম লিখেছেন, ফ্রান্স সরকার মুসলমানদেরকে কাঠগড়ায় দাড় করিয়েছে-তাদের একটাই কথা, হয় তুমি তোমার নবীর গালি দেয়াকে মেনে নাও আর নয়তো তুমি সন্ত্রাসী! সত্যি বলতে কি ফ্রান্স সরকার তাদের সেই মধ্যযুগে ফিরে যাচ্ছে। তবে এবার খৃস্টধর্মের গীর্জা দিয়ে নয়, ধর্মনিরপেক্ষতা নামক ধর্মের গীর্জা দিয়ে, যার বর্তমান পাদ্রী ম্যাক্রো।

পাকিস্তানের দায়ী আলেম মাওলানা তারিক জামিল তার টুইট বার্তায় লেখেন, রাসূলে আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেআদবি করায় সকল মুসলিমের হৃদয় ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। আমি প্রতিটি মুসলিম ভাইকেই বলব, ফ্রান্সের পণ্য বয়কট করে বয়কট আন্দোলনে অংশ নেয়ার মাধ্যমে এই বস্তুপূজারিদের ভোগবিলাসে আপনি একটা আঘাত হলেও করতে পারেন।নিজের সাধ্যের ভিতরে প্রত্যেক মুলমান ফ্রান্সের পণ্য বয়কটকে আবশ্যক করে নিন।

সুদান-ইসরায়েল সম্পর্কে রাজি : তাওহীদী জনতার বিক্ষোভ

সুদানে সরকারিভাবে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকের সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছে সুদানের মুসলিম জনতা। দেশটির ক্ষুব্ধ মুসলিম জনগণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

ইসরায়েল-সুদান সম্পর্ক স্বাভাবিকে রাজি হয়েছে। নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব অবসানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দু'জাতি 'শুক্রবার ইসরায়েল, সুদান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ত্রিপক্ষীয় এমন ঘোষণার পর রাজধানী খার্তুমে বিক্ষোভ করেন সুদানের নাগরিকরা।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় তারা রাজধানী খার্তুমে সমাবেশ করেন এবং সুদানের সার্বভৌম পরিষদের প্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহকে সন্ত্রাসী ইসরালের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চুক্তি প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানান।

খার্তুমের বিক্ষোভে অংশ নিয়ে সুদানের নাগরিকরা বলেন, দখলদার রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো শান্তি নয়, সমঝোতা নয়, একাত্মতা প্রকাশের প্রশ্নই উঠে না। আমরা কখনো তা মেনে নেবো না। ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সব সময় আছি আমরা।'সমাবেশ থেকে বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলের পতাকায় আগুন দেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইনের পর তৃতীয় আরব দেশ হিসেবে সুদানের ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্তে চরম হতাশা ব্যক্ত করেছে ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষ।

যদিও আল জাজিরাকে ফিলিস্তিনী এক ব্যাক্তি বলেছেন, অনেক ফিলিস্তিনী বিশ্বাস করেন, ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ নিন্দা জানানো ছাড়া খুব বেশি কিছু করতে পারেনি।

দখলকৃত পশ্চিম তীরের রামাল্লাহ শহর থেকে আল জাজিরাকে ঐ ব্যাক্তি বলেন, অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, ফিলিস্তিনিদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। কিন্তু মুক্তির আশা খুব একটা নেই।

অনেক ফিলিস্তিনী সামাজিক মাধ্যমে বলেছেন, সুদানের নাগরিকদের সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের আত্মার সম্পর্ক। কিন্তু দেশটির শাসকদের কারণে তারা কিছু করতে পারছেন না।

সূত্র : মিডলইস্ট মনিটর।

ইহুদিদের পিঠুনিতে এক ফিলিস্তিনী কিশোর নিহত

গত ২৫ অক্টোবর পশ্চিম তীরে নাবলুসের উপকণ্ঠে একটি গ্রামে ১৮ বছর বয়সী আমের সানাওয়ার নামে এক ফিলিস্তিনি কিশোরকে হত্যা করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং একটি মেডিকেল সূত্রে জানা গেছে, দখলকৃত পশ্চিম তীরে অবৈধভাবে বসতি স্থাপনকারী ইহুদিরা ভোরের দিকে ঐ ফিলিস্তিনি কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে, কিশোর আমের বাজারে যাবার সময় ইহুদি দখলদার বসতির পাহারাদাররা তার উপর হামলা করে। মারা যাবার আগ পর্যন্ত তার ক্ষতবিক্ষত শরীরে আঘাতের পর আঘাত করা হয়েছিলো।

এ ঘটনায় আমেরের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার পরিবার জানিয়েছে, আমেরকে ধরে নিয়ে যাবার খবর শুনে আমারা দ্রুত ছুটে আসি। কিন্তু আমাদেরকে কাছে যেতে দেওয়া হয়নি। এমনি আহত আমারকে কোন প্রকার চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে বন্দুকের পিঠ দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।

আল মানার টিভি চ্যানেল জানিয়েছে, আমারের নিহতের ঘটনায় পুরো পশ্চিম তীর ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ফিলিস্তিনের ইসলামি জিহাদ আন্দোলন এক বিবৃতিতে অমেরের হত্যার ঘটনাকে

ইসরায়েলের অপরাধযজ্ঞ হিসেবে অভিহিত করে ইসরায়েলি সেনাদের আগ্রাসন মোকাবেলার জন্য জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে প্রতিরোধকামী সবাইকে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

উল্লেখ, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পর ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের সহিংসতা বেড়েই চলেছে।

সূত্র : মিডলইস্ট আই।

শিগগিরই ওমান-ইসরায়েল সম্পর্ক স্বাভাবিকের চুক্তি: ইসরায়েলি মিডিয়া

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী গাদ্দার রাষ্ট্রসমুহের পরবর্তী আরব দেশ হতে যাচ্ছে ওমান। গত ২৫ অক্টোবর ইসরায়েলি গণমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে।

ইসরায়েলি চ্যানেল ১২ জানিয়েছে, দেশটির কর্মকর্তারা আশাবাদী খুব শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকের চুক্তি করবে ওমান।

গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, সম্ভবত ইসরায়েল-ওমান সম্পর্ক স্বাভাবিকরণ চুক্তি মার্কিন নির্বাচনের পরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন এবং সুদানের প্রসঙ্গ টেনে দখলদার অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বিনইয়ামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, আরো দেশ তাদের অনুসরণ করবে।

প্রসঙ্গত, দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে আমিরাত এবং বাহরাইনের সম্পর্ক স্থাপনের চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে ওমান।

গত শুক্রবার ক্রুসেডার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা দেন, ইসরায়েল-সুদান সম্পর্ক স্থাপনে একমত হয়েছে।

উল্লেখ, ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সাথে গাদ্দারি করে একের পর এক মুরতাদ শাসকের আবির্ভাব হচ্ছে। এর আগে ১৯৭৯ সালে মিশর, ১৯৯৪ সালে জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইন ২০২০ সালে দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চুক্তি করে।

সূত্র : মিডলইস্ট মনিটর।

ইসলাম নিয়ে ফ্রান্সের কটূক্তির ব্যাপারে ইসলামী ইমারতের বার্তা

সম্প্রতি ফরাসী প্রেসিডেন্ট (ম্যাক্রোঁ) ইসলামের বিরুদ্ধে বেপরোয়া মন্তব্য করেছে। সে বলেছে যে, ইসলাম বৈশ্বিকভাবে সংকট মোকাবেলা করছে, এর সংস্কার প্রয়োজন। তাছাড়াও সে ফ্রান্সের মুসলিমদের উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

ইসলামী ইমারত ফরাসী প্রেসিডেন্টের এই ধরনের মন্তব্যের নিন্দা জানাচ্ছে এবং এটিকে মানবজাতির বিরুদ্ধে অবস্থান হিসেবে বিবেচনা করছে।

এ ধরনের অজ্ঞতাপূর্ণ ইসলামবিদ্বেষী মন্তব্য করার পরিবর্তে ইসলাম নিয়ে সতর্কতার সাথে পড়াশোনা করাই তার জন্য ভালো হতো। তাকে অপর্যাপ্ত প্রতিকূল তথ্যের উপর ভিত্তি করে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করা বন্ধ করতে হবে; এমন অবস্থান প্রকাশ করা বন্ধ করতে হবে যার

দরুন আন্তর্জাতিক শান্তি হুমকির মুখে পড়ে এবং মানবজাতির মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

এখন পর্যন্ত বহুবার ইসলামের মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র ফ্রান্সে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং দেশটিতে অনেক শয়তানি চক্র মুসলিমদের ভাবমূর্তি খারাপভাবে প্রচার করেছে।

ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান

০৮ - ০৩ - ১৪৪২ হিজরী

২৫ – ১০ – ২০২০ ঈসায়ী

সোমালিয়া | ৪ টি শহর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিল্যান্ডের সানাজ রাজ্যের চারটি শহর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। সোমালিল্যান্ড প্রশাসনের মিলিশিয়ারা যোদ্ধাদের অভিযানের খবর পেয়ে পালিয়ে যায়। পরে মুজাহিদিন নিয়ন্ত্রণে নেন সানাজ রাজ্যের সুতা এবং লাস্ক্রি শহর। যার মধ্যে মারি, মাশালিদ, হাবাশা ওলি এবং মার্কিত শহর অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

শহরগুলির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরে, যোদ্ধারা কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করে, এরপর শহরগুলোর উল্লেখযোগ্য এবং শেখদের সাথে সাক্ষাতও করেন মুজাহিদগণ।

নতুন নিয়ন্ত্রিত এসব শহরগুলির বাসিন্দারা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদেরকে শহরে ঢুকার পথে ফুল ছিটানো ও ইসলামী সঙ্গীত গেয়ে স্বাগত জানিয়েছে। এই রাজ্যের অন্যতম নেতা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনের আল-আন্দালুস ইসলামিক রেডিওর সাথে একটি সাক্ষাতকারের সময় বলেছিল, "আমার নাম আলী মুহাম্মদ আলী, আমি লস্করী শহর থেকে সানাজ রাজ্যে এসেছি, বর্তমানে আমি এই অঞ্চলের অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত।"

আলী আরও যোগ করেছেন: “মুজাহিদরা আমাদের এলাকায় এসেছেন এবং এখানে তাঁরা চিরুনি অভিযান পরিচালনা করেন এবং লস্করী শহর এবং শহরতলি“ গ্রিও সুমৌ” শহরে মনোনিবেশ

করেন। চিরুনি অভিযানের সময় তাঁরা বার্ন শহর থেকে প্রচুর পরিমাণে মদ বহনকারী একটি গাড়ি আটক করেছেন। এটি অঞ্চলটির মদ ব্যবসায়ীদের কাছে একটি সতর্কতা ও বিবেচনা করার জন্য একটি বার্তা। আমি এবং আমাদের এই অঞ্চলের লোকেরা মুজাহিদদের অভিযান এবং এখানে মুজাহিদদের বিজয় লাভে সত্যিই খুবই খুশি হয়েছি।

এ বছর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সানাজ রাজ্যের রাজধানী আইরেজাবো শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত "জান মারুদি" শহরটি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলো এবং সেখানকার জনগণও মুজাহিদদের স্বাগত জানিয়েছিলো। যেখানে বর্তমানে ইসলামী আইনে সকল কিছু পরিচালিত হয়ে আসছে।

এটি লক্ষণীয় যে "সোমালিল্যান্ড" এর প্রশাসন 1991 সালে নিজেকে সোমালিয়ার বাকী অংশ থেকে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করে এবং এখন পর্যন্ত তারা আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। এরই মধ্যেই শাবাব মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা ও শহরগুলো একে একে দখলে নিচ্ছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন দক্ষিণ ও মধ্য সোমালিয়া এবং দেশের উত্তরের পেন্টল্যান্ড এবং সোমালিল্যান্ডের বেশিরভাগ অঞ্চল এখন নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁরা নিজেদের শিকড় এখন কেনিয়ার গভীরতা পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলিকে "ইসলামিক স্টেট/রাষ্ট্র" বলে অভিহিত করে, যেখানে ইসলামী আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

https://ibb.co/jzpyVqk

https://ibb.co/jWD4TJ6

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় এক সেনা গুপ্তচরসহ ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে এক গোয়েন্দা সদস্য ও ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অফিসিয়াল 'উমর মিডিয়া' কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, গত ২৪ অক্টোবর শনিবার রাতে দক্ষিণ ওয়াচিরিস্তানের খাইসুর এলাকায় একটি অভিযান পরিচালনা করেছেন। টিটিপি তাদের গোয়েন্দা টিমের তথ্যের ভিত্তিতে ঐ অভিযানটি শের আমানউল্লাহ নামক এক নাপাক সেনা গুপ্তচরকে টার্গেট করে পরিচালনা করেন। এতে ঐ গুপ্তচর ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন, সে ছিলো তুরিখেল গোত্রের লোক, যাকে সেনাবাহিনী গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নিযুক্ত করেছিলো। মুজাহিদিদের উপর হামলা ও তাদের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি করার কারণে সে মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত হয়।

এর আগে অর্থাৎ গত ২৩ অক্টোবর দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মাকিন এলাকায় অন্য একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন টিটিপির মুজাহিদিন। যখন নাপাক সৈন্যরা পায়ে হেটে টহল দিচ্ছিলো, মুজাহিদগণ ঠিক সেই মুহুর্তেই সৈন্যদের একটি কাফেলাতে হামলা চালান। এতে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত হয়েছে।

২৫শে অক্টোবর, ২০২০

সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে রোহিঙ্গা কিশোর নিহত

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে এক রোহিঙ্গা কিশোর নিহত হয়েছেন।

জানা গেছে, উখিয়া কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প এক ওয়েস্টে আশ্রিত রোহিঙ্গা নাগরিক এমদাদ হোসেনের দুই ছেলে জাবের ও মো. হোসেন সীমান্তের নো ম্যান্স ল্যান্ড এলাকায় যায়।

এসময় মিয়ানমার সীমান্তের মেইন পিলার নং ৪০ এর কাছাকাছি পৌঁছামাত্র মাটিতে পুঁতে রাখা স্থলমাইন বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই মারা যান জাবের (১৪)।

ঘটনার পর পর জাবেরের সঙ্গে থাকা তার ভাই মো. হোসেন ঘটনার বিষয়ে তার মা-বাবাকে জানায়। পরে ঘুমধুম পুলিশ ও ৩৪ বিজিবির সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে।

জানা গেছে, ২০১৭ সালে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের পর তারা যাতে ফেরত যেতে না পারে; সে জন্য সীমান্ত ঘেঁষে কয়েক কিলোমিটার জুড়ে স্থলমাইন পুঁতে রাখে মিয়ানমার।

আরবের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ফরাসি পণ্য বর্জন

ইসলাম ধর্ম ও মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননার অপরাধে ফ্রান্সের পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছে আরবের বেশ কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও আরব এক্টিভিস্টরা ফ্রান্সের পণ্য বর্জনের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ফ্রান্সের পণ্য বর্জনের আহ্বান সম্বলিত হ্যাশট্যাগ।(#boycottfrance #boycott_French_products #ProphetMuhammad)

কুয়েত:
মহানবী ও ইসলাম ধর্মকে নিয়ে অবমাননার মন্তব্য করার অপরাধে ফ্রান্সের সব ধরনের পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়েছে আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আল নাঈম কোঅপারেটিভ সোসাইটি। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, আমাদের আন্দোলন প্রতিটি তাক থেকে ফ্রান্সের সকল পণ্য সরিয়ে দেবে।

এছাড়াও কুয়েতের সাবার্ব আফটার নুন অ্যাসোসিয়েশন, ইকাইলা কোঅপারেটিভ সোসাইটি ও সাদ আল আব্দুল্লাহ সিটি কোঅপারেটিভ সোসাইটি মতো বৃহৎ বাণিজ্যক প্রতিষ্ঠানগুলোও ফ্রান্সের পণ্য বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠান তিনটি সোশ্যাল মিডিয়ায় সুপারশপ থেকে ফ্রান্সের পণ্য সরিয়ে ফেলার ছবি প্রকাশ করেছে।

কাতার:

কাতারের বানিজ্যক প্রতিষ্ঠান আল ওয়াজবা ডেইরি কোম্পানি ও আলমিরা কনজ্যুমার গুডস কম্পানি ফ্রান্স বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে জানিয়েছে, 'আমরা ফ্রান্সের পণ্য বর্জনের পাশাপাশি এর বিকল্প পণ্য বাজারে সরবরাহ করবো।'

এই বয়কট ক্যাম্পেইনের সাথে আরো যুক্ত হয়েছে কাতারের শীর্ষ বিদ্যাপীঠ কাতার বিশ্ববিদ্যালয়। ফ্রান্সের ইসলাম বিরোধী অবস্থানের প্রতিক্রিয়ায় ফরাসী সাংস্কৃতিক সপ্তাহ কর্মসূচি স্থগিত করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

কাতার বিশ্ববিদ্যালয় বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে, 'ইসলামী বিশ্বাস, পবিত্রতা ও প্রতীকগুলির যে কোনও অবজ্ঞা ও আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত।' টুইটবার্তার মাধ্যমে আরো সংযুক্ত করা হয়েছে, "এই অবমাননা সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজের উন্নত নৈতিক নীতিমালার জন্য ক্ষতিকর, ”

সাম্প্রতিককালে, ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ মুসলমানদের "বিচ্ছিন্নতাবাদ" বলে অভিযুক্ত করে ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করছে। প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ ইসলামকে "পুরো বিশ্বজুড়ে সঙ্কটের একটি ধর্ম" হিসাবে বর্ণনা করার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

ইসলামী বিরোধী ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের জন্য কুখ্যাত ফরাসি ম্যাগাজিন শার্লি হেবদোর অব্যাহত উস্কানিমূলক কার্যক্রমের সাথে ফরাসি প্রেসিডেন্টের সমর্থন ও তার নিজস্ব ইসলামবিদ্বেষী অবস্থান এবং পুলিশি পাহারায় প্যারিসের বহুতল সরকারি ভবনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের মতো জঘন্য ধৃষ্টতা সমগ্র বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের ব্যাপকভাবে ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ করেছে। দেশে দেশে মুসলিমরা ফরাসি পণ্য বর্জনের পাশাপাশি শক্ত আন্দোলন গড়ে তুলছে। চলমান বাস্তবতায় অন্যান্য দেশের মুসলিমদের মতো বাংলাদেশি মুসলিমদের তরফ থেকে এখন পর্যন্ত ফ্রান্স বিরোধী কোনো শক্ত পদক্ষেপ দৃশ্যমান হয়নি, এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে বাংলার মুসলিমরা কি নবী প্রেমে পিছিয়ে থাকতে চায়?

ফ্রান্সে ‘একদিনেই করোনায় আক্রান্ত ৪০ হাজারেরও বেশি ’

শুক্রবার ফ্রান্সে করোনাভাইরাসে ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষ নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন বলে বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে।

একই দিনে দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ২৯৮ জনের। রাশিয়া, পোল্যান্ড, ইতালি, সুইজারল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশেও করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

গত ১০ দিনে ইউরোপে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা দ্বিগুণ। মহাদেশটিতে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৭৮ লাখ। মৃত্যু হয়েছে দুই লাখ ৪৭ হাজার মানুষের।

দেশটিতে ১৭ অক্টোবর চার সপ্তাহের জন্য রাজধানী প্যারিসসহ নয়টি শহরে রাত নয়টা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত কারফিউ ঘোষণা করা হয়।

তবে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় শুক্রবার রাত থেকে তা বাড়িয়ে ছয় সপ্তাহ করা হয়। দেশটির দুই-তৃতীয়াংশ শহরে এ কারফিউ জারি থাকবে বলে জানানো হয়।

করোনাভাইরাসে নতুন করে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচ হাজারে নেমে এলে কারফিউ শিথিল করা হতে পারে বলে জানান এমানুয়েল ম্যাক্রন।

এদিকে, ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলীয় বন্দর শহর লে হাভরেতে একটি পরিত্যক্ত ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (২৪ অক্টোবর) এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়দের বরাতে তুরস্কের জাতীয় দৈনিক ডেইলি সাবাহ’র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের কারণে কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনাস্থলের আশপাশের ভবন থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

টেন্ডেন্স ওয়েস্ট রেডিও এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডে একটি পুরনো গুদাম পুড়ে গেছে।

কয়েক কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে কালো ধোঁয়া।

‘নবীজি সা.কে অবমাননা করে মুসলমানদের কলিজায় ছুরিকাঘাত করেছে ফ্রান্স’

ফ্রান্সের প্যারিসে দেয়ালে দেয়ালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবমাননাকর কার্টুন প্রদর্শনেরে কড়া সমালোচনা করে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী।

আজ ২৫ অক্টোবর রবিবার সংবাদমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানান হাটহাজারী মাদরাসার শিক্ষা পরিচালক মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী।

মাওলানা বাবুনগরী বলেন, মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং নবী মুহাম্মদ সা.কে অবমাননা বিশ্বের দেড়শো কোটি মুসলমান মেনে নেবে না। অনতিবিলম্বে ফ্রান্সে রাসুল সা. এর অবমাননাকর কার্টুন প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে।

ভারতে দাড়ি রাখায় বরখাস্ত মুসলিম পুলিশ

ভারতের উত্তর প্রদেশে দাড়ি রাখার কারণে বরখাস্ত করা হয়েছে এক পুলিশ কর্মকর্তাকে। বরখাস্ত হওয়া পুলিশ কর্মকর্তা বাগপত জেলার রামলা থানার সাব-ইনসপেক্টর ইন্তাসার আলি। খবর ভারতীয় গণমাধ্যম এই সময়'র।

বরখাস্ত করার কারণ হিসেবে বলা হয়, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত দাড়ি রাখার কারণে পুলিশের ড্রেসকোড লঙ্ঘন হওয়ার দায়ে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

তবে বরখাস্ত হওয়া ওই পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তার ২৫ বছরের চাকরি জীবনে তিনি এরআগেও দাড়ি রেখেছিলেন। তবে এর আগে তাকে দাড়ি রাখা নিয়ে কোন ঝামেলায় পরতে হয়নি এবং তার কাজেও কোন সমস্যা হয়নি।

পুলিশ দাবি করছে, শিখ সম্প্রদায়ের পুলিশ সদস্যরা ব্যতীত আর কেউই অনুমতি ব্যতীত দাড়ি রাখতে পারবে না।

বরখাস্ত হওয়া পুলিশ কর্মকর্তা জানান, তিনি এরআগে ২০১৯ সালের নভেম্বরে অনুমতি চেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন। তবে কর্তৃপক্ষ এখনো সেই চিঠির কোনও জবাব দেয়নি।

সূত্র : যমুনা নিউজ।

খোরাসান | তালেবান কর্তৃক সামরিক ঘাঁটিতে টানেল বিস্ফোরণে দেড়শতাধিক হতাহত

আফগানিস্তানের জাবুল প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন একজন তালেবান মুজাহিদ, এতে দেড়শতাধিক (১৫০) কাবুল সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে যে, গত ২২ অক্টোবর আফগানিস্তানের জাবুল প্রদেশের সিওড়ি জেলায় ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে বড়ধরণের সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন একজন তালেবান মুজাহিদ। এতে সামরিক ঘাঁটিতে থাকা কতক মার্কিন ক্রুসেডারসহ দেড়শতাধিক (১৫০+) মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্ফোরণের হৃদয় প্রশান্তিকর ভিডিও:

https://alfirdaws.org/2020/10/25/43608/

খবরে আরো বলা হয়েছে যে, গাজী আব্দুল্লাহ্ নামক একজন জানবাজ তালেবান মুজাহিদ দীর্ঘ ৩ মাস সময় নিয়ে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর বড়ধরণের হামলা পরিচালনার লক্ষ্যে একটি সুড়ঙ্গ/টানেল তৈরি করেছেন। যা জাবুল প্রদেশের সিওড়ি জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল বাহিনীর সামরিক ঘাঁটির নিছে গিয়ে থেমেছিলো। এদিকে সম্প্রতি মুরতাদ কাবুল বাহিনী তাখার প্রদেশের একটি মসজিদে নামাজরত মুসল্লি ও মাদ্রাসার ছাত্রদের উপর বিমান হামলা চালিয়ে ইমামসহ ১২ জনকে শহিদ ও ১৮ জনকে শহিদ করেছে। এদিকে দোহায় অনুষ্ঠিত তালেবানদের সাথে করা চুক্তি লঙ্ঘন করে তাখার যুদ্ধে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মুরতাদ কাবুল সৈন্যদের হয়ে বিমান হামলা চালিয়েছে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী।

মুরতাদ কাবুল বাহিনীর এই হামলার প্রতিশোধ নিতে অবশেষে তালেবান কর্তৃপক্ষ গাজী আব্দুল্লাহ মুজাহিদ ভাইকে তার দীর্ঘদিনের মেহনতে নির্মিত টেনেল হয়ে সামরিক ঘাঁটিতে হামলার অনুমতি দেন। অতঃপর গত ২২ অক্টোবর সন্ধ্যায়, উক্ত তালেবান মুজাহিদ টেনেলে সামরিক ঘাঁটির নিচের অংশে শক্তিশালী বোমা এনে জমা করেন এবং সেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটান। এতে জাবুল প্রদেশে মুরতাদ বাহিনীর উক্ত সামরিক ঘাঁটিটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। বিস্ফোরণের সময় সামরিক

ঘাঁটিতে কিছু মার্কিন সৈন্যসহ ১৫০ এরও অধিক মুরতাদ কাবুল সৈন্য অবস্থান করছিলো। ধারণা করা হচ্ছে ঘাঁটিতে থাকা সকল সৈন্যই এই হামলায় নিহত হয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

এই বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযানের আগের ও পরের কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2020/10/25/43608/

শাম | ভারী আর্টেলারি তোপ দ্বারা নুসাইরীদের অবস্থানে হামলা

দখলদার রাশিয়া ও ইরানের মদদপুষ্ট মুরতাদ শিয়া নুসাইরী বাহিনীর অবস্থানে ভারী আর্টেলারি তোপ দ্বারা তীব্র হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের জানবাজ মুজাহিদিন।

গত ২৩ অক্টোবর আল-কায়েদা মানহাযের এই দলটির এসব ভারী আর্টেলারি হামলায় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

শাম তথা সিরিয়ার মালাজাহ গ্রামে দখলদার রাশিয়ান কুফ্ফার বাহিনী ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে ভারী আর্টেলারী তোপ দ্বারা বেশ কিছু হামলা চালানোর পাশাপাশি আনসারুত তাওহীদের জানবায মুজাহিদিন উক্ত এলাকায় কয়েকটি মিসাইল হামলাও চালিয়েছেন।

২৪শে অক্টোবর, ২০২০

শরিয়ার ছায়াতলে | ধর্ষকদের উপর হদের বিধান কার্যকর করল ইসলামি আদালত

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামি আদালত যিনাকারীদের (ধর্ষণকারী) উপর হদের বিধান (ব্যভিচারের শাস্তি) কার্যকর করেছে। গত ১৭ অক্টোবর সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের কাজী এই রায় ঘোষণা করেন।

'শাহাদাহ্ নিউজ' তাদের এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, কয়েকজন অবিবাহিত যুবক কিছুদিন পূর্বে একজন মহিলাকে ধর্ষণ করেছিল, এই জগণ্যতম ঘটনায় জড়িত থাকা ধর্ষকদের বিরুদ্ধে ইসলামি আদালতের কাজীর (বিচারক) কাছে মামলা দায়ের করে ঐ মহিলার পরিবার। পরে ধর্ষকদের বিরুদ্ধে সকল স্বাক্ষ্য প্রমাণিত হলে কাজী সাহেব ধর্ষকদের উপর শরিয়াহ্'র আলোকে চাবুক মারার নির্দেশ দেন। এবং সবাইকে মহরে মিসেল আদায় করার সাথে সাথে অপরাধ সংঘটিত হওয়া অঞ্চল থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়।

কাজীর এই সিদ্ধান্তের পর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন জনসম্মুখে ধর্ষকদের উপর চাবুক মারেন এবং মহরে মিসেল আদায়ের পর উক্ত অঞ্চল থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করেন।

https://ibb.co/3hXmByM

পাকিস্তান | সামরিক ঘাঁটিতে টিটিপির হামলা, নিহত ৮ সৈন্য, আহত অনেক

পাকিস্তানের দুটি এলাকায় তীব্রমাত্রার সফল অভিযান পরিচালনা করেছে দেশটির সর্ববৃহৎ ও জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান। এতে কমপক্ষে ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং অনেক সৈন্য আহত হয়েছে।

'উমর মিডিয়া' কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ২২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকেলে, পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সীর ওয়ারা ম্যামোন্ড সীমান্ত এলাকায় দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর একটি পোস্টে হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন।

অভিযান চলাকালীন মুজাহিদগণ জিএল, রকেট লঞ্চার এবং হ্যান্ড গ্রেনেড সহ হালকা অস্ত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। মুজাহিদদের এই হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৫ (পাঁচ) সেনা নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিল।

সূত্রমতে, মুজাহিদিন অভিযান শেষে ফিরে আসালে নাপাক বাহিনির হেলিকপ্টার সৈন্যদের লাশ ও আহতদের নিতে সামরিক ঘাঁটির নিকটে পৌঁছেছিল।

একইদিন আসরের সময় দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মাকিন সিরনারাই সীমান্তে নাপাক বাহিনীর একটি পদাতিক দলকে টার্গেট করে হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। এতে অনেক সৈন্য

হতাহত হয়েছিল। তবে এসময় মুজাহিদদের শক্তিশালী মাইন বিস্ফোরণে ৩ সৈন্যের লাশ উড়তে দেখা গেছে। যারা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে হতাহতের এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

ফটো রিপোর্ট | রিবাতের ভূমিতে মুজাহিদদের দিনগুলো

বরকতময় শামের জিহাদের ভূমিতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বছরের পর বছর ধরে জিহাদ ও রিবাতের কাজ করে যাচ্ছেন মহান রবের একনিষ্ঠ মুষ্টিমেয় বান্দারা। যাদের মাঝে রয়েছে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখার সহযোগী জিহাদী গ্রুপ আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদিনও।

'আল-আনসার' মিডিয়া এবার সেসব মুজাহিদদের জিহাদের ভূমিতে কাটানো সময়গুলোর কিছু ছবি ক্যামেরায় ধারণ করেছেন।

https://alfirdaws.org/2020/10/24/43591/

ফের একজন নারীকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিলো সৌদি আরব

সৌদি ত্বাগুত সরকারি কর্তৃপক্ষ আবারো একজন নারীকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। গত ২১ অক্টোবর আরব নিউজের বরাতে জানা যায়, আমাল ইয়াহহিয়া আল-মোয়াল্লিমি নামের এক নারীকে নরওয়েতে প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

গত মঙ্গলবার অনলাইনে রাষ্ট্রদূতের শপথ নেন এই সৌদি নারী। যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের উপস্থিতিতে তাকে শপথ পড়ান বাদশাহ সালমান।

এর আগে সৌদির প্রথম নারী রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন প্রিন্সেস রিমা বিনতে বন্দর। তাকে কুফর প্রধান ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে গত বছর নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো।

আটককৃত মাদক বিক্রি করে ধরা এসআইসহ ২ পুলিশ সদস্য

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে আটককৃত মাদক বিক্রি করে ধরা খেয়েছে এসআই দেলোয়ার হোসেন ও কনস্টেবল মামুনসহ ২ পুলিশ সদস্য।

একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, বুধবার ভৈরব থানার এসআই দেলোয়ার হোসেন ফোর্স নিয়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতুর ভৈরব প্রান্ত থেকে বাসে তল্লাশি করে মাদক (গাঁজা) আটক করে জব্দ না দেখিয়ে শহরের আমলা পাড়ায় আটককৃত মাদক বিক্রি করে দিয়েছেন। কালের কণ্ঠ

‘রায়হানই যেন পুলিশের হেফাজতে মৃত্যুর শেষ নাম হয়’

সিলেটে পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনে নিহত মো. রায়হান আহমদের মা ছালমা বেগম একজন গৃহিণী। ঘরের বাইরে তো দূরের কথা, পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে যাওয়া হয়নি কখনো। ছেলে হত্যার বিচার দাবিতে প্রতিবাদ সভা, মানববন্ধন, মিছিল, স্মারকলিপি পেশসহ সব কর্মসূচিতে সামনের কাতারে থাকছেন তিনি। কথা বলছেন দৃঢ়তার সঙ্গে। ১১ অক্টোবর থেকে অন্তত শতাধিক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সরাসরি অংশ নিয়েছেন তিনি। ছেলে হত্যার বিচার দাবির সঙ্গে তাঁর আরও একটি চাওয়া, রায়হান হত্যার মধ্য দিয়ে যেন চিরতরে বন্ধ হয় বাংলাদেশে পুলিশি হেফাজতে নির্যাতন। গত সোমবার রাতে নগরীর আখালিয়া এলাকার নিহারিপাড়ার বাসায় প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন ছালমা বেগম। কথা বলার সময় অধিকাংশ সময় অঝোরে কাঁদছিলেন তিনি, তবু নিজেকে সামলে নিয়ে দিলেন ঘটনার দিনের বর্ণনা।

আপনার পরিবার সম্পর্কে কিছু বলুন—

ছালমা বেগম: এক ছেলে ও এক মেয়ের মা আমি। রায়হান আহমদ ছোট, মেয়ে মাহমুদা আক্তার বড়। মেয়েটা লন্ডনপ্রবাসী। সপরিবার ১৩ বছর ধরে লন্ডনে আছে। রায়হানের বাবা বিডিআরের (বর্তমানে বিজিবি) ২৯ ব্যাটালিয়নের হাবিলদার ছিলেন। রায়হানের দাদা আমার শ্বশুর পুলিশের হাবিলদার পদে চাকরি করতেন। এই হিসেবে আমরা পুলিশ-বিজিবি সদস্যের পরিবার। রায়হান জন্মের দুই মাস আগে ১৯৮৫ সালের ১ ডিসেম্বর আমার স্বামী মারা যান। ১৯৮৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি রায়হানের জন্ম। রায়হান দেড় বছর আগে বিয়ে করেছে, আড়াই মাস বয়সী তার এক কন্যাসন্তান আছে। সে যেমন তার বাবার মুখ দেখেনি, তার মেয়েটাও...(কান্না)।

রায়হান তো যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রস্তুতিতে ছিলেন?

ছালমা বেগম: তার এক চাচা আমেরিকায় (যুক্তরাষ্ট্র) স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আমাদের যৌথ পরিবার। রায়হানসহ ২২ জন একসঙ্গে আমেরিকা যাওয়ার কথা ছিল। করোনার জন্য ফ্লাইট বন্ধ হওয়ায় আমেরিকা যাওয়া হয়নি। করোনা না হলে রায়হান এখন আমেরিকা থাকতো। আগামী জানুয়ারি মাসে ২২ জন অ্যাম্বাসিতে ওঠার কথা ছিলো। এ জন্য সব প্রস্তুতি চূড়ান্ত ছিলো।

রায়হান কোথায় পড়াশোনা করেছেন, কী চাকরি করতেন?

ছালমা বেগম: এইডেড হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাস করেছে রায়হান। আমেরিকা চলে যাবে বলে আর পড়াশোনা করেনি। তার চাকরিটা আসলে ঠিক চাকরি না। একটি সেবামূলক কাজ। আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তুতিতে কিছু একটা কাজ করতে গিয়ে এ কাজটি করছিলো। তিনজন চিকিৎসকের চেম্বারে রোগী ও চিকিৎসাকাজের সহায়ক হিসেবে কাজ করতো রায়হান। প্রতিদিন বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত তার ডিউটি। এই সময় ছাড়া বাকি সময় সে পরিবার ও বাসাতেই কাটাতো। চিকিৎসকের চেম্বারে রোগী বেশি থাকলে রায়হানের বাসায় ফিরতে কোনো কোনো দিন মধ্যরাতও হতো।

১০ অক্টোবর রায়হান কি ডিউটিতে গিয়েছিলেন?

ছালমা বেগম: নগরীর চৌকিদেখি এলাকায় তার নানার বাড়ি। এই নিহারিপাড়ার বাসার পাশে রায়হানের শ্বশুরবাড়িও। ওই দিন বউমা ও নাতনিকে রায়হান তার শ্বশুরবাড়ি রেখে চৌকিদেখি যায়। তখন আমিও চৌকিদেখি ছিলাম। বেলা দুইটার সময় সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমায় রায়হান। এরপর চা খেয়ে ডিউটিতে যায়। রাত সাড়ে ১০টার সময় তার বউমা আর নাতনিকে নিয়ে নিহারিপাড়ার বাসায় আসার কথা ছিল। কিন্তু রায়হানের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে আমি বউমা-নাতনিকে বাসায় নিয়ে আসি। ডিউটির সময় রায়হানের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকত। বাসায় ফিরতে রাত হচ্ছে দেখে বেশ কয়েকবার কল দিয়ে মোবাইল ফোন বন্ধ পাই। আমি ভেবেছি ডিউটিতে আছে। আমিসহ বাসার সবাই অপেক্ষায় থাকি। এই অপেক্ষার সময়ে মাঝরাত পেরিয়ে ফোনটা এলো।

পুলিশ ফাঁড়ি থেকে রায়হানই ফোন করেছিলেন কি?

ছালমা বেগম: অন্য একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন এসেছিল। পরে জেনেছি এটি ফাঁড়ির এক পুলিশের ফোন। আমি তখন তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে তসবিহ পড়ছি। কেমন যেন অশান্তি লাগছিল। ভাবছি, ছেলেটা কোথায়, রাত শেষ করে হয়তো ফিরবে। এমন সময় ফোন বাজে। আমি নামাজ পড়ছি ভেবে আমার ফোন তার চাচা রিসিভ করেন। কথা শোনা যাচ্ছিল, রায়হান

'আম্মা আম্মা' বলে 'আমাকে বাঁচাও' বলছিল। বলছিল, 'আমাকে পুলিশ বন্দরবাজার ফাঁড়িতে ধরে রাখছে। তাড়াতাড়ি টাকা নিয়ে আসো, আমারে বাঁচাও চাচা।' মাত্র ২২ সেকেন্ড কথা হয়। কিন্তু ফোন ঘুরিয়ে আর সংযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। ফোনটি কার, সেটিও জানা যায়নি তখন। হাতে কিছু টাকা নিয়ে রায়হানের চাচা বের হন। বন্দরবাজার ফাঁড়িতে গেলে তিনি ফোন নম্বর দেখিয়ে রায়হানের খবর জানতে চান। এ সময় সেখানে এক পুলিশ সদস্য বলেন, পুলিশের সবাই ঘুমিয়ে আছে। রায়হানও ঘুমে। পরে আসার জন্য বলেন ওই পুলিশ। রায়হানের চাচা ফাঁড়ির পাশের মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ে আবার ফাঁড়িতে যান। সেখানে দ্বিতীয় দফা গেলে জানানো হয়, রায়হানকে হাসপাতাল (সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) ভর্তি করা হয়েছে। এই খবর পেয়ে আমরা হাসপাতালে ছুটে যাই। কিন্তু ছেলেকে হাসপাতালে নয়, দেখি মর্গে পড়ে আছে, লাশ হয়ে... (অঝোরে কান্না)।

কী অবস্থায় দেখেছিলেন? নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে বলে তখনই কি আপনারা বুঝতে পেরেছিলেন?

ছালমা বেগম: রায়হান পুলিশ হেফাজতে আছে, ওই ফোনটাতেই আমরা বুঝি হয়তো কোনো ঝামেলায় পড়েছে। পুলিশ ফাঁড়িতে ছেলে আছে বলে মনে করেছিলাম নিরাপদেই আছে। ওই দিন যখন ডিউটিতে যায় রায়হান, তার পরনে ছিল নেভি ব্লু গেঞ্জি ও নেভি ব্লু প্যান্ট। কিন্তু মর্গে যখন লাশ শনাক্ত করি, তখন তার পরনে খয়েরি-লাল রঙের মিশেল একটি শার্ট ও একটি প্যান্ট। রায়হানের সব পোশাক আমি কিনে দিতাম। মাপজোখও আমার জানা। কিন্তু এই শার্ট-প্যান্ট রায়হানের না, সেটি আমি এক নজর দেখেই বলেছিলাম। আমি লাশ গ্রহণ করার সময় বলেছি, রায়হানের পরনে এই শার্ট-প্যান্ট আমার অচেনা লাগছে। এটি অন্য কারও। রায়হানের শার্ট-প্যান্টের মাপজোখ আমার মুখস্থ। এই শার্ট-প্যান্ট অন্য কারও ছিল। সেগুলো আমি রেখে দিয়েছি। আমার মনে হয়, এই পোশাক পরিবর্তন করার পেছনে কোনো কারসাজি ছিল।

কী কারসাজি, কারা করেছিল বলে মনে হয়?

ছালমা বেগম: রায়হানের পরনে শার্ট-প্যান্ট তার না, মর্গে ছেলের লাশ দেখে এই ব্যাপারটি আমিই প্রথম চিৎকার করে বলেছিলাম। আমার মনে হয়, মারতে মারতে ফাঁড়িতেই মেরে ফেলা হয়েছে রায়হানকে। পোশাক বদল করে হয়তো বেওয়ারিশ লাশ বানানোর কোনো কারসাজি থাকতে পারে। ফাঁড়িতেই যখন ঘটনা ঘটেছে, তখন তো কোনো পাবলিক জড়িত না। সবাই ফাঁড়ির পুলিশ। তাঁদের কয়েকজনকে আমি মর্গে দেখে গালিও দিয়েছি। বলেছি, আমার ছেলের পরনে এই শার্ট-প্যান্ট বদল করে লাশটা বেওয়ারিশ বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলো আমি রেখে দিয়েছি। তদন্ত করলে এখান থেকে অনেক কিছু বের হতে পারে।

পুলিশ তো শুরুতে বলেছিল, ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে আহত হয়ে মৃত্যু হয়েছে রায়হানের। তাঁর নামে মাদক ও দ্রুত বিচার আইনে দুটি পুরোনো মামলাও নাকি আছে। এসব কথা নিশ্চয় আপনিও শুনেছেন?

ছালমা বেগম: দেখুন, আমার ছেলে আমার সঙ্গে সব বিষয় নিয়ে কথা বলত। চলতে-ফিরতে সামান্য কোনো অসুবিধায় পড়লে সবার আগে আমার সঙ্গে কথা বলত। কোনো দিন থানা-পুলিশ, কেস-মামলা এসব নিয়ে রায়হান আমাকে কিছু বলেনি। কোনো রাজনীতিও করত না রায়হান। মাদক তো দূরের কথা, পানের সঙ্গে জর্দা খেতে হলেও আমাকে জিজ্ঞেস করত খাবে কি না। যদি পুলিশ কেস থাকত, তাহলে সবার আগে আমাকেই বলত। পুলিশ ঘটনা ধামাচাপা দিতে এসব মিথ্যা বলেছে। পুলিশকে আমরা রক্ষক বলি। রক্ষকেরাই ভক্ষণ করল আমার রায়হানকে।

কখন সত্যটি প্রকাশ পেল? পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগে মামলা মধ্যরাতে করতে গেলেন কেন?

ছালমা বেগম: সেই ফোন ও আর আমাদের দাবি আর মানুষের প্রতিবাদের মুখে সত্যটা প্রকাশিত হয়। এখানে মিডিয়াও বেশ সহায়তা করে যাচ্ছে। আমি বা আমরা শুরু থেকে যেসব কথা বলছিলাম, তা থেকে এক চুলও সরিনি। কিন্তু পুলিশ কথা বদল করেছে বারবার। লাশ পাওয়ার পর যখন মিডিয়াতে আমরা কথা বলছিলাম, তখন পুলিশের সুর নরম হয়। রাত নয়টার সময় আমার বউমা (রায়হানের স্ত্রী) ও আমার নাতনিসহ আমরা সবাই থানায় যাই। আমাদের একজন আইনজীবী মামলার এজাহার লিখে দেন। রাত ১টা ৪৪ মিনিটের সময় আমরা মামলা করে এজাহারে সিল-সই নিয়ে বাসায় ফিরি। ফাঁড়িতে যেহেতু ঘটনা ঘটেছে, তাই ফাঁড়িতে পুলিশ কারা, নাম-পদবি আমাদের জানা ছিল না। তাই মামলায় আসামির নাম উল্লেখ করা হয়নি। পরদিন ফাঁড়ির ইনচার্জসহ চারজনকে বরখাস্ত করা হলো, তখনই ফাঁড়ির ইনচার্জ আকবর হোসেন ভূঁইয়াসহ সাত-আটজনের নাম প্রকাশ পেল। আকবর পালানোয় জড়িত থাকার বিষয়টিও সামনে এসেছে। শুধু আকবর নয়, আরও অনেক জড়িত আছে। আকবরের সামনে ও পেছনে অনেকেই জড়িত। শুধু টাকার জন্য নয়, বড় কোনো কারণ আছে নিশ্চয়। নইলে এভাবে কেউ মারে? (আবার কান্না)

ফাঁড়ির ইনচার্জসহ যে চারজন বরখাস্ত ও তিনজন প্রত্যাহার করা হয়েছেন, তাঁরাই নির্যাতনকারী—এ বিষয়টি আপনারা কীভাবে জানলেন?

ছালমা বেগম: ফাঁড়িতে যারা ছিল, তারাই নির্যাতনকারী ও হত্যাকারী। তাদেরকে বরখাস্ত ও প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন পালিয়ে গেছে। এরা রায়হানকে নিয়ে একেক সময়

একেক কথা বলেছে। প্রথম বলছিল, রায়হান হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। তড়িঘড়ি করে ময়নাতদন্ত করে লাশ কবর দিতে বলা হয়। এখন দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের পর দেখা গেল রায়হানের শরীরে **১১১**টি আঘাত। কী কষ্ট দিয়ে মারা হয়েছে রায়হানকে, আমি তো মা, কী করে সই, আমি তো ভাবতেই পারছি না... (কান্না)।

রায়হান হত্যার বিচার দাবির সঙ্গে দলমত-নির্বিশেষ সব মানুষ এককাট্টা এখন। মামলার তদন্ত, আসামি শনাক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। তাতে কি আস্থাশীল আপনি?

ছালমা বেগম: আমি জীবনে কোনো সভা, মিছিল-মিটিংয়ে অংশ নিইনি। শুধু দূর থেকে দেখেছি। মাইকে (মাইক্রোফোন) কথা বলিনি কোনো দিন। ছেলের লাশ দেখে আর স্থির থাকতে পারিনি। ঘরে মন রাখতে পারিনি। বাসার সামনে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এসে অবস্থান নেন। রায়হান হত্যার বিচার চান তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে আমি দাঁড়িয়েছি। মানববন্ধনে শামিল হচ্ছি, বিচার দাবি করছি। মিছিলও করছি। আমার শরীর ভালো না। কিন্তু মানুষের দাবি দেখে শক্তি পাই। ১০ দিন হয়ে গেল। আমার কাছে তো ১০ যুগের মতো মনে হয়। তবে মানুষ যেভাবে আমাদের পাশে আছেন, মিডিয়া যেভাবে আমাদের সঙ্গে আছে, বিচার পাওয়ার আশায় আছি। আমার মুখ কোনো অবস্থাতেই বন্ধ হবে না। আমি চাই টেকনাফের মতো কিছু একটা হোক। আমার রায়হানই যেন পুলিশের হেফাজতে মৃত্যুর শেষ নাম হয়। আর কোনো মায়ের বুক খালি হবে না, এমন কিছুর নিশ্চয়তা চাই।

আসামি গ্রেপ্তার করার দাবিতে সর্বশেষ ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে। এই আলটিমেটাম শেষ হতে চলল, এ বিষয়ে কিছু বলুন—

ছালমা বেগম: আসামি তো শনাক্ত করাই আছে। গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। ঘটনার চার দিন পর পুলিশ কমিশনার বাসায় এলেন। আমাদের বলেছেন, ফাঁড়ির এসআই আকবর পালিয়ে গেছে। কীভাবে পালাল কিছুই বলেননি তিনি। কমিশনার সাহেব চার-পাঁচ বছর ধরে সিলেট আছেন বলে জানিয়েছেন। এ রকম ঘটনা প্রথম ঘটল বলে তিনি লজ্জিত। আমি তো লজ্জিত শুনতে চাই না। আমি চাই যারা খুনি, তারা গ্রেপ্তার হোক। একটা নজির স্থাপন হোক।

তাহলে খুনি শনাক্ত করে গ্রেপ্তার না হওয়াই বেশি ক্ষুব্ধ করছে আপনাকে?

ছালমা বেগম: এই ক্ষোভ সবার। আজ যদি পুলিশ না হয়ে কোনো সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ থাকত, তাহলে কি গাফিলতি করতে পারত পুলিশ? গণদাবির মুখে আসামিকে দ্রুত গ্রেপ্তার করতেই তো পুলিশকে আমরা দেখি। এখন পুলিশের কাছ থেকে পুলিশের অপরাধের

বিচার পাব না? আমার ছেলে হত্যার বিচারের নিশ্চয়তা চাই। পিবিআই তদন্ত করছে, তারাও তো পুলিশ। ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে। আমার তো মনে হয়, এই ৭২ ঘণ্টা শুধু ঘণ্টা নয়, ৭২টা সন পেরোতে হচ্ছে। আমার রায়হানের মধ্য দিয়ে যেন চিরতরে বন্ধ হয় বাংলাদেশে পুলিশি হেফাজতে সব নির্যাতন-হত্যা। কোনো মাকে যেন আমার মতো ছেলে হত্যার বিচার চাইতে রাস্তায় নামতে না হয়।
প্রথম আলো

ভারতে আধা সামরিক বাহিনীর ওপর হামলা, নিহত ১

আসাম রাইফেলসের একটি পানিবাহী গাড়ির ওপর গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছে। গাড়িটি লক্ষ্য করে গুলিও ছোড়া হয়। এই ঘটনায় এক মালাউন সেনা নিহত ও অপর একজন আহত হয়েছে।

মিয়ানমার সীমান্তবর্তী অরুণাচলের তিন জেলা—তিরাপ, লংডিং এবং চ্যাংলাংয়ে দীর্ঘদিন থেকেই চালু রয়েছে ভারতের বিতর্কিত সশস্ত্র বাহিনী। তাদের জন্য(বিশেষ ক্ষমতা) আইন। এতে ঐ বাহিনীকে গুলি চালানোসহ ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে।

এসব অঞ্চলে সক্রিয় রয়েছে ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত বেশ কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠী। আসাম ও নাগাল্যান্ডে সক্রিয় এসব গোষ্ঠীর কোনও কোনোটির আস্তানা রয়েছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে। যেখান থেকে বেরিয়ে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা শেষে তারা আবার ফেরত যায়। এ মাসের শুরুতে চ্যাংলাং জেলায় আরও একবার হামলার শিকার হয় আসাম রাইফেলস-এর সদস্যরা। জেলার টেংমো গ্রামে টহল দলের ওপর হামলা চালানো হয়।

গত ১১ জুলাই অরুণাচলের লংডিং জেলায় নাগা আন্ডারগ্রাউন্ড গ্রুপ এনএসসিএন-এর ছয় সন্দেহভাজন সদস্যকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে নিরাপত্তা বাহিনী। এছাড়া গত বছর সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় তৎকালীন এক আইনপ্রণেতাসহ দশ জন আহত হয়।

২৩শে অক্টোবর, ২০২০

প্যারিসে ছয় মাসের জন্য একটি মসজিদ বন্ধ করে দিলো,ক্রুসেডার ফ্রান্স

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমাননার ঘটনায় ফ্রান্সে ছুরি হামলায় এক ঘৃন্য খ্রিস্টান শিক্ষক নিহতের ঘটনায় রাজধানী প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি মসজিদ ৬ মাসের জন্য বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

খবরে বলা হয়েছে , কুখ্যাত শিক্ষক স্যামুয়েল প্যাটির নিহত হবার পূর্বে মসজিদটির ফেইসবুক পেইজে একটি ভিডিও শেয়ার করেন। মসজিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা বলা হয় ওই ভিডিওটি প্যাটির বিরুদ্ধে ঘৃণা উস্কে দিয়েছে।

পুলিশ গতো মঙ্গলবার মসজিদ প্রাঙ্গণে মসজিদটি বন্ধের নোটিশ সেঁটে দিয়েছে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঠেকাতে ছয় মাসের জন্য মসজিদটি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন নোটিশ ইস্যুকারী দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা।

গতো শুক্রবার ৪৭ বছর বয়সী ওই নরাধম স্যামুয়েল প্যাটিকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। ঘটনাস্থলের কাছেই প্রহরায় থাকা পুলিশের গুলিতে বীর হামলাকারীও নিহত হয়।

চলতি মাসের শুরুতে ইতিহাসের ওই শিক্ষক তার ক্লাসরুমে মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাঙ্গচিত্র দেখিয়েছিলেন। এরপর স্কুলের বাইরের রাস্তাতেই ছুরি হামলায় নিহত হয় সে।

হামলাকারী ১৮ বছর বয়সী তরুণ চেচেন বংশোদ্ভূত বলে জানিয়েছেন ফরাসি গণমাধ্যম। এ ঘটনায় জড়িতের অভিযোগে আরও ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।পুলিশ এক ডজনেরও বেশি বাড়িতে ও ইসলামিক সংস্থায় তল্লাশির নামে হয়রানি চালিয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের বরাদ্দকৃত ভাতা ইউপি সদস্যদের পকেটে

প্রথমবারের মতো প্রতিবন্ধী ভাতার টাকা উত্তোলন করেছিলেন শরীয়তপুরের জাজিরার নাওডোবা ইউনিয়নের ১০০ উপকারভোগী। টাকা উত্তোলনের সময় ব্যাংকে তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন ওই ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) তিন সদস্য। ‘প্রথমবার টাকা মেম্বাররাই নেয়, এটাই নিয়ম’—এমন কথা বলে তাঁদের কাছে থেকে ইউপি সদস্যরা দুই থেকে আট হাজার টাকা হাতিয়ে নেন। পরে এ বিষয়ে ভুক্তভোগীরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করলে তদন্ত করে এ ঘটনার সত্যতা পায় সমাজসেবা কার্যালয়।

অভিযুক্ত তিনজন হলেন নাওডোবা ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের শাহিন ফকির, সংরক্ষিত নারী ওয়ার্ডের সদস্য মনোয়ারা বেগম ও সালমা আক্তার।

বিজ্ঞাপন

জাজিরা উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় সূত্র জানায়, নাওডোবা ইউনিয়নে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন ভাতা ভোগ করেন ১ হাজার ৩০২ ব্যক্তি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০০ প্রতিবন্ধীকে নতুন করে ভাতার আওতায় আনা হয়। ওই ১০০ ব্যক্তির ভাতার টাকা বিতরণ করা হয় ৫ ও ৬ অক্টোবর।

জাজিরা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এ বি এম সৌরভ রেজা বলেন, সোনালী ব্যাংক থেকে টাকা তোলার সময় ওই তিন ইউপি সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কেন সেখানে গিয়েছিলেন, তা জিজ্ঞেস করা হলে কোনো উত্তর দিতে পারেননি। পরে এক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হয়। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। ওই তিন ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে তদন্ত প্রতিবেদন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।
শারীরিক প্রতিবন্ধী ইলিয়াছ তালুকদারের কাছ থেকে ৫ অক্টোবর নয় হাজার টাকা নেন ইউপি সদস্য সালমা আক্তার। বিষয়টি জানিয়ে ইলিয়াছ জাজিরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দেন। ইলিয়াছ তালুকদার বলেন, টাকা চাইলে সালমা আক্তার দুই হাজার ফেরত দিয়ে বলেন, প্রথমবার টাকা মেম্বাররাই নেয়, এটাই নিয়ম।

মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে ইউপি সদস্য সালমা আক্তার এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।
প্রথম আলো

মুম্বাইয়ে শপিংমলে ভয়াবহ আগুন

ভারতের মুম্বাইয়ের একটি অভিজাত শপিংমলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে সেন্ট্রাল মুম্বাইয়ের নাগপাড়া এলাকার সিটি সেন্টার মলে আগুন লাগে। আজ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া খবরে বলা হয়েছে, সিটি সেন্টার মলের একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে তা ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় ছড়িয়ে পড়ে। আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ায় স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্কের তৈরি হয়েছে।

আমাদের সময়

আফগানিস্তানে শত্রুদের হামলায় ১ শিশু শহীদ, আহত আরো ৫

দোহা চুক্তির পরবর্তী সময়ে ক্রুসেডার আমেরিকা আফগানিস্তানে ধারাবাহিক ঘৃণ্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় শত্রুরা গত ২০ অক্টোবর সোজমা কালা জেলার গাওয়াদারে বেসামরিক এলাকায় বোমা হামলা চালিয়েছে। এতে ৪ জন শিশু মারাত্মক আহত ও ১ জন শহীদ হয়েছে।

এভাবে মার্কিন সন্ত্রাসীরা ও তাদের ছত্রছায়ায় কাবুল সরকার আফগানিস্তানে শান্তি লঙ্ঘন করে চলেছে। নিকৃষ্টভাবে আঘাত হানছে নিরপরাধ মানুষের উপর। শিশুরাও কুফফার যৌথ বাহিনীর বর্বরতা থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

বারবার চুক্তি লঙ্ঘন করছে আমেরিকা, তালিবানের বিবৃতি

দোহা চুক্তি লঙ্ঘন করে হেলমান্দ প্রদেশে নতুন করে মাত্রাতিরিক্ত ড্রোন ও বিমান হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী আমেরিকা।

দোহার চুক্তি অনুসারে, আমেরিকান বাহিনীর জন্য যুদ্ধরত এলাকা এবং যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্যকোনো এলাকায় বিমান হামলা চালানো বা কাউকে টার্গেট করা নিষিদ্ধ ছিল।

বেশ কয়েকদিন ধরে গ্রেশক শহরের নাহার সিরাজ, কুশকাওয়া, বাবাজি, মালগিড় ও বন্দে বারেক এলাকা এবং সানজিন, মারযাহ, নাওয়া ও নাদ আলি জেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকহারে ড্রোন ও বিমান হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। ফারাহ ও অন্যান্য কিছু নিরাপদ প্রদেশেও বিমান হামলা চালানো হয়েছে। এসব হামলা সুস্পষ্টভাবে দোহা-চুক্তির লঙ্ঘন।

ইমারতে ইসলামিয়্যা আফগানিস্তান এবং আমেরিকার মধ্যকার চুক্তির সকল বিষয়বস্তু সবার কাছেই পরিষ্কার। তা স্বত্বেও আমেরিকা বারবার বিভিন্ন সময়ে চুক্তির প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন, উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড এবং যুদ্ধবিহীন নিরাপদ অঞ্চলগুলোতে বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

ধারাবাহিক এইসব ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের সকল দায়ভার এবং তার পরিণতি আমেরিকাকেই বহন করতে হবে।

ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমাদী,

মুখপাত্র, ইমারতে ইসলামিয়্যাহ আফগানিস্তান।

০১/০৩/১৪৪২ হিজরি

১৮/১০/২০২০ ঈসায়ি

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ যুবলীগ নেতার, উদ্ধার অস্ত্র-গুলি

নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলায় দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে (২৫) ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার যুবলীগের নেতা মজিবুর রহমান ওরফে শরীফের (৩২) ঘর থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত আটটার দিকে এগুলো উদ্ধার করে চাটখিল থানা-পুলিশের একটি দল। এর আগে দুপুর ২টার দিকে মজিবুরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চাটখিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ধর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার মজিবুরের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি গুলি, একটি বিয়ারের খালি ক্যান, পাঁচটি মুঠোফোন, একটি ল্যাপটপসহ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মজিবুরের বিরুদ্ধে পৃথক মামলা করা হয়েছে।

ধর্ষণের শিকার নারী গতকাল দুপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেছেন। মামলায় তিনি অভিযোগ করেছেন, বুধবার ভোর পাঁচটার দিকে ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে তাকে ধর্ষণ করেন মজিবুর। এ সময় মজিবুর মুঠোফোনে ধর্ষণের ভিডিও চিত্র ধারণ করে রাখেন। ঘটনা কাউকে জানালে তাকে ও দুই সন্তানকে হত্যার হুমকি দেন।

আমাদের সময়

৯৯৯ এ ফোন, অত:পর এসআই'র হুমকি

যশোরের চৌগাছা উপজেলায় রাতে এক নারীর ঘরে ঢুকে তার ওপর অতর্কিত হামলা-মারধর ও বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে সেখানকার কয়েকজন দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে। গত সোমবার রাতের এ ঘটনায় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে সাহায্য চান তার ছেলে। সে রাতেই হামলার শিকার বাড়িতে তদন্তে যান চৌগাছা থানার এক উপপরিদর্শক (এসআই)। সেখানে গিয়ে ভুক্তভোগীকে 'বাড়াবাড়ি' করতে নিষেধ করেন তিনি!

এ ঘটনায় গতকাল বুধবার দুপুরে চৌগাছা প্রেসক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী। পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন। বিষয়টি নিয়ে চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দাবি করেছেন, মীমাংসা করার জন্য উভয় পক্ষকেই গোলযোগ করতে নিষেধ করা হয়েছিলো।

ভুক্তভোগীর নাম লিপিকা সুলতানা (৫৫)। সোমবার রাতে তার সঙ্গে হামলার শিকার হন তার ছোট ছেলে রিয়াদ হোসেনও। দুজনকেই মারধর করা হয়। তাদের ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা।

চৌগাছা প্রেসক্লাবে লিখিত বক্তব্যে ভুক্তভোগী বলেন, 'আমি লিপিকা সুলতানা, স্বামী মিজানুর রহমান, উপজেলার নারায়নপুর ইউনিয়নের বাদেখানপুর গ্রামে বসবাস করি। আমি একজন কৃষকের গৃহবধূ। আমি আমার স্বামী ও ২ সন্তান রুবেল হোসেন ও রিয়াদ হোসেনকে নিয়ে গ্রামে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করি। সোমবার রাত ১০টার দিকে আমি বারান্দায় ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় ঘুমের মধ্যেই লাঠির আঘাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। দেখি গ্রামের হায়দারের ছেলে আক্তার ও মতিয়ারের ছেলে মুক্তারসহ ১৩/১৪ জন লাঠি ও রামদাসহ আমার বাড়িতে আক্রমণ করেছে। তারা ঘরে প্রবেশ করে আমার ছোট ছেলেকে (রিয়াদ হোসেন) বেধড়ক মারপিট করে।'

তবে কী কারণে এই হামলা হয়েছে, তা উল্লেখ করেননি লিপিকা। তিনি আরও বলেন, 'সন্ত্রাসীরা চলে যাওয়ার পর দেখি আমার ছোট ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আমার আপন ছোট দেবরের ছেলে তাদের গতিরোধ করলে সন্ত্রাসীরা তাকেও মারধর করে। এ ঘটনায় আমার বড় ছেলে রুবেল হোসেন রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে ৯৯৯ নম্বরে কল করে। এরপর রাত ১১টা ২৭ মিনিট, ১১টা ৩২ মিনিটে (৯৯৯) সাহায্যের জন্য কল করে। পরে চৌগাছা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কাওসার আমার বাড়িতে আসেন।'

ভুক্তভোগী বলেন, “এসআই কাওসার আমার বাড়িতে এসেই বলেন, ‘বাড়িতে এত লোক কেন?’। তিনি বাড়িতে ভেতরে ঢুকে কিছু একটা খুঁজতে থাকেন। তারপর সন্ত্রাসীদের ফেলে যাওয়া একজোড়া জুতা, একটি মোবাইল ফোন ও একটি রামদা জব্দ করে বাড়ি থেকে চলে যান। যাওয়ার সময় তিনি বলেন, ‘আপনারা ওদের (সন্ত্রাসীদের) সঙ্গে আর গোলযোগ করবেন না। ওরা আপনাদের আর মারবে না। আর আপনারা কেউ বাড়াবাড়ি করবেন না। তাহলে কিন্তু সমস্যা আছে।’ এর কারণ কী?”

লিপিকা এ সময় উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে পুলিশের সাহায্য নেওয়া কি আমার অপরাধ হয়েছে? আমার বাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট এবং আমাকে ও আমার ছেলেকে মারধরের ঘটনা তদন্তে এসআই কাওসারের সন্ত্রাসীদের পক্ষে অবস্থানের কারণ কি? আমি এ ঘটনার সুষ্ঠ বিচার চাই।’

এ বিষয়ে চৌগাছা থানার এসআই কাওছার আলম বলেন, ‘স্যারের (ওসি) সঙ্গে কথা বলেন।’

ওই নারীর বড় ছেলে রুবেল হোসেন জানান, এ ঘটনায় তারা গত মঙ্গলবারই চৌগাছা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। যার তদন্তের দায়িত্বে রয়েছেন এসআই এমদাদ হোসেন। আমাদের সময়

ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ২৮ লাখ টাকা ছিনতাই

ফেনীর দাগনভূঞায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিচয়ে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের ২৮ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার সন্ধ্যায় দাগনভূঞা ইসলামী ব্যাংক থেকে টাকা তুলে এজেন্ট ব্যাংকের কুঠির হাট (সোনাগাজী) শাখায় ফেরার পথে শাখার পরিচালক আবু জাফর শাহীনের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।

আবু জাফর শাহীনের দাবি, তিনি বুধবার বিকেলে ইসলামী ব্যাংক দাগনভূঞা শাখা থেকে ২৮ লাখ টাকা তোলেন। টাকাগুলো একটি ব্যাগে ঢুকিয়ে সন্ধ্যার আগে তিনি মোটরসাইকেলে করে সোনাগাজীর কুঠির হাট ফিরছিলেন। পথে দাগনভূঞার উত্তর আলীপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে একটি সাদা প্রাইভেট কার তাঁর মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এ সময় গাড়ি থেকে চার যুবক নেমে নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে ব্যাগে ইয়াবা আছে বলে হাতে হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে তোলেন।

আবু জাফর শাহীনের দাবি, চোখ বেঁধে তাঁর কাছে থাকা টাকার ব্যাগ ও মোবাইল ছিনিয়ে নেন যুবকেরা। পরে কুমিল্লা বিশ্বরোডের দয়াপুরে তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে তাঁরা পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় ব্যক্তিদের সহায়তায় বিষয়টি তাঁর স্বজনদের জানালে তাঁরা তাঁকে দাগনভূঞা নিয়ে যান। রাতে দাগনভূঞা থানা–পুলিশকে বিষয়টি তিনি লিখিতভাবে জানিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন।

ইসলামী ব্যাংক দাগনভূঞা শাখার ব্যবস্থাপক জাফর উদ্দিন বলেন, আবু জাফর শাহীন সোনাগাজীর তাকিয়া বাজার ও কুঠির হাট বাজারের ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট পরিচালক। প্রথম আলো

‘মানবাধিকারের রক্ষকদের নিস্তব্ধ করার অপচেষ্টা করছে ভারত’

ভারতের অবৈধ দখলকৃত জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলের মালাউন বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানের মধ্যে মানবাধিকারের রক্ষকদের উপর দমন ও হামলা চালানো হচ্ছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের থার্ড কমিটিতে সংস্থাটির মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ দূতের সাথে এক সংলাপে পাকিস্তানের প্রতিনিধি কাসিম আজিজ বাট বলেছেন যে, ভারতের প্রতিশোধমূলক হামলার মাত্রা ও তীব্রতা আরও বেড়ে গেছে।

বাট কমিটিকে বলেন, “জাতিসংসের ব্যবস্থার সাথে যারা সহযোগিতা করে, তাদেরকে হয়রানি আর দমন করে সার্বিকভাবে জাতিসংঘের কার্যকারিতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতাকে, এবং বিশেষ করে মানবাধিকারের রক্ষকদেরকে খাটো করা হচ্ছে”।

জাতিসংঘে পাকিস্তান মিশনের দ্বিতীয় সেক্রেটারি বাট বলেন, “হাজার হাজার কাশ্মীরী যুবক, মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক ও আইনজীবীদের বাছবিচারহীনভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে এবং তাদের এমন জায়গায় বন্দী রাখা হয়েছে, যেখানে তাদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ রাখা হয়নি”।

গত মাসে আইনজীবী বাবর কাদরিকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার বিষয়টি উল্লেখ করে বাট বলেন, কাদরি কাশ্মীরে মানবাধিকারের অন্যতম রক্ষক ছিলেন। কাশ্মীরে অজানা ব্যক্তিরা তাকে হত্যা করেছে। তিনি বলেন, ভারত সরকারের যে সব সমালোচকদেরকে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, কাদরি তাদের অন্যতম।

মিথ্যা বয়ান

এদিকে, ইউএনজিএ'র ফোর্থ কমিটি – যেটি রাজনীতি ও উপনিবেশ মুক্তকরণ ইস্যু নিয়ে কাজ করে – সেই কমিটিতে পাকিস্তানের প্রতিনিধি বিলাল মাহমুদ চৌধুরি কাশ্মীরীদের ব্যাপারে ভারতের বয়ানকে প্রত্যাখ্যান করে। কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের ভারত সরকার সন্ত্রাসী হিসেবে উল্লেখ করে থাকে।

চৌধুরি বলেন, "কাশ্মীরে অবদমিত জনগণকে তাদের যে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সেটার কারণে দখলকৃত কাশ্মীরের ভেতর থেকেই প্রতিরোধ আন্দোলন সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৪৭ সাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতের যে ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হয়েছে, সেটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নয়াদিল্লী বিভিন্ন অবৈধ দখলদারিত্বের কৌশল প্রয়োগ করে আসছে"।

ভারতীয় এক প্রতিনিধি এক বিবৃতিতে দাবি করেন যে, জম্মু ও কাশ্মীর ছিল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাদের স্ব-নিয়ন্ত্রণের নীতি দিয়ে একটি সদস্য দেশের ভৌগলিক অখণ্ডতাকে খাটো করা যাবে না। ভারতের প্রতিনিধির বিবৃতির প্রেক্ষিতে চৌধুরি ওই জবাব দেন।

জাতিসংঘে পাকিস্তান মিশনের কাউন্সিলর চৌধুরি উল্লেখ করেন যে, ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে ভারতের শাসনের বিরুদ্ধে 'ব্যাপক প্রতিরোধ' হয়েছে। 'কাশ্মীরের জনগণ এখনও দৃঢ়চেতা রয়েছে.. যদিও তাদের উপর গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, গুলি চালিয়ে অন্ধ করে দেয়া এবং গুম করার মতো বর্বরতা চালানো হচ্ছে"।

সূত্র: সাউথ এশিয়ান মনিটর

শাম | নুসাইরী বাহিনীর উপর মুজাহিদদের একাধিক রকেট ও স্নাইপার হামলা

সিরিয়ার ইদলিব সিটির দারুল কাবির ও আল-মালাজাহ গ্রামে পৃথক ২টি স্নাইপার হামলা চালিয়েছে আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিন। এতে ২ এর অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক।

গত ২১ অক্টোবর বুধবার এ হামলা চালানো হয়।

অপরদিকে ঐদিন দারুল কাবির ও সাহলুল-ঘাব এলাকায় ভারী গুলা ও রকেট হামলা চালানো হয়েছে। কুখ্যাত নুসাইরী ও দখলদার রাশিয়ান বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে এসব ভারী গুলা ও

রকেট হামলা চালান আনসার আল-ইসলাম ও আনসারুত তাওহীদের জানবাজ মুজাহিদিন। এর ফলে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী অনেক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

উল্লেখ্য কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া বাহিনীর উপর আল-কায়েদা সমর্থিত শামের জিহাদী দলগুলো প্রতিনিয়ত হামলা চালিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় উক্ত হামলাসমূহ চালানো হয়।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় কর্নেলসহ ৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন পৃথক ২টি হামলা পরিচালনা করেছে। এতে এক কর্নেলসহ মোট ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২১ অক্টোবর বুধবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর কেন্দ্রস্থলে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সোমালি সরকারের ইমিগ্রেশন ও জাতীয়তা বিভাগের মহাপরিচালক কর্নেল "মুহাম্মদ আদম কোফি" এর গাড়ি লক্ষ্য করে উক্ত হামলাটি চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এতে সে গুরতর আহত অবস্থায় প্রাণে বেঁচে যায়, নিহত হয় তার এক দেহরক্ষী।

একই দিনে যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে অপর একটি সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে এক কমান্ডারসহ ৫ এরও অধিক সোমালীয় মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

পাকিস্তান | সামরিক ঘাঁটিতে টিটিপির হামলা, নিহত ৭

পাক সেনা ঘাঁটিতে শক্তিশালী হামলা চালিয়েছে দেশটির শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান। এতে কমপক্ষে ৭ সৈন্য নিহত এবং বেশ কয়েকজন সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

গত ২০ অক্টোবর মঙ্গলবার, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুন অঞ্চলের বাজুর এজেন্সীতে দেশটির নাপাক মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ৭ সদস্য নিহত এবং আরো বেশ কিছু সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

দেশটির বাজুর সীমান্তে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ঐদিন প্রবল হামলা চালিয়েছিলো টিটিপি। দেশটির সামরিক বাহিনী এই হামলায় তাদের কোন সৈন্য হতাহত না হওয়ার দাবি করে। অপরদিকে স্থানীয় এবং তালেবান সমর্থিত গণমাধ্যম ৭ সৈন্য নিহত হবার কথা নিশ্চিত করেছে। সাথে সাথে নিহত কিছু সৈন্য ছবিও তারা প্রকাশ করেছেন।

ফ্রান্সজুড়ে ধৃষ্টতা: প্রাণাধিক প্রিয় রাসূলের অবমাননাকর কার্টুন দেখানো হচ্ছে দেয়ালে দেয়ালে

ধৃষ্টতার কালো ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছে হতভাগ্য ফ্রান্সের প্রশাসন ও সমাজ। রাষ্ট্রীয় মদদে দেশটির সরকারি ভবনের বিভিন্ন দেয়ালে দেখানো হচ্ছে শার্লি হেবদোর সেই ধৃষ্টতাপূর্ণ ইসলামবিদ্বেষী কার্টুন।

ত্রিভুবনে প্রিয় নবী, বিশ্বের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, দেড়শ কোটি মুমিনের শিরা-উপশিরায়, হৃদয়ের স্পন্দনে যার ভালোবাসা রক্তের ন্যায় প্রবহমান, যার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা ইসলামের ভিত্তি এবং মুসলমানের মৌলিক পরিচয়, সেই ইমামুল আম্বিয়া, খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবমাননাকর কার্টুন প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করছে হতভাগ্য ফ্রান্সবাসী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওই বিতর্কিত কার্টুনটি ব্যাপকভাবে প্রচার

করতে শুরু করেছেন তারা। শুধু তাই নয়, কোথাও কোথাও সুরক্ষার জন্য প্রচুর পরিমাণে পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে।

সম্প্রতি ফ্রান্সে ক্লাসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের কারনে স্যামুয়েল প্যাটি নামের এক শিক্ষককে শিরশ্ছেদ করে হত্যা করা হয়েছে। ঐ শিক্ষককে সম্মান জানাতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন যে ফ্রান্স কার্টুন প্রদর্শন বন্ধ রাখবে না। সেই সম্মানপ্রদর্শনেরই অংশ হিসেবেই এ অভিশপ্ত কাজ করছে ফ্রান্সের প্রশাসন।

ফ্রান্সের ওসিটনেই এলাকার সভাপতি ক্যারোল ডেলগা বুধবার ট্যুইটারে কার্টুন দেখানোর ঘোষণা করেন। উনি বলেন, শিক্ষক স্যামুয়েলকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য পয়গম্বর মোহম্মদের বিতর্কিত কার্টুন দেখানো হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাকস্বাধীনতার নিজস্ব চিন্তাধারা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, এটি একটি কঠোর পদক্ষেপ হবে, যেটি আমাদের দেশের মূল্যকে বোঝাতে সাহায্য করবে। ডেলগা বলেন, ‘এই প্রতীকী পদক্ষেপটি ছাড়াও আমি আমার সহকর্মীদের কাছে একটি বার্তা পাঠাতে চাই যে ধর্মনিরপেক্ষতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বিবেকের স্বাধীনতা নিয়ে কোনও আপস করা হবে না। এটিই আমাদের প্রজাতন্ত্রের মডেলের ভীত।”

প্যারিসের বিখ্যাত আইফেল টাওয়ারের নিচে মুসলিম নারীদের নিগ্রহ করাসহ গোটা ইউরোপজুড়ে ইসলাম ও মুসলিম নির্যাতনের ভুরিভুরি নৃশংস ঘটনা সত্ত্বেও ডেলগা বলেন, গণতন্ত্রের শত্রুদের সামনে মাথা নোয়াব না। যারা ধর্মকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে তাদের সামনে আমরা দুর্বল হব না। এই প্রজাতন্ত্রকে নষ্ট করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে এমন লোকের সামনে রুখে দাঁড়াতে হবে।

২২শে অক্টোবর, ২০২০

গাজা উপত্যকায় আবারও ইসরায়েলের বিমান হামলা

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় আবারও ইসরায়েল বিমান এবং হেলিকপ্টার দিয়ে হামলা চালিয়েছে। হামলায় গাজার বেশকিছু কৃষি খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ফিলিস্তিনের গণমাধ্যম জানিয়েছে, মঙ্গলবার ইসরায়েলি বাহিনী গাজার দেইর আল-বালা এলাকার কৃষি খামারে বিমান হামলা চালায়।

ইসরাইলের ইংরেজি দৈনিক টাইমস অব ইসরায়েল এবং জেরুজালেম পোস্ট দাবি করেছে, গাজা উপত্যকার দক্ষিণে ইসরায়েলি সেনারা ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের ভূগর্ভস্থ স্থাপনায় গোলাবর্ষণ করেছে।

ইসরায়েলি গণমাধ্যম বলছে, গাজা থেকে রকেট ছোঁড়ার পর ইসরায়েল তার জবাব দিয়েছে। প্রায়ই ইহুদিবাদী ইসরায়েল অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা চালিয়ে থাকে।

এদিকে, সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কুনেইত্রা প্রদেশেও বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, বিমান থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র একটি স্কুল ভবনে আঘাত হানে। বিডি প্রতিদিন

ধর্ষণচেষ্টা মামলার সাক্ষী হওয়াতে ইমামকে বরখাস্ত

পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাড়িভাসা ইউনিয়নে এক গৃহবধূকে ধর্ষণ চেষ্টার মামলায় সাক্ষী হওয়ায় স্থানীয় এক মসজিদের ইমামকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ওই ইমামের নাম মোহিদুল ইসলাম। তিনি হাড়িভাসা ইউনিয়নের বড়বাড়ি বাজার জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন। এ বিষয়ে ইমাম মোহিদুল ইসলাম বিচার চেয়ে গত ১৮ অক্টোবর হাড়িভাসা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বরাবরে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, প্রায় দুই মাস আগে মোহিদুলের বড় ভাই কাজ করতে যান শরীয়তপুরে। তিন সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে ছিলেন তার স্ত্রী। গত ১৭ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে প্রতিবেশী ফারুক হোসেন (৩২) ওই গৃহবধূর ঘরে ঢুকে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় গৃহবধূর চিৎকারে প্রতিবেশিরা ছুটে আসলে পালিয়ে যায় ফারুক। ওই গৃহবধূ ফারুকের বিরুদ্ধে পঞ্চগড় আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় সাক্ষী করা হয় দেবর মোহিদুল ইসলামকে।

মামলায় সাক্ষী হওয়ায় মোহিদুল ইসলামকে বড়বাড়ি বাজার জামে মসজিদের ইমামতি থেকে বাদ দেন মসজিদটির জমিদাতা মাহাবুব আলম নামের এক স্কুলশিক্ষক। মসজিদ কমিটি সভাপতি ও সম্পাদকের পদে না থাকলেও জমিদাতা হিসেবে প্রভাব খাটিয়ে তিনি ওই ইমামকে বাদ দিয়ে

নতুন ইমাম নিয়োগ দেন। জানা যায়, ধর্ষণ চেষ্টা মামলার আসামি ফারুক হোসেনের সাথে মাহাবুবের ঘনিষ্টতা রয়েছে।

মোহিদুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মাসে এক হাজার টাকা বেতনে আমি প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজ পড়াতাম। আমি ধর্ষণ মামলায় সাক্ষী হওয়ায় মসজিদের জমিদাতা মাহাবুব আলম আমাকে কিছু না বলেই বরখাস্ত করেছে। মূলত ধর্ষণ চেষ্টাকারী ফারুকের সাথে মাহাবুবের ঘনিষ্টতা থাকায় সে আমাকে বিনা কারণে প্রভাব খাটিয়ে বাদ দিয়েছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক মাহাবুব আলমের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তার মোবাইল নাম্বারে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

হাড়িভাসা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইয়েদ নূর-ই-আলম বলেন, ধর্ষণের চেষ্টা মামলায় মসজিদের ইমাম সাক্ষী হওয়ায় তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে এমন একটি অভিযোগ পেয়েছি। কালের কণ্ঠ

টাকা ছিনিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখে ডাকাত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার বাটিকামারী হাটে যাওয়ার পথে মতিয়ার শেখ (৪৫) নামে এক পাট ব্যবসায়ীকে পথরোধ করে ব্যাপক মারধর করে স্থানীয় ডাকাতচক্র। গত ২৮ সেপ্টেম্বর ওই ব্যবসায়ীর সর্বস্ব ছিনতাই করে অর্ধমৃত ও উলঙ্গ অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায় তারা।

স্থানীয়রা জানান, এ চক্রের সদস্যরা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোনকারী, বিকাশ বা অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিংয়ের এজেন্ট, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে টার্গেট করে। তারপর তারা সংঘবদ্ধ অবস্থায় ভয়ভীতি দেখিয়ে প্রয়োজনে হামলা করে সর্বস্ব ছিনতাই করে নেয়।

মামলা সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ সেপ্টেম্বর বাদী মতিয়ার শেখ বাটিকামারী হাটে পাট কেনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে শেষ রাতের দিকে রওনা হন। পথে তার প্রতিবেশী এবং ডাকাতচক্রের সক্রিয় সদস্য মোস্তফা ফকির ওরফে মোস্ত ফকির, জাকির ফকিরসহ ৩/৪ জন বাদীকে পথরোধ করে লোহার রড দিয়ে ব্যাপক মারধর করে। গুরুতর আহত অবস্থায় ডাকাতরা তাকে মৃত ভেবে পাশের মেহগনি বাগানে ফেলে চলে যায় এবং তার কাছে থাকা তিন লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।

মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থাকা ব্যবসায়ী মতিয়ারকে যথাসময়ে হাটে না পেয়ে তার ব্যবসায়িক অংশীদার মইন উদ্দীন শেখ ফোন করেন। একপর্যায়ে ফোনে না পেয়ে তাকে ডাকতে তার বাড়ির পথে রওনা হওয়ার পর সেই মেহগনি বাগানের কাছে ফোনের শব্দ শুনে মুমূর্ষু ও অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করেন।

এরপর তাকে মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা গুরুতর আহত হওয়ায় তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। তবে ডাকাত চক্র প্রভাবশালী হওয়ায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্যাবসায়ী মতিয়ার চিকিৎসা সম্পন্ন করতে পারেননি। পরে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নেন। আমাদের সময়

আবরার ফাহাদের কপালে ছিল আঘাতের চিহ্ন

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় আরও দুজন আজ মঙ্গলবার আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ নিয়ে মামলার ১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে।

শেরে বাংলা হলের নিরাপত্তা কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ আদালতকে বলেন, গত বছরের ৬ অক্টোবর তিনি বাসায় ছিলেন। ৭ অক্টোবর রাত সাড়ে তিনটার দিকে বুয়েটের শেরে বাংলা হলের দায়িত্বশীলকে ফোন দেন। বলেন, হলের একজন ছাত্র মারা গেছেন। পরে বুয়েট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তিনি চকবাজার থানায় যান। চকবাজার থানা থেকে পুলিশ নিয়ে শেরে বাংলা হলে আসেন। ভোররাত চারটার সময় হলে গিয়ে দেখেন, আবরার ফাহাদের লাশ চাদর দিয়ে ঢাকা। লাশের পাশে হলের বারান্দায় রাসেল, ফুয়াদ, অনিক, জেমিসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। রাত ৪টা ২০ মিনিটের দিকে পুলিশের এসআই দেলোয়ার হোসেন আবরার ফাহাদের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন।

আবুল কালাম আজাদ আরও বলেন, সেদিন তিনি দেখেছিলেন, বুয়েট ছাত্র নিহত আবরার ফাহাদের কপালে আঘাতের চিহ্ন ছিলো। কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত মারার দাগ ছিলো। কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কালো আঘাতের দাগ ছিলো। আবরার ফাহাদের পরনে ছিল সাদা রঙের ফুলহাতা শার্ট, কালো রঙের ট্রাউজার। ভোররাত সাড়ে চারটার সময় হলের প্রভোস্টের কাছ থেকে আবরার ফাহাদের বাবার মুঠোফোন নম্বর নেন। পরে তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।

৭ অক্টোবর সকাল ৯টার সময় হলের ২০১০ নম্বর কক্ষ থেকে ৫টি স্ট্যাম্প, ১টি চাপাতি, তোশকসহ অন্যান্য জিনিসপত্র জব্দ করা হয়।

সাক্ষ্য দেওয়া শেষ হলে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা আসামি জেমি, অনিক, রাসেল, সকাল, শামীম, রবিনকে শনাক্ত করেন নিরাপত্তা কর্মকর্তা আবুল কলাম আজাদ।

বুয়েটের শেরে বাংলা হলের তত্ত্বাবধায়ক মতিউর রহমান আদালতকে বলেন, গত বছরের ৬ অক্টোবর রাত নয়টার সময় শেরে বাংলা হলে অফিস করে তিনি বাসায় চলে যান। মুঠোফোন সাইলেন্ট করে ঘুমিয়ে পড়েন। পরদিন ৭ অক্টোবর সকালে ঘুম ভেঙে দেখেন মুঠোফোনে ৭০ থেকে ৮০টি মিসড কল। পরে তিনি হলের প্রভোস্টকে ফোন দেন। তিনি তাঁকে দ্রুত হলে আসতে বলেন। সকাল ৯টায় তিনি হলে গিয়ে দেখেন পুলিশ, ডিবি ও র‍্যাব। শোনেন, হলে এক ছাত্রকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। হলের প্রভোস্টের কক্ষে গিয়ে দেখেন, পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সিসিটিভির ফুটেজ দেখছিলেন। ফুটেজে রবিন, জিয়ন, অনিক, জেমি, রাসেল, শামীম, ফুয়াদ, সকালসহ অন্যদের দেখতে পান। আরও দেখেন, রাসেল ও অনিক হলের প্রভোস্টের সঙ্গে কথা বলছেন। তোশকে করে আবরার ফাহাদকে হলের সিঁড়ির কাছে রাখার দৃশ্যটি তিনি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখেন। হলের ২০১১ নম্বর কক্ষ থেকে ২০০৫ নম্বর কক্ষে আবরার ফাহাদকে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি তিনি ফুটেজে দেখেছেন। ৭ অক্টোবর সকাল ১০টার সময় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ জব্দ করে নিয়ে যান।

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অনিক, রাসেল, সকাল, শামীম ও রবিনকে তিনি শনাক্ত করেন।

রাষ্ট্রপক্ষে মামলাটি পরিচালনা করছেন বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি এহসানুল হক সমাজী, আবু আবদুল্লাহ ভূঁইয়া।

গত বছরের ৬ অক্টোবর দিবাগত রাতে বুয়েটের শেরে বাংলা হল থেকে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। এ মামলায় গত বছরের ১৩ নভেম্বর বুয়েটের ২৫ ছাত্রের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। গত ২১ জানুয়ারি অভিযোগপত্রটি আমলে নেন আদালত। তিন আসামি পলাতক রয়েছেন।

গত ২ সেপ্টেম্বর বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় বুয়েটের ২৫ ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আদালত। অভিযোগপত্রে বলা হয়, পরস্পর যোগসাজশে পরস্পরের সহায়তায় আবরারের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে নির্মমভাবে পিটিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। প্রথম আলো

আমরা কার্টুন প্রদর্শন বন্ধ করবো না: ম্যাক্রোঁর দাম্ভিকতা

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছে যে ফ্রান্স কার্টুন প্রদর্শন বন্ধ রাখবে না।

বুধবার প্যারিসের সরবনে ইউনিভার্সিটিতে নিহত শিক্ষক স্যামুয়েল প্যাটিকে সম্মান জানাতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ম্যাক্রোঁ বলেন, তাকে (স্যামুয়েল প্যাটি) হত্যা করা হয়েছে কারণ 'ইসলামপন্থী' উগ্রবাদীরা আমাদের ভবিষ্যত কেড়ে নিতে চায়। আমরা তা হতে দেবো না। ফ্রান্স কার্টুন প্রদর্শন বন্ধ রাখবে না।

সম্প্রতি ফ্রান্সে ক্লাসে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের কারনে স্যামুয়েল প্যাটি নামের এক শিক্ষককে শিরশ্ছেদ করে হত্যা করা হয়েছে।

গত শুক্রবার শিক্ষক স্যামুয়েল প্যাটিকে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামকে অবমাননা করায় হত্যা করেছিল এক তরুণ। শিক্ষকের ওপর হামলাকারী আবদৌলখ নামের ওই তরুণ ঘটনাস্থলেই পুলিশের গুলিতে শাহাদাতবরণ করেন।

টাকা ছাড়া পেট্রল না পেয়ে ছাত্রলীগের হামলা

টাকা ছাড়া পেট্রল না দেওয়ায় দোকানে হামলা করেছে পটুয়াখালীর কলাপাড়া পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানাসহ তিনজন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলাপাড়া পৌর শহরের সদর রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে জুয়েল রানা দলবল নিয়ে পৌর শহরের সদর রোড এলাকায় আবদুস ছালাম বিশ্বাসের পেট্রলের দোকানে যান। তাঁরা জোর করে তাঁদের মোটরসাইকেলে পেট্রল ভরে চলে যেতে চান। এ সময় দোকান মালিক টাকা চাওয়ায় ক্ষিপ্ত হন তাঁরা। একপর্যায়ে জুয়েল রানা ও তার সঙ্গীরা দোকানে হামলা চালিয়ে পেট্রল ফেলে দেন এবং দোকানের ক্যাশ থেকে ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। প্রথম আলো

বিশ্বের ক্ষুধা সূচকে পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকেও পিছনে ভারত

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ২০২০ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচক। তাতে দেখা যাচ্ছে, ১০৭টি দেশের মধ্যে ৯৪ তম স্থানে রয়েছে ভারত। তার অবস্থান বাংলাদেশ ও পাকিস্তানেরও পিছনে।

২০১৯ সালেও অবশ্য ক্ষুধার তীব্রতায় ভারত নজির গড়েছিলো। রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থা ইউনিসেফ জানায় ভারতের অর্ধেক শিশুই অপুষ্টির শিকার। গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অবস্থান সবচেয়ে খারাপ। সেবার ১১৭টি দেশের মধ্যে ভারতের ঠাঁই হয় ১০২ তম স্থানে। বছর ঘুরতেই দেখা গেলো সেই ছবিটা এতটুকুও বদলায়নি। এবছর ১০৭টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ৯৪ তম, পাকিস্তানের স্থান পেয়েছে ৮৮ নম্বরে আর বাংলাদেশ উঠে এসেছে ৭৫ তম স্থানে।

শুক্রবার সন্ধেয় আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিন থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই রিপোর্ট প্রকাশ করে ইন্টারন্যাশানাল ফুড পলিশি রিসার্ট ইন্সটিটিউট। ১০০ পয়েন্টের ভিত্তিকে প্রতিটি দেশকে স্কোর দেওয়া হয়। উল্লেখ্য এখানে স্কোর বেড়ে যাওয়া মানে দেশটি ক্ষুধা নিবারণে ভালো জায়গায় নেই।

এই পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের স্কোর ২০.৪. ভারতের স্কোর ২৭.২। ভারতের আগে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া নেপালও। অন্য দিকে আফগানিস্তান, রাওয়ান্ডার মতো দেশগুলির অবস্থা ভারতের কাছাকাছি।

রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে। ক্ষুধার সূচকে আগের থেকে বিশ্বের অবস্থা ভালো। তবে ৩১টি দেশের অবস্থায় শোচনীয়। নতুন করে এই শোচনীয় তালিকায় নাম লিখিয়েছে ন'টি দেশ। রিপোর্টটি দাবি করা হয়েছে, ভারত নেপাল এবং পাকিস্তানের মতো দেশ গুলিতে, অপুষ্টি, দারিদ্র, অশিক্ষাই এই অবস্থার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এবার মথুরার আদালতে মসজিদ সরানোর মামলা গৃহীত

ভারতের মথুরা শহরে কৃষ্ণের কথিত জন্মভূমির কাছে মসজিদ সরানোর দাবি জানিয়ে করা কৃষ্ণ 'জন্মভূমি পুনরুদ্ধার' সংক্রান্ত মামলা মথুরার আদালতে গৃহীত হয়েছে। অচীরেই মামলাটির শুনানি শুরু হবার কথা রয়েছে।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার এই মামলাটি গ্রহণ করেন মথুরার ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ সাধন ঠাকুর। এর আগে গত সেপ্টেম্বর মাসে মসজিদ সরানোর দাবি জানিয়ে করা মামলাটি নিম্ন আদালত খারিজ করে দিয়েছিলো। এদিকে, এই মামলায় শাহী দরগা মসজিদ ট্রাস্ট ও সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড-সহ সকল পক্ষকে নভেম্বরের ১৮ তারিখ আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে মালাউন বিচারক।

মথুরার দেওয়ানি আদালতে ঐতিহ্যবাহী শাহী ঈদগাহ মসজিদ সরানোর দাবিতে শ্রীকৃষ্ণের 'বন্ধু' হিসেবে মামলাটি দায়ের করেছেন উত্তরপ্রদেশে বাসিন্দা রঞ্জন অগ্নিহোত্রি। মামলায় মন্দির জন্য দরগার ১৩.৩৭ একর জমি খালি করানোর দাবি করা হয়েছে।

মালাউন মামলাকারীর অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশ সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড ও শাহী দরগার ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্ট স্থানীয় কয়েকজন মুসলিম বাসিন্দার মদতে অবৈধভাবে ওই জমি দখল করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, নিজের অভিযোগে মামলাকারী রঞ্জন অগ্নিহোত্রি আরও অভিযোগ করেছেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের উপরই মুসলিম ধর্মস্থলটি রয়েছে। মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান সেবা সংস্থান জমি হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে শাহী দরগা ট্রাস্টের সঙ্গে অবৈধভাবে সমঝোতা করেছে।

উল্লেখ্য, ভারতের অযোধ্যায় ইতোমধ্যে ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদের স্থলে রাম মন্দিরের কাজ শুরু করেছে হিন্দুত্ববাদী মোদী সরকার । এবার মথুরায় কৃষ্ণের জন্মস্থান দাবি করে শাহি ঈদগাহ মসজিদ মসজিদও আদালতের হস্তক্ষেপে দখলে নিতে চাচ্ছে ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীটি।

২১শে অক্টোবর, ২০২০

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানী মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি পৃথক অভিযান চালিয়েছে দেশটির শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)। এতে কমপক্ষে ৫ সৈন্য নিহত হয়েছে। সূত্র: উমর মিডিয়া

খবরে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখা অঞ্চলের দেনপাটান এলাকায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা নতুন একটি চৌকি নির্মাণকাজ করছিলো। এদিকে সুযোগ বুঝে মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল হামলা চালান টিটিপির মুজাহিদিন। ২১ অক্টোবর সকালবেলায় মুজাহিদদের

পরিচালিত এই অভিযানে চৌকি নির্মাণকাজে নিয়োজিত মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। বাকি সৈন্যরা নির্মাণকাজ ছেড়েই চৌকি ছেড়ে পলায়ন করে।

এর আগে অর্থাৎ গত ১৯ অক্টোবর দুপুরবেলায়, পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর সালারজাই সীমান্তের নিকট টহলরত পাকিস্তানী মুরতাদ পদাতিক বাহিনীর উপর একটি অতর্কিত হামলা চালান টিটিপির মুজাহিদিন। এতে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছিলো।

হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন মুরতাদ বাহিনী খচ্চরের উপর নতুন কোন পোস্ট নির্মাণের জন্য সামান উঠাচ্ছিল।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী (হাফিজাহুল্লাহ্) তাঁর টুইট বার্তায় উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৪ এরও বেশি ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একাধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, যাতে ৯ এরও অধিক সৈন্য নিহত এবং আরো ৬ এরও বেশি সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২১ অক্টোবর বুধবার দখলদার ইথিউপিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৬ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরো ৬ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। সোমালিয়ার দাইনাসোর শহরে মুজাহিদগণ সফল এই অখিযানটি পরিচালনা করেছিলেন।

অপরদিকে রাজধানী মোগাদিশুর আলীশাহ ও ওয়াদজার জেলায় মুজাহিদগণ আরো দুটি হামলা চালিয়েছেন, এতে সংসদ সদস্য উসমান মুহাম্মদ সাকুরু এবং একজন গোয়েন্দা অফিসার নিহত হয়েছে।

এছাড়া এইদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সোমালিয়া জুড়ে শাবাব মুজাহিদিন আরো ৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে শাবাব মুজাহিদদের এসকল অভিযানেও অনেক মুরতাদ ও ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ১০০ এরও অধিক কমান্ডো নিহত, বহু সামরিকযান ধ্বংস

আফগানিস্তানের তাখার প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর ভারী হামলা চালাচ্ছে তালেবান মুজাহিদিন। এখন পর্যন্ত তালেবানের হামলায় ১০০ এরও অধিক কাবুল সরকারের কমান্ডো ও সৈন্য নিহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২০ অক্টোবর মধ্যরাত থেকে আফগানিস্তানের তাখার প্রদেশের বহরাক জেলায় কাবুল সরকারের কমান্ডো ও সেনা ঘাঁটিগুলোতে তীব্র হামলা চালাতে শুরু করে তালেবান মুজাহিদিন। তালেবানদের এই অভিযান অল্পসময়ের মধ্যেই ভারী লড়াইয়ের রূপ নেয়। বহরাক জেলার স্পিন জোমাত এলাকায় এই অভিযান সবচেয়ে বেশি বিস্তৃতি লাভ করলে কাবুল বাহিনীর কয়েক ডজন কমান্ডো নিহত হয়।

দেশটির 'আযম টিবি' একটি সামরিক সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, এই হামলায় নিহত হওয়া প্রাদেশিক সিকিউরিটি চিফসহ ২৫ কমান্ডো সেনার লাশ তারা এখন পর্যন্ত হাসপাতালে আনতে সক্ষম হয়েছে। সূত্রটি আরো জানায়, নিহতের সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বাড়তে পারে, কেনানা অল্প কিছু লাশই এখন পর্যন্ত হাসপাতালে আনা হয়েছে।

হাসপাতাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ভিডিওতে কাবুল সৈন্যদের স্বজনরা দেখায় যে, এই লড়াইয়ে নিহত হওয়া ৮০ জন সেনাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। যাদের মাঝে ৪৫ জনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। বাকিদের বিষয়ে এখনো স্পষ্ট কিছুই জানা যায়নি। হামলার তীব্রতা এতটাই কঠিন ছিলো যে, অধিকাংশ সেনাকেই চেহারা দেখে চিনা যাচ্ছে না।

এদিকে তালেবান সমর্থক মিডিয়া ও গণমাধ্যমগুলো দাবি করছে যে, তালেবান মুজাহিদদের এই বীরত্বপূর্ণ অভিযানে এখন পর্যন্ত কাবুল বাহিনীর ১০০ এরও বেশি কমান্ডো ও সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে কাবুল বাহিনীর অনেক সামরিকযান, যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাবারুদ।

সর্বশেষ তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ তাঁর এক টুইটবার্তায় এই অভিযানের দায় স্বীকার করেন, তবে তিনি নিহত সৈন্যদের কোন সংখ্যা উল্লেখ করেননি। তিনি তাঁর উক্ত বার্তায় বলেন যে, 'বহরাক জেলার মসজিদ সাফিদ এলাকায় কাবুল বাহিনীর সাথে একটি ভারী যুদ্ধ হয়েছে তালেবান মুজাহিদদের। বিগত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে উক্ত এলাকায় মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে আসছিলো এসকল কমান্ডো সৈন্যরা। পরে গত

রাতে মুজাহিদদের সাথে কাবুল বাহিনীর লড়াই তীব্র আকার ধারণ করে। যার ফলে কাবুল বাহিনী অনেক কমান্ডো ও সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

ماه نو

খোরাসান | জাদরান জেলায় দরিদ্রদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে তালেবান

তালেবান প্রতিষ্ঠিত ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সরকারের কৃষি, প্রাণিসম্পদ এবং উশর-যাকাত কমিশনের স্থানীয় কর্মকর্তারা পাকতিয়া প্রদেশের জাদরান জেলার দরিদ্রদের মাঝে নগদ অর্থ এবং কৃষকদের মাঝে কৃষি বিজ বিতরণ করছেন। এছাড়াও জেলাটির বিভিন্ন মাদ্রাসার দরিদ্র শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তাও প্রদান করা হয়েছে।

এর আগে, বালখ এবং বাগলান প্রদেশের জেলাগুলিতে তালেবানরা জনগণের মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণ আটা এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন, যার ফলে হতদরিদ্র মানুষের অভাব মোচন হয় ও দুঃস্থদের মুখে হাসি ফুটে।

সম্প্রতি, তালেবানরা জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের পরিধি বিস্তৃত করেছেন। যেমন: পুনর্নির্মাণ প্রকল্পগুলির জন্য নিজস্ব বাজেট থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা, জাতীয় স্বার্থে দরিদ্র জানসাধারণকে বিনামূল্যে খাবার, নগদ অর্থ, গবাদিপশু এবং কৃষকদের মাঝে কৃষি বিজ ও নগদ অর্থ প্রদান উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব আফ্রিকা | মুজাহিদদের হামলায় ৫ এরও অধিক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

ক্রুসেডার কেনিয়ান ও বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর উপর অসাধারণ ২টি হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে ২ সৈন্য নিহত এবং ৩ সেন্য গুরতর আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ২০ অক্টোবর মঙ্গলবার, কেনিয়ার মান্দিরা অঞ্চলের লাফি এলাকয় অবস্থিত দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে বিস্তৃত সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। শাহাদাহ্ নিউজের প্রাথমিক তথ্যমতে, মুজাহিদদের এই হামলায় কমপক্ষে ৩ কেনিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য গুরতর আহত হয়েছে।

একই দিনে মধ্য সোমালিয়ার মাহদায়ী শহরে ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর পদাতিক টহলরত বাহিনীকে টার্গেট করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর অন্ততপক্ষে ২ সৈন্য নিহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে শাবাব মুজাহিদিন।

এমনিভাবে সোমালিয়ার আউদাকলী শহরে সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর সামরিযান লক্ষ্য করে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর সামরিযানটি ধ্বংস এবং যানে থাকা সকল সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৪২ কাবুল সেনা নিহত

আফগানিস্তানে আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধ পৃথক কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৬০ মুরদাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ২০ অক্টোবর মঙ্গলবার আফগানিস্তানের দক্ষিণ গজনি প্রদেশের কং জেলার একটি রাস্তার পাশে তালেবান মুজাহিদদের পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে জেলা পুলিশ প্রধান ও ১৯ সেনা সদস্য ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

এদিকে সারপাল প্রদেশের বাঘাভি এলাকায় শত্রুর ঘাঁটি ও ফাঁড়িতে সশস্ত্র আক্রমণ চালায়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় তালেবান মুজাহিদিন ভারী ও হালকা অস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালান, যার ফলে ঘাঁটি ও চৌকিটি সম্পূর্ণরূপে বিজয় করতে সক্ষম হন মুজাহিদগণ। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় চেকপোস্টে নিয়োজিত ৯ সৈন্য নিহত এবং ১০ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

অপরদিকে কুন্দজ প্রদেশের ইমাম সাহেব জেলায় মুরতাদ কাবুল বিহিনীর উপর অন্য একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৬ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় অফিসারসহ মোট ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানে তেহরিক-ই-তালেবানের পৃথক ২টি হামলায় ১ অফিসারসহ মুরতাদ বাহিনীর আরো ৩ সৈন্য নিহত হয়েছে। সূত্র: উমর মিডিয়া

খবরে বলা হয়েছে, গত ১৬ অক্টোবর বিকাল ৪টার সময় বাজুর এজেন্সীর সালার্জাই সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি পোস্টে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে এক অফিসারসহ আরো ২ সৈন্য নিহত হয়েছে।

খবরে আরো বলা হয়েছে যে, নিহত উক্ত সেনা অফিসার কিছুদিন পূর্বে এই এলাকায় নিযুক্ত হয়েছিল। সে যখন নিজের দেহরক্ষী অন্য সৈন্যদের নিয়ে পোস্ট থেকে বাহিরে বের হয়, ঠিক সেই মহুর্তেই তার উপর হামলার ঘটনাটি ঘটে। যার ফলে সে তার দুই দেহরক্ষীসহ ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

একই দিন সন্ধ্যায় বাজুর এজেন্সীর কুট-ডান্ডি এলাকায় নাপাক সৈন্যদের উপর একটি স্নাইপার হামলার ঘটনা ঘটে, এতে এক সৈন্য নিহত হয়েছে। অন্য সৈন্যরা ভয়ে স্থান ত্যাগ করলে নিহত সৈন্যের মৃতদেহ মাটিতেই পড়ে থাকে।

এদিকে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে নৌযান-শ্রমিকরা

বেতন-ভাতার সুযোগ-সুবিধাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ে সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য শুরু হয়েছে নৌযান-শ্রমিকদের ধর্মঘট। সোমবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে এ ধর্মঘট ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের আওতাধীন আটটি সংগঠন।

চট্টগ্রাম জেলা নৌশ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ ঐক্য পরিষদের সহ-সভাপতি মো: নবী আলম বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন।

তিনি জানান, গত ১৩ অক্টোবর রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম অধিদফতরের সামনে নৌশ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ ঐক্য পরিষদের মানববন্ধন থেকে এই ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। এর আগে সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি ঘোষণা করেছে নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন।

শ্রমিক ফেডারেশনের ১১ দফা দাবি হলো-

১. বাল্কহেডসহ সব নৌযান ও নৌপথে চাঁদাবাজি-ডাকাতি বন্ধ করা

২. ২০১৬ সালে ঘোষিত গেজেট অনুযায়ী নৌযানের সর্বস্তরের শ্রমিকদের বেতন প্রদান

৩. ভারতগামী শ্রমিকদের ল্যান্ডিং পাস এবং মালিক কর্তৃক খাদ্যভাতা প্রদান

৪. সব নৌযান শ্রমিকের সমুদ্র ও রাত্রিকালীন ভাতা নির্ধারণ

৫. এনডোর্স, ইনচার্জ, টেকনিক্যাল ভাতা পুনর্নির্ধারণ

৬. কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ১০ লাখ টাকা নির্ধারণ

৭. প্রত্যেক নৌশ্রমিককে মালিক কর্তৃক নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র ও সার্ভিস বুক প্রদান

৮. নদীর নাব্য রক্ষা ও প্রয়োজনীয় মার্কা, বয়া ও বাতি স্থাপন

৯. মাস্টার/ড্রাইভার পরীক্ষা, সনদ বিতরণ ও নবায়ন, বেআইনি নৌচলাচল বন্ধ করা

১০. নৌপরিবহন অধিদফতরে সব ধরনের অনিয়ম ও শ্রমিক হয়রানি বন্ধ এবং

১১. নৌযান শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন দাবি-দাওয়া বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সাল থেকে আন্দোলন করে আসছেন তারা। এগুলোর কয়েকটি দাবি পূরণ হলেও অমীমাংসিত ১১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ২০১৮ সালে শ্রম অধিদফতরে আবেদন করেন ফেডারেশন নেতারা। যার অনুলিপি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, নৌযান মালিকদের বিভিন্ন সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সব দফতরে দেয়া হয়।

এরপর একই বিষয়ে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও শ্রম ও কর্মসংস্থান অধিদফতর থেকে সমস্যা সমাধানে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি বলে অভিযোগ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন নেতাদের।

আন্দোলনকারীরা জানান, ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ১১ দফা উপস্থাপন করা হলেও তাদের মূল দাবি ২০১৬ সালে প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী সর্বস্তরের শ্রমিকদের বেতন দিতে হবে। নয়া দিগন্ত

ক্যাসিনো সম্রাটের মুক্তি চেয়ে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের নেতা ক্যাসিনো সম্রাট ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে হাজির করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে তাকে আদালতে আনা হয়। পরে হাজতখানায় নেয়া হয়। আজ সম্রাটের বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র মামলায় চার্জশিট গ্রহণের কথা রয়েছে।

এদিকে সকাল থেকে আওয়ামী লীগের সদস্যরা আদালত এলাকায় জড়ো হতে থাকে। তারা সম্রাটের মুক্তি চেয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এসময় তাদের হাতে নানা ফেস্টুন দেখা যায়। তারা বিক্ষোভ করতে থাকেন।

গত বছর ক্যাসিনো বিরোধী অভিযানের সময় সম্রাটকে গ্রেফতার করা হয়। ওই বছর ৬ অক্টোবর কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

আরেক যুবলীগ নেতা আরমানকেও গ্রেফতার করা হয় তখন। ওই দিন সম্রাটের কাকরাইলের আস্তানায় অভিযান চালায় র‍্যাব।

এদিন নিজ কার্যালয়ে পশুর চামড়া রাখার দায়ে তার ছয় মাসের জেল দিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলম। এর পর সম্রাটকে কারাগারে পাঠানো হয়।

মাদক ও অস্ত্র আইনে সম্রাটের বিরুদ্ধে করা দুই মামলার বাদি র‍্যাব-১ এর ডিএডি আব্দুল খালেক।

৬ নভেম্বর ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে অস্ত্র মামলায় চার্জশিট জমা দেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা র‍্যাব-১ এর উপপরিদর্শক শেখর চন্দ্র মল্লিক। চার্জশিটে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, সম্রাটের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। তিনি লাইসেন্সবিহীন অস্ত্র নিজ হেফাজতে ও নিয়ন্ত্রণে রাখায় তার বিরুদ্ধে আনা অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। নয়া দিগন্ত

আইপিএল জুয়ায় নিঃস্ব হচ্ছে যুব সমাজ

আইপিএল নিয়ে চলছে হরেক রকম বাজি। নির্দিষ্ট কোন বলে উইকেট পড়বে, সিঙ্গেল না ডাবল রান হবে, নাকি বাউন্ডারি হবে? কোনো ওভারে ১০ রানের কম বা বেশি হবে কি না, কিংবা কোন বলে উইকেট পড়বে। ইনিংসে রানের পরিমাণ কিংবা খেলার ফলের ওপর বাজি হচ্ছে।

ম্যাচে ভালো দলের পক্ষে বাজির হারও বেশি হয়। দরও বেশি ওঠে। ভালো দল হারলে টাকা যেমন বেশি যায়, তেমনি খারাপ দল জিতলে বেশি টাকা আসে।

চলতি আইপিএল নিয়ে বাজির বিষয়ে বলছিলেন আনছার আলী নামের এক আইপিএল জুয়াড়ি। ফ্রেঞ্চাইজি ভিত্তিক জনপ্রিয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) নিয়ে রংপুরের পীরগাছায় প্রায় অর্ধশত স্পটে এভাবেই চলছে জমজমাট জুয়া বাণিজ্য। আইপিএলের মতো বিপিএলের বিগত আসরগুলোতে ক্রিকেট জুয়া খেলে অনেকে পথে বসেছেন। আবার অনেকে ঋণগ্রস্ত হয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা সদর, চৌধুরাণী, কান্দি, তাম্বুলপুর, সৈয়দপুর, দেউতি, ইটাকুমারী, পাওটানা ও নেকমামুদসহ প্রায় ৫০টি স্পটে আইপিএল জুয়া চলছে। ফলে ক্রিকেট জুয়ার ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীসহ যুবসমাজ।

হাট-বাজার থেকে শুরু করে পাড়া-মহল্লার চায়ের দোকান, বাসা-বাড়ি এমন কি যেখানেই টিভি সেখানেই চলছে বাজি ধরা। খেলা শুরু হওয়ার পর থেকে ১০০ থেকে শুরু হয়ে কয়েক লাখ টাকা পর্যন্ত বাজি ধরা হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ম্যাচে জয়-পরাজয়, এক ওভারে কত রান, এক বলে কী হবে, কোন খেলোয়াড় কেমন খেলবে এমন সব কিছুর ওপরই হচ্ছে জুয়া। প্রতিদিন সন্ধ্যায় টিভির পর্দার সামনে খেলার দর্শকের মধ্যে যে ভিড় দেখা যায়, এর প্রায় প্রতিটিই ছোটখাটো জুয়ার আসর। চায়ের দোকানের এসব ছোটখাটো আসরে পুরো ম্যাচের জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে একেক ধরনের রেট রয়েছে। তবে সাধারণত ফেবারিট দলের পক্ষে দেড় হাজার ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের পক্ষে এক হাজার টাকা ধরে খেলার প্রচলনই বেশি। মাঝারি মাপের জুয়ায় ১০ হাজার ও ১৫ হাজার টাকা রেট দেওয়া হচ্ছে। কেবল ম্যাচে হারজিত নিয়েই বাজি নয়, প্রতি ওভারে ওভারে-এমনকি বলে বলে বাজি ধরছেন ছোট-বড় বাজিকররা। রাস্তার মোড়ের দোকানগুলোতেই বেশি হচ্ছে এ খেলা।

জুয়ার টাকা যোগান দিতে কেউ কেউ দামি মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, মোটরসাইকেল ও সোনার গহনাসহ নানা দামি জিনিসপত্র বন্ধক রাখছে। আর সুদের ব্যবসায়ীরাও থাকছেন জুয়ার আসরের পাশেই। শুধু তাই নয়, এখন অনলাইন বেটিং সাইটগুলোতেও দিব্যি চলছে এমন জুয়া।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক জুয়াড়ি বলেন, চলতি আইপিএলে জুয়া খেলে অনেকে পথে বসেছে। ঘরে বসেই এখন মোবাইলে এ জুয়ায় অংশ নেওয়া যায়। ফলে এ জুয়া বন্ধ হচ্ছে না। এতে এলাকায় চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে গেছে। কালের কণ্ঠ

অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ দিয়ে আটক যুবলীগ নেতা

আশুলিয়ায় অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ দেওয়ার হোতা স্থানীয় যুবলীগ নেতা রাজন ভুইয়া ধরা খেয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বেরন সোনা মিয়া মার্কেট এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি নরসিংহপুর এলাকার সোনামিয়া মার্কেটের বারেক ভূঁইয়ার ছেলে।

অবৈধ গ্যাস সংযোগের মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মাথায় নিয়েই প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছিলেন রাজন। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বাসাবাড়িতে অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ দিয়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

ওই ঘটনায় সাভার তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ রাজন ভুইয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে বলেও জানান আশুলিয়া থানার উপ-পরিদর্শক আসওয়াদুর রহমান।

আমাদের সময়

২০শে অক্টোবর, ২০২০

ইয়ামান | আল-কায়েদার হামলায় ১০ এরও বেশি মুরতাদ হুথী সৈন্য নিহত

সম্প্রতি ইয়ামানে চলছে আল-কায়েদা ও মুরতাদ শিয়া হুথী বিদ্রোহীদের মাঝে তীব্র লড়াই, যার ধারাবাহিতায় এবার মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছে ১০ মুরতাদ সৈন্য।

আল-কায়েদা সমর্থিত 'সাবাত নিউজ' এজেন্সী গত ১৯ অক্টোবর তাদের এক রিপোর্টে দাবি করেছে যে, সম্প্রতি ইয়ামানে ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ হুথী বিদ্রোহীদের অবস্থানে সফল হামলা বৃদ্ধি করেছে আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্।

যার ধারাবাহিতায় এবার ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে মুরতাদ হুথীদের টার্গেট করে বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযান চালিয়েছেন আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ১০ সৈন্য নিহত এবং আরো কতক সৈন্য আহত হয়েছে।

খোরাসান | তালেবানের কাছে ৬০ কাবুল সৈন্যের আত্মসমর্পণ

নতুন করে ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে কাবুল প্রশাসনের ৬০ সেনা সদস্য।

তালিবানদের অফিসিয়াল 'আল-ইমারাহ ওয়েবসাইটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১৯ অক্টোবর আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশ থেকে আমেরিকার গোলাম কাবুল সরকারি বাহিনীর পদ থেকে পদত্যাগ করে তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ৪৪ সেনা সদস্য। আত্মসমর্পণকারী সরকারী সৈন্যরা প্রদেশটির ৭টি পৃথক অঞ্চল থেকে এসে তালেবানদের সাথে মিলিত হয়েছে।

এমনিভাবে রোজগান প্রদেশের দেরাদুন জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তালেবানে যোগদিয়েছে কাবুল প্রশাসনের আরো ১৬ সেনা ও পুলিশ সদস্য। ইমারতে ইসলামিয়ার একজন মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মদ ইউসূফ আহমাদী তাঁর টুইট বার্তায় আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের নামের একটি তালিকাও প্রকাশ করেছেন।

এটি লক্ষণীয় যে, সম্প্রতি তালেবানের কাছে আত্মসমর্পণকারী সরকারি সৈন্য এবং পুলিশ সদস্যের সংখ্যা বেড়েই চলছে। প্রতিদিন কয়েক ডজন সরকারী সৈনিক এবং পুলিশ সদস্য তালেবানের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন।

খোরাসান | সামরিক প্রশিক্ষণের হৃদয় প্রশান্তিকর ভিডিও প্রকাশ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অফিসিয়াল 'আল-হিজরাহ' জিহাদি স্টুডিও 'বিজয়ী বাহিনী-1' শিরোনামে দীর্ঘ ৪১ মিনিটের নতুন একটি হৃদয় প্রশান্তিকর ভিডিও প্রকাশ করেছে।

প্রকাশনাটিতে আপনারা দেখতে পাবেন, তালেবানদের আল-ফাতাহ সামরিক ক্যাম্পের জানবায তালেবান মুজাহিদদের যুদ্ধ দক্ষতা, প্লাস সিস্টেম, শারীরিক অনুশীলন, যুদ্ধের ময়দানের বিভিন্ন

কৌশল, গুলির লড়াই এবং বিভিন্ন আশ্চর্যজনক সামরিক প্রশিক্ষণের দৃশ্য। যার মধ্যে রয়েছে লেজার লড়াই, দিনব্যাপী আক্রমণাত্মক এবং ক্লিয়ারিং অপারেশন, নাইট রেইড, বন-জঙ্গলের যুদ্ধ এবং শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি।

ভিডিওতে যুক্ত করা হয়েছে বিখ্যাত জিহাদি কবিদের নতুন এবং উৎসাহপূর্ণ জিহাদী নাশিদ।

ভিডিওটি আরবী ও ইংরেজি উভয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

আল-হিজরাহ জিহাদি স্টুডিও এর একজন দায়িত্বশীল জানিয়েছেন যে, 'ইনশাআল্লাহ, কিছু দিনের মধ্যে বিজয়ী বাহিনী-3 পূর্ণ (তিনটি পর্ব একসাথে) প্রকাশিত হবে। এছাড়াও তিনি মুজাহিদদের প্রকাশনাগুলো ভক্তদেরকে ছড়িয়ে দেওয়ারও অনুরোধ করেছেন।

https://ibb.co/GVhjqn7

ভিডিওটির বিভিন্ন কোয়ালিটির ডাউনলোড লিংক:

আল-ইমারা ভিডিও সাইটের পোস্ট লিঙ্ক:

http://www.alemarahvideo.org/?p=6748

আরবি ভাষায় উচ্চ গুণসম্পন্ন ভিডিও লিংক:

http://www.alemarahvideo.org/wp-content/uploads/Video/Alhijrah-Studio/FATIH-ZWAK-1/arabic/Fatih-zwak-1-arabic-HQM.mp4

মিডিয়াম গুণসম্পন্ন HD ভিডিও লিংক:

http://www.alemarahvideo.org/wp-content/uploads/Video/Alhijrah-Studio/FATIH-ZWAK-1/arabic/Fatih-zwak-1-arabic-MQ.mp4

মোবাইল কোয়ালিটি:

http://www.alemarahvideo.org/wp-content/uploads/Video/Alhijrah-Studio/FATIH-ZWAK-1/arabic/Fatih-zwak-1-arabic-MOB.mp4

পশতু ভাষায় **উচ্চ গুণসম্পন্ন ভিডিও লিংক:**

http://www.alemarahvideo.org/wp-content/uploads/Video/Alhijrah-Studio/FATIH-ZWAK-1/pashto/FATIH-ZWAK1-Pashto-HQM.mp4

মিডিয়াম গুণসম্পন্ন HD ভিডিও লিংক:

http://www.alemarahvideo.org/wp-content/uploads/Video/Alhijrah-Studio/FATIH-ZWAK-1/pashto/FATIH-ZWAK1-Pashto-MQ.mp4

ফটো রিপোর্ট | মুজাহিদদের জন্য খাবার প্রস্তুতে নিয়োজিত একটি গ্রুপ

আল-কায়েদা সমর্থিত কুর্দি মুজাহিদ গ্রুপ 'আনসার আল-ইসলাম' এর জানবায মুজাহিদীন সিরিয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে জিহাদ ও রিবাতের দায়িত্ব খুবই দক্ষতার সাথে পালন করছেন। আর এসকল মুজাহিদদের জন্য খাবার প্রস্তুত করছেন আরেকটি পরিষেবা গ্রুপ।

সম্প্রতি মুজাহিদদের জন্য খাবার প্রস্তুতকারক পরিষেবায় নিয়োজিত একটি গ্রুপের কার্যক্রমের কিছু ছবি প্রকাশ করেছে 'আল-আনসার' মিডিয়া।

https://alfirdaws.org/2020/10/20/43438/

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ৪৫ নাপাক সৈন্য নিহত ও আহত

বেলুচিস্তানে পাক মুরতাদ বাহিনীর কনভয়ে বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদিন। এতে এফসি কর্মীসহ মোট ৩০ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে ১৫ এরও অধিক নাপাক সৈন্য।

পাকিস্তানের জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে, গত ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের বেলুচিস্তান সীমান্তের ওর্মার হাইওয়েতে মুজাহিদদের সাথে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে নাপাক বাহিনীর ১৪ জন নিরাপত্তা কর্মী। যাদের মরদেহ করাচিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৭ জন এফসি কর্মী ও ৭ জন সীমান্তরক্ষী রয়েছে। প্রাথমিক প্রক্রিয়া শেষে তাদের লাশ উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলেও জানিয়েছে দেশটির সামরিক বাহিনী।

এদিকে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের সমর্থক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে যে, টিটিপির জানবাজ মুজাহিদদের এই হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর অন্ততপক্ষে ৩০ সৈন্য নিহত এবং ১৫ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর বেশ কয়েকটি সামরিকযান, প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গুলাবারুদ।

আইএসপিআর জানিয়েছে যে, সামরিক বাহিনীর (ওজিডিসিএল) কনভয়টি বেলুচিস্তান থেকে করাচীর দিকে যাচ্ছিলো। আর তখনই এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তারা আরো জানিয়েছে যে, সম্প্রতি টিটিপি পাকিস্তানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এসব অভিযান চালাচ্ছে।

https://ibb.co/km6Xjxy

https://ibb.co/WxKpQgt

https://ibb.co/qN2tW4P

কিশোর গ্যাংয়ের নিয়ন্ত্রণে ছাত্রলীগের নেতা

শফিকুল হাসান ওরফে সানী (২১) ও শাকিল হোসেন ওরফে ড্যান্সার শাকিল (২৫)- আপন দুই ভাই। বড়ভাই ড্যান্সার শাকিল মাদক ব্যবসার অন্যতম হোতা। আর ছোটভাই শফিকুল হাসান ওরফে সানী স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা। তবে এই রাজনৈতিক মোড়কের আড়ালে তারা গড়ে তুলেছেন ভিন্ন দুনিয়া। সানী নেতৃত্ব দেন একটি কিলার গ্রুপের। এ ছাড়া সানী একটি কিশোরগ্যাংয়েরও রিং লিডার। এই দুই ভাইয়ের নামে রাজধানীর দুটি থানায় হত্যা, হত্যাচেষ্টা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৬টি মামলার সন্ধান মিলেছে। অথচ তারা এখনো রয়েছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, রাজধানীর উত্তরা ও আব্দুল্লাহপুর এলাকায় হত্যাকা-, মাদক ব্যবসা ও চাঁবাবাজির মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করেন এই দুই ভাই। এ জন্য সানী গড়ে তুলেছেন শতাধিক সদস্যের কিশোরগ্যাং।

তবে সর্বশেষ গত ২৭ আগস্ট রাতে উত্তরখান এলাকায় কলেজছাত্র মো. সোহাগকে হত্যা করে সানীর কিলার গ্রুপ। এ ঘটনায় তোলপাড় শুরু হলে ছাত্রলীগ নেতা সানী ও ড্যান্সার শাকিল গাঢাকা দিয়েছেন। রাজধানীর দক্ষিণখানের গোয়ালটেকের চিশতিয়া মার্কেটের পাশেই এই দুই ভাইয়ের নিজস্ব বাড়ি। সেখানেই থাকেন তারা। বাড়িটির জায়গা নানার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তবে বাড়িটি বানিয়েছেন দুই ভাই।

শফিকুল হাসান ওরফে সানী উত্তরা পূর্ব থানা ছাত্রলীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক। স্থানীয়রা বলছেন, সানী সব সময় দামি মোটরসাইকেল অথবা গাড়ি নিয়ে চলতেন। তার সঙ্গে থাকত কিশোরগ্যাংয়ের সদস্যদের মোটরসাইকেলবহর। তার কিশোরগ্যাং গ্রুপের নাম 'সানী গ্রুপ'। কেউ কেউ এটিকে 'রগকাটা গ্রুপ' হিসেবেও চেনে। সব সময় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চলেন সানী। উত্তরা ও আব্দুল্লাহপুরের বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজি করেন। তবে ভয়ে ভুক্তভোগীদের কেউ মুখ খুলতে সাহস পান না। তার কথার অবাধ্য হওয়ায় অন্তত তিনটি খুনের ঘটনা ঘটিয়েছেন। উত্তরার এক ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করে তাকে চাঁদা দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

বড়ভাইয়ের মাদক ব্যবসারও সহযোগী ছোটভাই সানী। সানীর নামে ২০১৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রাজধানীর দক্ষিণখান থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়। চলতি বছরের ৩ আগস্ট উত্তরা পূর্ব থানায় একটি হত্যা মামলা হয় তার নামে। সর্বশেষ গত ২৮ আগস্ট কলেজছাত্র সোহাগ হত্যাকা-ের ঘটনায় সানীর নামে মামলা হয় উত্তরা পূর্ব থানায়। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও খুনোখুনির ঘটনায় মামলা হলেও কখনো গ্রেপ্তার হননি সানী। এ জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অসাধু কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে চলছেন এই ছাত্রলীগ নেতা। নিয়মিত পুলিশকে দেন মাসহারা। উত্তরা পূর্ব থানার এক কর্মকর্তার সঙ্গে সানীর গভীর সখ্য রয়েছে।

সরেজমিন দেখা যায়, সানীর বড়ভাই ড্যাঙ্গার শাকিল উত্তরার বিভিন্ন এলাকায় শক্তিশালী মাদক সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন। আব্দুল্লাহপুর কোর্টবাড়ী ও উত্তরা পাবলিক কলেজের পাশের রেললাইন এলাকায় তার সিন্ডিকেটের শক্তিশালী মাদকের হাট। মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় খুনোখুনিতেও জড়িয়েছেন ড্যাঙ্গার শাকিল। ২০১৬ সালের ১ জুলাই দক্ষিণখান থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে শাকিলের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ২০১৭ সালের ১৭ সেপ্টম্বর উত্তরা পূর্ব থানায় তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। ২০১৮ সালের ১৪ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আরেকটি মামলা দায়ের হয়। মাদক মামলায় গ্রেপ্তার হলেও কিছুদিন পরই আবার জামিনে বেরিয়ে আসেন ড্যাঙ্গার শাকিল। জামিনে বেরিয়ে ফের পুরনো মাদক ব্যবসা শুরু করেন। ড্যাঙ্গার শাকিলও ছাত্রলীগের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তবে সংগঠনে তার কোনো পদ নেই। কারও কারও কাছে তিনিও ছাত্রলীগ নেতা হিসেবে পরিচিত।

সানী ও ড্যাঙ্গার শাকিল দুই ভাই পলাতক থাকায় তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনও বন্ধ পাওয়া গেছে। আমাদের সময়

আ.লীগ নেতার বাড়িতেই কিশোরকে নির্যাতন

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় আওয়ামী লীগের নেতার বাড়িতে কিশোরকে রাতভর আটকে মারধরের ঘটনায় আজ রোববার মামলা হয়েছে। এতে চারজনকে আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান আসামিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে মুক্তিপণের টাকা উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন পান্টি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আনছার মিস্ত্রির ছেলে শুকুর আলী ও একই ওয়ার্ডের মোসলেম মোল্লার ছেলে তাইজাল মোল্লা। অন্য দুই আসামি হলেন ডাবলু মোল্লার ছেলে মো. রানা ও মো. আনোয়ারের ছেলে মো. রয়েল। তাঁরা সবাই রাজাপুর গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় বাসিন্দা, পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার বুরুরিয়া গ্রামের সমসেন আলীর ছেলে কামরুজ্জামান (১৪) বোনের বাড়ি যাচ্ছিল। রাত সাড়ে ৯টার দিকে সে রাজাপুর গ্রামের মসজিদের সামনে পৌঁছায়। সেখান থেকে তাকে শুকুর, রানা, তাইজাল ও রয়েল মোটরসাইকেলে করে ধরে নিয়ে যান। কামরুজ্জামানকে শুকুরদের বাড়িতে আটকে রাখা হয়। সেখানে কামরুজ্জামানকে রড ও গাছের ডাল দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়। এরপর মুক্তিপণ

দাবি করে ফজরের নামাজের সময় তার পরিবারকে ফোন দেওয়া হয়। তার চাচা মো. বাদশা ও মো. সোহেল দ্রুত সেখানে যান।

কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে তাকে ছাড়িয়ে নিতে শুকুর ৫০ হাজার দাবি করেন। না দিলে কামরুজ্জামানকে মেরে ফেলা বা মাদক দিয়ে ফাঁসিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়। বাধ্য হয়ে ১০ হাজার টাকা দিয়ে বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে কামরুজ্জামানকে নিয়ে যান তাঁরা চাচারা। ভয়ে তাঁরা বিষয়টি পুলিশকেও জানাননি।

সোহেল বলেন, 'প্রথমে ভয়ে ঘটনাটি পুলিশকে জানাইনি। এখন বিচারের আশায় মামলা করেছি।'
প্রথম আলো

ফটো রিপোর্ট | সাড়ে ৫ হাজার দরিদ্র পরিবারের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার (আমিরুল মু'মিনিন) নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে রীতিমত দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে আসছেন তালেবান মুজাহিদিন।

এর ধারাবাহিতায় এবার বলখ প্রদেশের ৮টি জেলার প্রায় ৪৫০০টি দরিদ্র পরিবার এবং কুন্দুজ প্রদেশের খান-আবাদ জেলার ১০০০টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন তালেবান মুজাহিদিন।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান, প্রত্যেক পরিবারকে ১ বস্তা গম এবং ৫ লিটার তেল সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2020/10/20/43418/

ফটো রিপোর্ট | তালেবানদের দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ কাজের দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার তাদের নিয়ন্ত্রিত জুরমাত ও কোহিস্তান জেলার দীর্ঘ ২৪ কিলোমিটারের ২টি সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। গত ১৭ অক্টোবর শনিবার তালেবান সড়ক নির্মাণের এই ঘোষণা দিয়েছে।

https://alfirdaws.org/2020/10/20/43417/

১৯শে অক্টোবর, ২০২০

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৪৮ সৈন্য হতাহত, বন্দী ২৩, বিজয় ১টি ঘাঁটি ও ৯টি চেকপোস্ট

ইমারতে ইসলামিয়ার জানবাজ তালেবান মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় কাবুল বাহিনীর অন্তত্পক্ষে ২৮ সৈন্য নিহত এবং ২০ সৈন্য আহত হয়েছে, বন্দী হয়েছে আরো ২৩ সৈন্য। শত্রু মুক্ত করা হয়েছে ১টি ঘাঁটি ও ৯টি চেকপোস্ট। গনিমত লাভ করেছেন ১৫ শতাধিক (১৫০০) বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র।

স্থানীয় এক সুরক্ষা সূত্রের বরাত দিয়ে 'টোল নিউজ' জানিয়েছে যে, গত শনিবার আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ বদখশনের প্রাদেশিক রাজধানী ফয়েজাবাদের একটি পুলিশ চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় কাবুল বাহিনী ও তালেবানদের মাঝে এক ভয়াবহ সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

এদিকে তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গণমাধ্যমের একটি পাঠ্য বার্তায় তিনি বলেছেন যে, ফৌজাবাদের দেহ বালা এলাকায় কাবুল সরকারী বাহিনীর ১টি ঘাঁটি এবং ৩টি চেকপয়েন্ট দখল করেছেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় কাবুল বাহিনীর ২৮ সৈন্য নিহত এবং ২০ সৈন্য গুরতর আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে আরো ২৩ সৈন্য।

এদিকে গত ১৮ অক্টোবর রবিবার, উরুজগান প্রদেশের দেরাদুন জেলায় বিস্তৃত হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম ক্বারী ইউসূফ আহমাদ হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, ঐদিন বিকেলে মুজাহিদগণ বিস্তৃত হামলা চালিয়ে জেলাটির ৬টি ফাঁড়ি পুরোপুরি শত্রু মুক্ত

করেছেন। এসময় মুজাহিদগণ শুক্রুদের ফাঁড়িগুলো থেকে ১৫ শতাধিক (১৫০০) বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

---

৯ মাসে কমপক্ষে ৭৩টি মসজিদ ও মাদ্রাসা বন্ধ করেছে ক্রুসেডার ফ্রান্স

ইসলাম বিরোধী যুদ্ধের অংশ হিসেবে ক্রুসেডার ফ্রান্স সরকার গত ৯ মাসে দেশটির কমপক্ষে ৭৩টি মসজিদ ও মাদ্রাসা বন্ধ করেছে।

গত মঙ্গলবার (১৩/১০/২০২০ ঈসায়ী) এক প্রেস ব্রিফিয়ে ক্রুসেডার ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী জেরাল্ড ডারমানান দাবি করেন, জানুয়ারি ২০২০ থেকে গত ৯ মাসে ফ্রান্স প্রশাসন মৌলিক ইসলাম চর্চার অভিযোগে ফ্রান্স জুড়ে কমপক্ষে ৭৩ টি মসজিদ-মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে।

ইসলাম বিরোধী চলমান যুদ্ধের অংশ হিসেবে, ফ্রান্স থেকে শতাধিক বিদেশীকে বহিষ্কারের বিষয়টিও তিনি উত্থাপন করেন।

জেরাল্ড বলেন," আমাদের ২৩১ বিদেশীকে ফ্রান্স থেকে তাড়াতে হবে যারা এখানে অবৈধভাবে আছে, আর এরা মৌলবাদে বিশ্বাসী; যাদের ১৮০ জনকে ইতিমধ্যে আমরা কারাগারে বন্দী করেছি।"

খোরাসান | দীর্ঘ ২৪ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করেছে তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার তাদের নিয়ন্ত্রিত জুরমাত ও কোহিস্তান জেলার দীর্ঘ ২৪ কিলোমিটারের ২টি সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। গত ১৭ অক্টোবর শনিবার তালেবান সড়ক নির্মাণের এই ঘোষণা দিয়েছে।

স্থানীয় জনসাধারণ ও তালেবানরা বলছেন, কোহিস্তান জেলার আলাফ দারা এলাকা হয়ে একটি সড়ক গিয়ে মিলিত হবে সারপুল প্রদেশের রাজধানী লগমন শহরে। সড়কটি মোট ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে, এছাড়াও আশপাশের রাস্তাগুলোতেও পুনর্নির্মাণের কাজ করছে তালেবান, যাতে সড়ক পথে জনসাধারণের চলাচল আরো সহজ হয়ে যায়।

তালেবানদের অফিসিয়াল 'আল-ইমারাহ' ওয়েবসাইটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "গত ১৮ অক্টোবর রবিবার ইসলামিক ইমারাতের পৌর প্রশাসনের কর্মকর্তারা এবং রাস্তা নির্মাণকারী দলের ইঞ্জিনিয়ার এবং বিশেষজ্ঞরা সড়কটি পরিদর্শন করেছেন।"

এছাড়াও পাকতিয়া প্রদেশের জুরমাত জেলারও একটি দীর্ঘ ১২ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

উল্লেখ্য যে, তালিবানরা সম্প্রতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্কুল, মসজিদ ও রাস্তা ছাড়াও জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা ও জনস্বার্থে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এসকল প্রকল্পের ফলে হাজার হাজার বেকার তরুণরা তাদের কর্মস্থল পাবে, এসব প্রকল্পের অধীনে তরুণদের চাকরির ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানিয়েছে তালেবান।

শাম | নুসাইরী ও রাশিয়ান বাহিনীর অবস্থানে 'আনসার-1' নামক কামান হামলা

সিরিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরী ও কুফ্ফার রাশিয়ান বাহিনীর অবস্থানে ভারী কামান হামলার ঘটনা ঘটেছে।
শামী জিহাদী দল আনসারুত তাওহীদের 'আর্টিলারি ব্যাটালিয়ন'এর জানবায মুজাহিদিন কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনী ও কুফ্ফার রাশিয়ান বাহিনীর অবস্থানে 'আনসার-1' নামক ভারী কামান দ্বারা হামলা চালিয়েছেন। ১৮ অক্টোবর রবিবার আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিন বিদ্রোহী গ্রুপ তাহরিরুশ শামের বাধা উপেক্ষা করেই এসব ভারী অস্ত্র দ্বারা কুফ্ফার বাহিনীর অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন।

আনসারুত তাওহীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, মুজাহিদদের এই সফল হামলায় বেশ কিছু কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

ফটো রিপোর্ট | ইয়ামানে মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলার দৃশ্য

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ সম্প্রতি ইয়ামানে ইরানের মদদপুষ্ট মুরতাদ হুথী বিদ্রোহীদের অবস্থানে হামলার তীব্রতা বৃদ্ধি করেছেন। এরমধ্যে মুজাহিদগণ বায়দা

রাজ্যে সর্বাধিক অভিযান পরিচালনা করছেন, যার কিছু চিত্র তারা 'আল-মালাহিম' মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

https://alfirdaws.org/2020/10/19/43392/

জার্মান | মহিলার সাথে হাত মিলাতে অস্বীকৃতি জানানোয় নাগরিকত্ব হারালেন একজন মুসলিম

গত শুক্রবার জার্মানের একটি কুফরি আদালত কাফের মহিলার সাথে হাত মিলাতে অস্বীকৃতি জানানোয় একজন মুসলিম ব্যক্তিকে জার্মান নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে।-সূত্র: ডাচ ওয়ালে

দীর্ঘ ১৮ বছর পূর্বে ২০০২ সালে জার্মানিতে পাড়ি জমানো লেবানিজ ডাক্তার দাবি করেন, তিনি একমাত্র ধর্মীয় কারণে ঐ নারীর সাথে হাত মেলাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

তিনি জার্মান নাগরিত্ব প্রাপ্তি টেস্টে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হন, কিন্তু নারীর সাথে হাত মেলানোর অপারগতাই তার জার্মান নাগরিকত্ব পেতে কাল হয়ে দাঁড়ায়।

জার্মানির আদালত এই মর্মে রুল জারি করেছে যে, কেউ যদি নিজস্ব মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতির মৌলিক কারণে নারীর সাথে হাত মেলাতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাকে জার্মানিতে বসবাসের অনুমতি হারাতে হতে পারে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৬ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে ৩টি পৃথক অপারেশন চালিয়েছে আন্তর্জাতিক মুজাহিদ সংগঠন আল-কায়েদা। এতে কমপক্ষে ৭ সৈন্য নিহত এবং ৯ সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, ১৮ অক্টোবর রবিবার সোমালিয়ার শাবেলী সোফলা রাজ্যের আইল-বুরুফ শহরে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। সোমালীয় মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর মুজাহিদদের পরিচালিত ঐ হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য আহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান।

একইদিনে জিযু রাজ্যের বার্দেরী শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর ২ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

এর আগে অর্থাৎ গত ১৭ অক্টোবর শনিবার, হাইরান রাজ্যের বুলুবার্দি শহরে দখলদার ও ক্রুসেডার জিবুতিয়ান বাহিনীর উপর হামলা চালান মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

ইয়ামান | মুরতাদ হুথী বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, নিহত এক সৈন্য

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ এর মুজাহিদিন ইয়ামানে মুরতাদ হুথী সন্ত্রাসী বাহিনীর উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছে। এতে একজন সন্ত্রাসী সেনা নিহত হবার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

গত ২৯ সফল শুক্রবার ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের তৈয়্যাব এলাকায় একাধিক মর্টার ও বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এর মধ্যে মুজাহিদদের একটি বোমা হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি মোটরবাইক ধ্বংস এবং এক আরোহী হুথী সৈন্য নিহত হয়েছে। বাকি বোমা ও মর্টার হামলাতেও হতাহত ক্ষয়ক্ষতির প্রবল ধারণা করা হচ্ছে।

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা

যশোরের অভয়নগরে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আল-মামুন (৩৫) নামে এক যুবককে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার শুভরাড়া ইউনিয়নের শুভরাড়া গ্রামে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত আল-মামুন শুভরাড়া গ্রামের মিঠু আকুঞ্জির ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, শনিবার সন্ধ্যায় শুভরাড়া গ্রামের আনিস ফকিরের বাড়ির সামনে একই গ্রামের সিদ্দিকের ছেলে রুবেল ও সামাদ ফকিরের ছেলে রিপন ফকির বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে আল-মামুনের পরপর দুটি গুলি করে পালিয়ে যায়। গুরুতর আল-মামুনকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ৬টার সময় সে মারা যায়।

শুভরাড়া ইউনিয়নের এক জনপ্রতিনিধি নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, হত্যাকারী রুবেল ও রিপন নিষিদ্ধ চরমপন্থী দলের নেতা বনি মোল্যার সহচর। এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। কালের কণ্ঠ

দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় অন্যতম ঢাকা

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম রাজধানী ঢাকা রোববার সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে (একিউআই) সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে উঠে এসেছে।

সকাল ১০টা ২৪ মিনিটে জনবহুল এ শহরের স্কোর ছিল ১৮৮। যা বাতাসের মানকে ‘অস্বাস্থ্যকর’ বলে নির্দেশ করে।

একিউআই মান ১৫১ থেকে ২০০ এর মধ্যে থাকা মানে প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। আর গুরুতর অসুস্থ বা বয়স্কদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়তে পারে মারাত্মক।

পাকিস্তানের লাহোর ও ভারতের দিল্লি যথাক্রমে ১৭৮ ও ১৭৬ স্কোর নিয়ে তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করেছে।

প্রতিদিনের বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা একিউআই সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটুকু নির্মল বা দূষিত সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় এবং তাদের জন্য কোন ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হতে পারে তা জানায়।

নয়া দিগন্ত

সীমান্ত সন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে ওমিদুল ইসলাম (২৭) নামের একজন নিহত হয়েছেন। রোববার ভোর সোয়া চারটার দিকে সীমান্তের ৮৯ নম্বর পিলারের কাছে ভারতীয় অংশে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ওমিদুল কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের ঠাকুরপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

শহিদুল ইসলামের বরাত দিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জানায়, ওমিদুল সম্প্রতি গরু ব্যবসায় যোগ দেন। ভারত থেকে গরু আনার জন্য শনিবার রাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে তিনি আর ঘর ফেরেননি। রোববার সকালে তিনি বিজিবির মাধ্যমে ছেলের মৃত্যুর খবর পান।

চুয়াডাঙ্গা বিজিবি-৬ ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে. কর্নেল খালেকুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বিএসএফ ওমিদুলের লাশ ঘটনাস্থল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে। প্রথম আলো

একমাসেও হত্যার রহস্য বের করতে পারেনি পুলিশ

হত্যাকাণ্ডের এক মাস পেরিয়ে গেছে। এখনো রাজধানীর সবুজবাগে গৃহবধূ জান্নাতুল ফেরদৌসী হত্যার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি পুলিশ। স্বজনদের অভিযোগ, জান্নাতুলের স্বামী ও ভাশুরের স্ত্রী ভাড়াটে খুনি দিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। কিন্তু পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করছে না।

তবে পুলিশ বলেছে, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা রক্তমাখা ছুরিসহ বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক মনির হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মনির চুরি করতে গিয়ে খুন করার কথা স্বীকার করলেও ওই বাসা থেকে চুরি হয়নি কিছুই। খুনের ঘটনায় জান্নাতুলের স্বামী ও তাঁর ভাবির সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হবে।

সবুজবাগের দক্ষিণগাঁওয়ের ভাড়া বাসায় গত ১৪ সেপ্টেম্বর জান্নাতুলের গলা কাটা লাশ উদ্ধার করা হয়। ওই ভবনের ছাদ থেকে ওই দিনই রক্তমাখা ছুরিসহ মনির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পারিবারিক সূত্র জানায়, জান্নাতুল একটি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ থেকে ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জন (বিডিএস) কোর্স সম্পন্ন করেছিলেন। সাত বছর আগে জান্নাতুল একটি রেস্তোরাঁর কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমানকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির জারীফ নামের দুই বছরের একটি ছেলে আছে। তাঁরা দুই মাস আগে দক্ষিণগাঁওয়ের বাসায় ওঠেন। ওই ভবনটি মোস্তাফিজুরের স্বজনদের। জান্নাতুলের বাবা রুস্তম আলী অভিযোগ করেন, জান্নাতুলকে তার জা দেখতে পারতেন না। জান্নাতুলের স্বামীও তাঁর ভাবির কথায় চলতেন। এ নিয়ে জান্নাতুল ও মোস্তাফিজুরের মধ্যে কথাকাটাকাটিও হয়েছে। রুস্তম আলী দাবি করেন, মনিরকে গ্রেপ্তার করে সবুজবাগে থানায়

নেওয়ার পর তিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বলেছিলেন, জান্নাতুলকে খুন করতে তাঁর জা তাঁকে ৫০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। এরপরও পুলিশ জান্নাতুলের ভাশুরের স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করছে না।

রুস্তম আলীর দাবি, ঘটনার পরদিন জান্নাতুলের লাশ দাফনের জন্য চাঁদপুরে তাঁদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছানোর পরই সবুজবাগ থানা-পুলিশ তাঁকে ঢাকায় ফিরতে বাধ্য করে। এরপর পুলিশের করা মামলায় তাঁর স্বাক্ষর নেওয়া হয়। মামলার তথ্যও পুলিশ তাঁকে পড়েও শোনাননি। পুলিশ তাঁকে কিছু বলার সুযোগও দেয়নি। এরপর জান্নাতুলের দাফন শেষে ঢাকায় ফিরে তিনি জানতে পারেন, পুলিশ তাদের মনগড়া মামলা সাজিয়েছে। এতে পুলিশ উল্লেখ করেছে, মনির হোসেন চুরি করতে গিয়ে জান্নাতুলকে খুন করেছেন। তবে পুলিশ চুরির কথা বললেও বাসা থেকে কিছু খোয়া যায়নি। মোস্তাফিজুর ও তাঁর ভাবিকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ বেরিয়ে আসবে বলে মনে করেন রুস্তম আলী। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জান্নাতুলের স্বামী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তিনি ও তাঁর ভাবি কোনোভাবেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নন। বিয়ের আগে তাঁর সঙ্গে জান্নাতুলের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তিনি আরও বলেন, মনির প্রথমে হত্যাকাণ্ডে তাঁর ভাবির জড়িত থাকার স্বীকার করলেও পরক্ষণেই পুলিশ কর্মকর্তাদের সামনেই তা অস্বীকার করেন। প্রথম আলো

পানির দাবিতে সড়কে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ

পানির দাবিতে রাজধানীর মিরপুরের শেওড়াপাড়ায় প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন পূর্ব শেওড়াপাড়ার বিক্ষুব্ধ অধিবাসীরা।

গতকাল রোববার সকাল ৯টার দিকে পূর্ব শেওড়াপাড়ার অধিবাসীরা সড়ক অবরোধ করেন।

বিক্ষোভকারীরা মিরপুর থেকে ফার্মগেটের দিকে যাওয়ার সড়কে অবস্থান নেন। ফলে শেওড়াপাড়া থেকে মিরপুর ১০ পর্যন্ত সড়কে যানজট তৈরি হয়। যানজটে ভোগান্তিতে পড়েন অফিসগামী নগরবাসী।

ঘণ্টাখানেক সড়কে অবস্থান করেন বিক্ষোভকারীরা। পরে তাঁরা সড়কের দুই পাশে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

বিক্ষোভে নারী-পুরুষসহ শতাধিক মানুষ অংশ নেন। বিক্ষোভকারীরা কলসসহ পানি রাখার নানা পাত্র নিয়ে বিক্ষোভে যোগ দেন।

বিক্ষোভকারীদের ব্যানারে লেখা ‘পানি নাই, পানি চাই’। তাঁরা মাইকে তাঁদের দাবির কথা জানান।

বিক্ষোভকারীদের ভাষ্য, তাঁরা পূর্ব শেওড়াপাড়ায় থাকেন। অনেক দিন ধরে তাঁরা পানির সমস্যায় আছেন। তাঁরা পানি পান না। এ বিষয়ে তাঁরা একাধিকবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। কিন্তু পানি সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া আহমেদ জিয়া নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে পানির কষ্টে আছি। সমাধান না পেয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি। পানির সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।’

মিরপুরের শ্যাওড়াপাড়ার যে অঞ্চলে পানির দাবিতে বিক্ষোভ চলছে সেটি ঢাকা ওয়াসার মডস–১০ জোনের মধ্যে পড়েছে। এ অঞ্চলের প্রকৌশলী আশরাফুল হাবীবের মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আমি একটু পরে কথা বলছি। প্রথম আলো

১৮ই অক্টোবর, ২০২০

ফ্রান্সে ফের নবীজিকে নিয়ে কটূক্তি, মুসলিম যুবকের হামলায় নিহত শাতিমে রাসূল

ফ্রান্সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করার অপরাধে এক শাতিমে রাসূল (রাসূলকে নিয়ে কটূক্তিকারী) কলেজ শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে রাজধানী প্যারিসের নিকটবর্তী একটি সড়কে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। বরকতময় এ হামলা চালান ১৮ বছরের এক চেচেন মুসলিম যুবক। পরে পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে শাহাদাতবরণ (ইনশাআল্লাহ) করেন তিনি।

বার্তাসংস্থা এএফপির বরাতে জানা যায়, নিহত ইসলামবিদ্বেষী শিক্ষক ক্লাসে ‘বাকস্বাধীনতা’ এর নামে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে প্রকাশিত ব্যঙ্গচিত্র ও কটূক্তিকে ‘বাকস্বাধীনতার

অংশ’ দাবি করে এসবের পক্ষে সাফাই গায়। কিছু মুসলিম শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা জানায়, ক্লাসে নবিজীকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের ঘটনায় আমরা স্কুলকর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ওই শিক্ষকের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আমাদের অভিযোগ নাকচ করে দেয়।

এরপর শুক্রবার বিকেলে কলেজ থেকে ফেরার পথে তাকে হত্যা করেন ১৮ বছর বয়সী একজন নবীপ্রেমী চেচেন মুসলিম যুবক। ওই সাহসী যুবক আল্লাহু আকবার তাকবির দিয়ে প্রথমে শাতিমে রাসূল শিক্ষককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। এরপর শিরোশ্ছেদ করে ব্যক্তিগত টুইটার একাউন্টে বিচ্ছিন্ন মাথার ছবি পোস্ট দেন এবং ক্যাপশনে ইসলামবিদ্বেষী ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে উদ্দেশ্য করে লিখেন:

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর এক বান্দার পক্ষ থেকে কুফফার নেতা ইমানুয়েল ম্যাঁক্রোর প্রতি-

তোমার এক জাহান্নামের কুকুরকে আমি হত্যা করেছি; যে কিনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননার দুঃসাহস দেখিয়েছিল। তোমাকে বলছি, তোমার প্রতিও এমন উচিৎ শাস্তি আসা পর্যন্ত রাসুল অবমাননাকারীদের সমর্থন দিতে থাকো।’
হামলার পরে ইসলামবিদ্বেষী ফরাসি প্রেসেডিন্ট ম্যাঁক্রো ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। সেখানেও বাকস্বাধীনতার নামে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননার পক্ষে কথা বলেছে সে। ইসলামের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের অবস্থান সুস্পষ্ট। তারা বাকস্বাধীনতার নামে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আক্রমণ করে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শাতিমে রাসূলদের জন্য এক নিরাপদ ঘাঁটিতে পরিণত করতে চাচ্ছে ফ্রান্সকে।
কিন্তু রাসূলপ্রেমী মুসলিম যুবকরা তাদেরকে নিরাপদে থাকতে দিতে পারেন না । তাই বার বার ফ্রান্সের মাটিতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে অবমাননাকারী এসব জাহান্নামের কিটকে লক্ষ্য করে হামলা করেছেন, হত্যা করে তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছেন। সেই ধারাবাহিকতাতেই রাসূলকে অবমাননাকারী ফরাসি শিক্ষককে হত্যা করেছেন চেচেন মুসলিম যুবক এবং পুলিশের হামলায় শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ্ তা’আলা আমাদের আমাদের এই চেচেন ভাইকে শহিদ হিসেবে কবুল করুন; যিনি নবির সম্মানে বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের জীবন।

একইভাবে গেল মাসে নিকৃষ্ট চিন্তাধারার ফরাসি পত্রিকা শার্লি এবদোর প্রাক্তন অফিসের সামনে আরেকটি হামলার ঘটনা ঘটেছিল। এক পাকিস্তানি মুসলিম যুবক হামলা চালিয়ে কয়েকজনকে আহত করেছিলেন।
শার্লি এবদো আবারো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশ করায়

এ হামলার ঘটনা ঘটেছিল। বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে শার্লি এবদোর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে খোদ ফরাসি সরকার। বিপরীতে নবিপ্রেমী মুসলিমরাও ধর্মীয় স্বাধীনতার বাস্তবায়নে কাফেরদের এহেন বাকস্বাধীনতার উপযুক্ত জবাব দিচ্ছেন।

২০১৫ সালে শার্লি এবদো হামলার মধ্য দিয়ে শাতিমে রাসূলের প্রায়শ্চিত্তের পথ এঁকে দেয় আল-কায়েদা ইয়েমেন শাখার মুজাহিদিন। এরপর এই পথ ধরে ফ্রান্সে একের পরে এক লাশ পড়ছে শাতিমের। বাংলাদেশেও ২০১৩ সালের পর থেকে আল-কায়েদা উপমহাদেশ শাখার মুজাহিদিন ও আল-কায়েদা সমর্থিত মুজাহিদগণের দশের অধিক হামলায় প্রায় ১০ শাতিমে রাসূল নিহত হয়েছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁক্রো এর মতো আর ফরাসী পত্রিকা শার্লি এবদোর মতোই এসব শাতিমে রাসূলের পক্ষাবলম্বন করেছে প্রথম আলো, বিবিসি বাংলার মতো ইসলামবিদ্বেষী পত্রিকাগুলো।অচিরেই হয়তো ইমানুয়েল ম্যাঁক্রো এর মতো এসব ইসলামবিদ্বেষীর প্রতি বার্তা পৌছে দেবেন কোনো রাসূলপ্রেমী মুসলিম যুবক, বিইযনিল্লাহ।

লেখক: আবু নাফি আল-হিন্দি

ফ্রান্স | রাসুল অবমাননাকারী শিক্ষককে গলা কেটে হত্যা

ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম প্যারিসের সান্ত-অনোরিন নামক স্থানে শাতিমে রাসূল এক ইতিহাসের শিক্ষককে গলাকেটে হত্যা করেছেন ১৮ বছরের এক নবীপ্রেমী যুবক।

শ্রেণিকক্ষে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন ও সেটা নিয়ে আলোচনা করার কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। গত শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) বিকেলে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

হামলার পর ঐদিন সন্ধ্যায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাঁক্রো ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। সেখানে উপস্থিত হয়ে এই নব্য-ক্রুসেড নেতা দাবী করে, "বাক-স্বাধীনতা(!) প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে প্রাণ হারালো একজন শিক্ষক। বরকতময় এই হামলাকে "ইসলামী সন্ত্রাসবাদ" আখ্যা দিয়ে ম্যাঁক্রো আরো বলেছে 'তারা জিততে পারবে না...আমরাই জিতবো এবং পদক্ষেপ নেবো।'

দেশটির এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, হামলাকারী মুসলিম যুবক বড় একটি ছুরি ও এয়ারসফট পিস্তল নিয়ে আসেন। ওই ইসলাম বিদ্বেষী শিক্ষক যে স্কুলে শিক্ষকতা করেন সেটার

সামনেই মহান আল্লাহর নামে "আল্লাহু আকবর" তাকবীর দিয়ে হামলা করেন ওই মুসলিম যুবক। পুলিশ কাছাকাছি যাওয়ার আগেই ওই শিক্ষকের গলা কাটতে সক্ষম হয়েছেন হামলাকারী যুবক। এরপর পুলিশ সেখানে পৌঁছে হামলাকারীকে আত্মসমর্পন করতে বলে। কিন্তু হামলাকারী ঐ নবীপ্রেমী মুসলিম যুবক আত্মসমর্পন করতে অস্বীকৃতি জানালে ৬০০ মিটার দূর থেকে গুলি করে তাকে ঘটনাস্থলেই শহীদ করে সন্ত্রাসী ফ্রান্সের পুলিশ বাহিনী। পুলিশের গুলিতে শহিদ হওয়া হামলাকারী মুসলিম যুবকের বয়স ছিলো ১৮ বছর। তিনি ছিলেন চেচেন জাতিগোষ্ঠীর এবং তিনি জন্ম গ্রহণ করেন রাশিয়ার মস্কোতে।

জানা যায় ১০ দিন আগে ওই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মহানবী (ﷺ)কে নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন দেখিয়েছিল। রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে বেশ কিছু সময় ধরে সে মিথ্যাচার ও কুৎসা রটনা করেছিলো। ওই ঘটনার পর ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরাও শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছিলেন। কিন্ত কথিত বাক-স্বাধীনতার অজুহাতে ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি ক্রুসেডার ফ্রান্স।

এদিকে প্রকৃত ইসলামকে বিকৃত করে "ফ্রেঞ্চ-ইসলাম" তৈরী করতে ইসলামের নানা বিধান বিকৃত করার পদক্ষেপ নিয়েছে ফ্রান্স সরকার। এছাড়া ইসলাম বিদ্বেষী নানা পদক্ষেপ এর কারণে ইতোমধ্যে মুসলিমদের আক্রোশের মুখে পড়েছে দেশটির সরকার।

উল্লেখ্য যে, মহানবী (ﷺ) কে নিয়ে এধরণের ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশের পর ২০১৫ সালে ফ্রান্সের শার্লি এবদো পত্রিকার কার্যালয়ে হামলা চালিয়েছিলো আল-কায়েদা। সম্প্রতি ঐ হামলার ঘটনায় বিচার শুরু হয়েছে। এরপর পূণরায় সেই একই ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুনগুলো প্রকাশ করে শার্লি এবদো পত্রিকা। যার ফলে তিন সপ্তাহ আগে শার্লি এবদোর সাবেক কার্যালয়ের বাইরে পত্রিকাটির সাংবাদিকদের উপর আরেকটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। ওই হামলায় ৪ সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছিলো। হামলার পঞ্চমদিন চিকিৎসারত অবস্থায় জাহান্নামে পৌঁছে যায় এক সাংবাদিক।

সোমালিয়া | আল-কায়েদার হামলায় অন্ততপক্ষে ১২ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন একটি শক্তিশালী আক্রমণ পরিচালনা করছে। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৮ সেনা নিহত ও ৫ এর অধিক সেনা আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৬ অক্টোবর শুক্রবার, মধ্য সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যে দখলদার জিবুতিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক বহর লক্ষ্য করে ২টি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর ৭ সৈন্য নিহত, ৪ সৈন্য গুরুতর আহত এবং একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে।

এমনিভাবে ঐদিন আফজাউয়ী শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে অন্য একটি হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, এতে এক সৈন্য নিহত হলে তার অস্ত্র মুজাহিদগণ গনিমত হিসাবে গ্রুহণ করেন।

এছাড়াও ঐদিন সোমালিয়ার বিভিন্ন স্থানে আরো ৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন শাবাব মুজাহিদিন। এসব অভিযানেও অনেক মুরতাদ ও ক্রুসেডার সৈন্য নিহত-আহত হয়েছে।

মোদির নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে ৫ লাখের বেশি তথ্য চুরি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট narendramodi.in থেকে পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষের তথ্য চুরি হয়েছে।

মার্কিন 'সাইবেল' সাইবার সুরক্ষা সংস্থার পক্ষ থেকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

শুক্রবার এক ব্লগ পোস্টে ওই সংস্থার পক্ষে দাবি করা হয়, চুরি যাওয়া ৫ লাখ ৭০ হাজারেরও বেশি ব্যক্তিগত তথ্য কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে, নাম, ফোন নম্বর, ইমেল আইডি প্রভৃতি।

চুরি যাওয়া তথ্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর নানা তহবিলে অনুদান দেওয়া দু'লাখের বেশি মানুষের ফোন নম্বর, ইমেল আইডির মতো নানা ব্যক্তিগত তথ্য। যার মধ্যে করোনা ত্রাণে অনুদান জমা দেওয়া ব্যক্তিদের তথ্যও। এই সব তথ্য ডার্ক ওয়েবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে ওই সংস্থার দাবি।

গত ৩ সেপ্টেম্বর হ্যাক করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্টটিও। এরপর ১০ অক্টোবর সাইবেল গোপনে জানতে পারে, প্রধানমন্ত্রীর ওয়েবসাইটের তথ্য ডার্ক ওয়েবে চলে গিয়েছে। খবর পেয়ে ফাঁস হওয়া তথ্য ও তার বিশ্লেষণ করতে শুরু করে।

ওই মার্কিন সংস্থা আরও জানিয়েছে, সাইবার অপরাধীরা সম্প্রতি ওই ওয়েবসাইটের তথ্য চুরি করে। তার সাহায্যেই তারা ওই ওয়েবসাইটের টুইটার অ্যাকাউন্টটি হ্যাক করেছিল। তবে এখনও তথ্য ফাঁসের ব্যাপারে কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

মার্কিন সংস্থার দাবি, দেশের সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণে রাখার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থা CERT-India-কে এবিষয়ে জানানো হলে তারা তাৎক্ষণিক কোনও সাড়া দেয়নি।

প্রসঙ্গত, ডার্ক ওয়েব হল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের এমন একটি উপাদান যা এক ধরনের গোপন নেটওয়ার্ক। ডার্ক ওয়েব মূলত ডিপ ওয়েবের একটি অংশ। সাধারণ সার্চ ইঞ্জিন এখানে প্রবেশ করতে পারে না।

পরিত্যক্ত আমবাগানে অটোরিকশাচালকের লাশ

ঢাকার কেরানীগঞ্জ রোহিতপুর ইউনিয়নের নতুন সোনাকান্দা গ্রামের রাস্তার পাশে একটি পরিত্যক্ত আমবাগান থেকে হাত-পা-মুখ বাঁধা এক অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে করা হয়েছে।

নিহতের নাম মো. জুয়েল (২৩)। তিনি এক সন্তানের জনক। নিহত জুয়েল পরিবার-পরিজন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লাখিরচর গ্রামে ভাড়া থাকতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার টেগাইট্যা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মো. মফিজুল ইসলাম।

গতোকাল শুক্রবার ভোরে রোহিতপুর ইউনিয়নের নতুন সোনাকান্দা গ্রামে সড়কের পাশে পরিত্যক্ত আম বাগানের পাশে মৃত অবস্থায় জুয়েলকে পড়ে থাকতে দেখে এলাকাকাসী। বড় ভাই মো. দিদার হোসেন জানান, জুয়েল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে বাসা থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হয়ে রাত ১০টা নাগাদ বাড়ি চলে আসে। কিন্তু সে বৃহস্পতিবার আর বাড়ি ফিরে আসেনি। আমরা বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে জুয়েলকে না পেয়ে রাত ১২টার সময় কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন নতুন সোনাকান্দা পুলিশ ফাঁড়িতে একটি সাধারণ ডায়েরি করি। এরপর সারা রাত আমরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করতে থাকি। পরে লোকমুখে জানতে পারি, নতুন সোনাকান্দা এলাকায় একটি পরিত্যক্ত আম বাগানে এক যুবকের লাশ পড়ে আছে। এ সংবাদ পেয়ে আমরা সেখানে গিয়ে জুয়েলের লাশ দেখি। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। আমি আমার ভগ্নিপতির হত্যার বিচার চাই। কালের কণ্ঠ

সেই রাতের বর্ণনা দিলেন প্রত্যক্ষদর্শী সুলাই লাল

সিলেটে পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনে নিহত রায়হান আহমেদকে সেই রাতে অর্থাৎ রবিবার (১১ অক্টোবর) সুস্থ অবস্থায় বন্দরবাজার ফাঁড়িতে ধরে আনা হয়েছিলো বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী সুইপার সুলাই লাল।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সুইপার সুলাই লাল বলেন, ছেলেটিকে আমার ঘর থেকে সুস্থ অবস্থায় ধরে নেওয়া হয়। ওই রাতে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ দরজায় শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখি ছেলেটি (রায়হান) দরজা ধাক্কা (ধাক্কায় জোড়াতালির ছিটকানি ছুটে যায়) দিয়ে ঘরে ঢুকেছে। আমি মনে মনে ভয় পেলাম। এতো রাতে আমার দরজা ঠেলে কে এলো? আমি জিজ্ঞাসা করলাম- কে ভাই আপনি? তখন দেখলাম ছেলেটি নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, কথাও বলতে পারছে না। এর পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে হাজির। পুলিশ বাসায় ঢুকে রায়হানকে ধরে। কিন্তু সে যেতে চাচ্ছিল না এবং আমাকে বলছিল- আমি ছিনতাইকারী না। আমিও ভয়ে কিছু বলার মতো অবস্থায় ছিলাম না।

সুলাই লাল বলেন, ছেলেটিকে আমার বাসা থেকে সুস্থ অবস্থায় আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। পরদিন শুনি ছেলেটি নাকি ছিনতাইকালে গণপিটুনিতে মারা গেছে। শুনে মনটা খুব খারাপ হলো। তবে এখানে কোনো গণপিটুনি হয় নাই, আমি নিশ্চিত। পুলিশ ভালো অবস্থায়ই তাকে ধরে নিয়েছে বলে জানান সুইপার কলোনির মৃত দিল মলি লালের ছেলে সুলাই লাল।

এদিন কাস্টঘরেও কোনো গণপিটুনির ঘটনা ঘটেনি। প্রাথমিক তদন্তেও সিসি ক্যামেরার ফুটেজে মেলেনি গণপিটুনির কোনো প্রমাণ। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কাস্টঘরের সুইপার সুলাই লালের বক্তব্য এমনই।

এছাড়া নির্যাতনের আগে রায়হান শারিরিকভাবে সুস্থ ছিলেন। অতিমাত্রায় নির্যাতনের কারণে তার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত শেষে সাংবাদিকদের এমনটিই নিশ্চিত করেছেন ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের প্রধান ডা. শামসুল ইসলাম।

ঘটনার রাতে ২টা ৯ মিনিটে রায়হানকে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে ধরে আনেন এএসআই আশিক এলাহি। এরপর তাকে নেওয়া হয় ইনচার্জ উপরিদর্শক (এসআই) আকবরের কক্ষে।

সেখানে লাঠি দিয়ে তাকে উপর্যুপরি আঘাত করা হয়। আকবরের সঙ্গে অতি উৎসাহী হয়ে রায়হানকে পেঠান কনস্টেবল হারুন ও টিটু। ফাঁড়ির প্রত্যক্ষদর্শী এক পুলিশ সদস্য এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গত শনিবার দিবাগত রাতে পুলিশ ফাঁড়িতে নির্যাতন করায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ছিনতাইকারী সন্দেহে আটক রায়হান। এ অবস্থায় তাকে ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঘটনার পর রবিবার থেকে এসআই আকবর পলাতক রয়েছেন। কালের কণ্ঠ

১৭ই অক্টোবর, ২০২০

বাংলাদেশকে পাশে পেতে ভারতের সাহায্য চায় যুক্তরাষ্ট্র

দক্ষিণ এশিয়ার দুটি বড় দেশ ভারত ও পাকিস্তান যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে জোট গড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তার ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলকে শক্তিশালী করার জন্য এখন বাংলাদেশকে পাশে পেতে চায়।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর এক ভার্চুয়াল বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জ্বালানি ও পরিবেশ বিষয়ক আন্ডারসেক্রেটারি কেইথ ক্রাচ আমেরিকান কোম্পানিগুলোর প্রতি বাংলাদেশের জ্বালানি, আইটি, ওষুধ ও কৃষিখাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। এটা ছিলো দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ক এযাবতকালে প্রথম উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা।

ওয়াশিংটনের ওপেন স্কাই নীতির আওতায় একই দিন বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি বিমান চলাচলের একটি চুক্তিও করে ওয়াশিংটন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এক বিবৃতিতে বলা হয়, এই চুক্তি আমাদের মজবুত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতাকে আরো সম্প্রসারিত করবে, দুই দেশের জনগণের পর্যায়ে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে এবং বিমান সংস্থা, পর্যটন কোম্পানি ও ক্রেতাদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট সিটিফেন বিগান ১৪ অক্টোবর থেকে ঢাকায় তিন দিনের সফর করছেন।

ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের এক বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশের সঙ্গে ডেপুটি সেক্রেটারির আলোচনায় একটি অবাধ, উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ ইন্দো-প্যাসিফিক গড়তে আমাদের অভিন্ন ভিশনকে এগিয়ে নেয়া, কোভিড মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সহযোগিতা ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো বিষয়গুলো স্থান পাবে।

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে টানাপোড়ন তৈরি হওয়ায় দুই দেশই বাংলাদেশের মন জয় করতে চাচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে একটি বিমানবন্দর টার্মিনালের উন্নয়নের জন্য ২৫০ মিলিয়ন ডলারের কাজ পেয়েছে বেইজিং। অন্যদিকে, বেইজিং বাংলাদেশ ৯৭% রফতানি পণ্যে শুল্ক রেয়াত দিয়েছে।

বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগের (বিআরআই) আওতায় বাংলাদেশের ২৭টি প্রকল্পে ২০ বিলিয়ন ডলার ঋণ দানের অঙ্গীকার করেছে বেইজিং।

তবে ওয়াশিংটনের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বেইজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে আশঙ্কা নাকচ করে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ৩০ সেপ্টেম্বরের আলোচনায় নেতৃত্বাদানকারী বাংলাদেশের কর্মকর্তা রহমান। তিনি চীনের সঙ্গে সম্পর্ককে ‘চমৎকার’ হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত হচ্ছে এবং আমরা অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করছি।

যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারি বিগান নয়াদিল্লীকে বলেছেন যে, প্রতিবেশী দেশগুলোকে নিয়ে ভারতের সঙ্গে আরো আলোচনা করবে ওয়াশিংটন। ঢাকার সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেও আলোচনা করবেন তিনি। সাউথ এশিয়ান মনিটর

পশ্চিম তীরে আরও দুই হাজারের অধিক ইহুদি বসতি

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে নতুন করে আরও দুই হাজারেরও বেশি ইহুদি বসতি করতে যাচ্ছে ইসরাইল। আন্তর্জাতিক আইনে এই ধরনের বসতি অবৈধ হলেও, বুধবার নতুন করে দুই হাজার ১৬৬টি বসতির অনুমোদন দিয়েছে দেশটি।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর প্রকাশিত বিতর্কিত পরিকল্পনায় পশ্চিম তীরের বিশাল একটি অংশ দখলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। তার অংশ হিসেবেই বুধবার এই সিদ্ধান্ত নিল দেশটি।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, ‘ইসরাইল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যকার সম্পর্ক ‘স্বাভাবিকরণে’র ফলে শক্তিশালী হয়েছে ইসরাইলের নীতি। তবে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর এই সিদ্ধান্তের ফলে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যকার শান্তি স্থাপনের পরিকল্পনা আবারো পিছিয়ে যাবে। ইসরাইলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে আরব বিশ্বেরও।’ঢাকা টাইমস

এবার শুঁটকি তৈরি শিখতেই বিদেশ যাবে ৩০ কর্মকর্তা

শুঁটকি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিখতে ৩০ জনকে বিদেশে পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি)। এ জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে এক কোটি ৭০ লাখ টাকা। ‘কক্সবাজার জেলায় শুঁটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন’ প্রকল্পের অধীনে এ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২০০ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। চলতি সময় থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পের প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছে বিএফডিসি। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। তবে করোনা মহামারির কারণে দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতায় বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ খাতের ব্যয় কমানো প্রয়োজন বলে মত দিয়েছে পরিকল্পনা কমিশন। প্রকল্পের আওতায় একটি জিপ, একটি ডাবল কেবিন পিকআপ, একটি মাইক্রোবাস ও চারটি মোটরসাইকেল কেনার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু যানবাহনের জন্য অর্থ বিভাগের জনবল কমিটি কোনো গাড়িচালকের পদ সুপারিশ করেনি। প্রকল্পের ডিপিপিতে এসব বিষয় সংশোধন করতে বলেছে পরিকল্পনা কমিশন।

বিদেশে প্রশিক্ষণ নেওয়া ছাড়াও অভ্যান্তরীণ প্রশিক্ষণ বাবদ ১ কোটি ২১ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। ৪ হাজার ৮৫৫ জন বিএফডিসির কর্মকর্তা, কর্মচারী, উপকারভোগী ও স্টেকহোল্ডারের জন্য প্রশিক্ষণ বাবদ এই টাকা ব্যয় হবে। প্রতিজনের প্রশিক্ষণ ভাতা ধরা হয়েছে ১ হাজার ৫০০ টাকা। প্রশিক্ষণ সামগ্রী (ব্যাগ, নোট প্যাড ও কলম) বাবদ ১ হাজার ২০০ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। নাস্তা ও দুপুরের খাবার বাবদ প্রতিজনের জন্য ব্যয় হবে ৫০০ টাকা। বিডি প্রতিদিন

খাবার নিয়ে মারামারি করে আহত ২১ ইসরায়েলি সেনা

ইসরায়েলের সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুপুরের খাবার নিয়ে মারামারিতে ২১ জন সেনা আহত হয়েছেন। জিভন্তি পদাতিক ডিভিশনের কেটিজিওট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। সেখানে দুইটি আলাদা কোম্পানির সেনারা প্রশিক্ষণের জন্য ঘাঁটিতে অবস্থান করছিল। মঙ্গলবার এ খবর জানিয়েছে মিডলইস্ট মনিটর।

সেনা সূত্রের বরাত দিয়ে টাইমস অব ইসরায়েল জানায়, রবিবার তারা খাবারের জন্য লাইনে দাঁড়ালে বেদুইন ৫৮৫তম গোয়েন্দা ইউনিটের সদস্যদের সঙ্গে সাকেড ব্যাটালিয়ন কোম্পানির সদস্যদের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে দু'দলের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। এ সময় মারামারিতে দুই দলের প্রায় ৩০ জন সেনাসদস্য জড়িয়ে পড়েন। এর মধ্যে ২১ জন আহত হন। পরে ট্রেনিং কমান্ডার এসে তাদের এই মারামারি থামান।

আহতদের মধ্যে আটজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে দু'জন হাসপাতালে পুনরায় মারামারিতে লিপ্ত হন। সে সংঘর্ষ দ্রুত থামিয়ে দেন একজন কমান্ডার। বিডি প্রতিদিন

একই পরিবারের ৪ জনকে জবাই করে হত্যা

সাতক্ষীরার কলারোয়ায় একই পরিবারের চারজনকে জবাই করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার হেলাতলা ইউনিয়নের খলসি গ্রাম থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহতরা হলেন- খলসি গ্রামের শাহাজান আলীর ছেলে হ্যাচারি মালিক শাহিনুর রহমান (৪০), তার স্ত্রী সাবিনা খাতুন (৩০), ছেলে সিয়াম হোসেন মাহি (৯) ও মেয়ে তাসনিম (৬)।

নিহত শাহিনুর রহমান ছোট ভাই রায়হানুল ইসলাম জানান, বাড়িতে মা ও বড় ভাইয়ের পরিবারের চারজনসহ তারা ছয়জন থাকতনে। মা কাল আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলেন। তিনি (রায়হানুল) ছিলেন পাশের ঘরে। ভোরে পাশের ঘর থেকে তিনি বাচ্চাদরে গোঙানির (আওয়াজ) শব্দ শুনতে পান। তাৎক্ষণিকভাবে এগিয়ে দেখেন ঘরের বাইরে থেকে আটকানো। দরজা খুলে দেখা যায় বীভৎস দৃশ্য। এর কিছুক্ষণ পর বাচ্চারাও মারা যায়।

জায়গা-জমি নিয়ে পাশের কিছু ব্যক্তির সঙ্গে তাদের বিরোধ ছিলো। তবে কারা এ ঘটনা ঘটালো তা বুঝতে পারছেন না বলে জানান রায়হানুল ইসলাম।

ঘরের মধ্যে শাহিনুর রহমানসহ চারজনকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে শাহিনুরের পা বাধা ছিল এবং তাদের চিলেকোঠার দরজা খোলা ছিলো। ধারণা করা হচ্ছে, ছাদের চিলেকোঠার দরজা দিয়ে হত্যাকারীরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের সময়

ব্যক্তিগত রোষেই রায়হানকে হত্যা করেন এসআই

সিলেট নগরীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে পুলিশি নির্যাতনে মারা যান আখালিয়ার যুবক রায়হান। গত ১১ অক্টোবর দিবাগত রাত তিনটায় তাকে এ ফাঁড়িতে ধরে এনে ভোর ছয়টা পর্যন্ত চালানো হয় নির্যাতন। নির্যাতনের ফাঁকে রায়হানের হাতে একটি মোবাইল ফোন দেওয়া হয়। রায়হান সেই ফোনে পরিবারের কাছে কল করে জানান, ১০ হাজার টাকা নিয়ে ফাঁড়িতে এসে যেন তাকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। এ তথ্য পেয়ে পরিবারের সদস্যরা টাকা নিয়ে ফাঁড়িতে হাজির হলেও রায়হানের সঙ্গে তাদের দেখাই করতে দেওয়া হয়নি, নেওয়া হয়নি দাবিকৃত টাকাও। পরে জানানো হয়, গণপিটুনিতে রায়হানের মৃত্যু হয়েছে। এসব কারণে প্রশ্ন জেগেছে, শুধু কি ১০ হাজার টাকা আদায় করতেই রায়হানের ওপর নির্যাতন চালান এসআই আকবরসহ পুলিশের অন্য সদস্যরা? এ প্রশ্নে একাধিক সূত্র বলছে, নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে ইউটিউবের একটি চ্যানেলের নাট্যাভিনেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন এসআই আকবর। তারা যে বাড়িতে নিষিদ্ধ আড্ডা দিতেন, নিহত যুবক রায়হানদের বাড়ি সেই বাড়িটির অদূরেই অবস্থিত। রায়হান ওই বাড়িতে চলা অপকর্ম ও অনৈতিক কার্যকলাপের বিরোধী ছিলেন। এটি খেপিয়ে তোলে এসআই আকবরকে। তাই রাতে রায়হানকে হাতের নাগালে পেয়ে তাকে আটক করে গায়ের ঝাল মেটান আকবর। তার আক্রোশী নির্যাতনের কারণেই মারা গেছেন রায়হান।

এদিকে গতকাল বেলা ২টার দিকে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) পুলিশ সুপার মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান জানিয়েছেন, নিহত রায়হানের লাশ কবর থেকে তুলে আবার ময়নাতদন্ত করা হবে। তিনি বলেন, মরদেহ কবর থেকে তোলার অনুমতি দিয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিয়েছে জেলা প্রশাসন ।

একে একে বেরিয়ে আসছে আকবরের সব অপকর্ম

বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ি সাধারণ মানুষের কাছে এক আতঙ্কের নাম। এতদিন ভয়ে কেউ টুঁ শব্দটি করেননি। এখন এ ফাঁড়িতে পুলিশি নির্যাতনে যুবক রায়হানের মৃত্যুর পর উঠে আসছে অনেক অনেক ভুক্তভোগীর অসংখ্য অভিযোগ।

জানা গেছে, অসহায় মানুষকে এ ফাঁড়িতে ধরে এনে কখনো মাদক দিয়ে ফাঁসিয়ে, কখনো নির্যাতন করে টাকা আদায় করা হতো। এ ছাড়া বন্দরবাজার, কাষ্টঘর, মহাজনপট্টি এলাকার সাধারণ ব্যবসায়ীরাও এই ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যদের হয়রানির শিকার হয়েছেন। বুধবার পিবিআই দল মামলার তদন্ত হিসেবে ফাঁড়ি পরিদর্শনে গেলে সেখানে সমবেত হয়ে ক্ষোভ জানান ভুক্তভোগীরা।

সবজি ব্যবসায়ী তমিজ আলী বলেন, সকালে সবজি নিয়ে এলাকায় এলেই সবজির ভার আটকে দিয়ে সঙ্গে গাঁজা আছে বলে দাবি করা হয়। তাদের টাকা দিয়ে তবেই ছাড় পাওয়া যায়।

সঙ্গে গাঁজা না থাকলে টাকা দেন কেন, এমন প্রশ্নে তমিজ আলী বলেন, গাঁজা তো তাদের কাছেই থাকে। আমি না বললে সেটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দেবে।

স্থানীয় ইলেকট্রিক পণ্য ব্যবসায়ী ফয়েজ বলেন, কতবার যে তাদের হয়রানির শিকার হয়েছি তার ঠিক নেই। কিন্তু কার কাছে অভিযোগ করব? এই এলাকায় তো তাদেরই রাজত্ব।

বন্দরবাজার এলাকার স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ হকার, আবাসিক হোটেল, মাদকদ্রব্য কেনা-বেচার স্পট, নিশীকন্যাদের অসামাজিক কার্যকলাপের স্পট, ছিনতাইকারী গ্রুপ, জুয়া খেলার স্পটগুলো থেকে প্রতিদিন, সপ্তাহ ও মাসিক হিসাবে লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করতেন এসআই আকবর। তার নির্দেশে নিরীহ পথচারীদের আটকে ভয়ভীতি দেখিয়ে নিয়মিত চাঁদাবাজি করতেন ফাঁড়িটির পুলিশ সদস্যরা।

নগরীর বন্দরবাজার ফাঁড়ির আওতাভুক্ত তালতলা থেকে জিন্দাবাজার পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ভাসমান হকার রাস্তা ও ফুটপাতে বসেন। এর মধ্যে প্রত্যেক স্থায়ী হকারের কাছ থেকে প্রতিদিন ৫০ টাকা এবং ভ্রাম্যমাণ হকারদের কাছ থেকে ২০ টাকা করে চাঁদা ওঠাতেন এসআই আকবর। এ হিসাবে বন্দর ফাঁড়ির নামে প্রতিমাসে প্রায় ১০ লাখ টাকা উত্তোলন করা হতো হকারদের কাছ থেকে।

অসামাজিক কাজের সুযোগ করে দিয়ে কয়েকটি হোটেল থেকে মাসোয়ারা আদায় করতেন আকবর। তার ফাঁড়ি এলাকার সুরমা মার্কেটে ২টি, জিন্দাবাজারে ২টি ও কালীঘাটে ২টি- এই

৬টি আবাসিক হোটেল থেকে মাসিক ২০ হাজার টাকা করে মোট ৬০ হাজার নিতেন এই পুলিশ কর্মকর্তা।

গুঞ্জন আছে, বন্দর এলাকাভিত্তিক মাদকদ্রব্য বিক্রির একটি বিশাল সিন্ডিকেটও পুষতেন এসআই আকবর। কাষ্টঘর ও কিন ব্রিজের নিচে মদ, ইয়াবা, ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ নানা ধরনের মাদকদ্রব্য বিক্রি করত এই সিন্ডিকেটের সদস্যরা। তাদের কাছ থেকে প্রতিমাসে কয়েক লাখ টাকা চাঁদা নিত আকবর বাহিনী।

লালদিঘিরপারের সাধারণ ব্যবসায়ীরাও রেহাই পাননি আকবরের কবল থেকে। বৈধ ব্যবসা করেও নিয়মিত চাঁদা দিতে হতো তাদের। না দিলে ব্যবসায়ীদের নানাভাবে হেনস্তা করতেন আকবর। ব্যবসায়ীরা জানান, প্রতিমাসে লালদিঘিরপারস্থ হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক ৩০ হাজার টাকা চাঁদা তুলত আকবরের মদদপুষ্ট পুলিশ সদস্যরা।

প্রতিরাতে বন্দরবাজার এলাকায় ঘুরে বেড়ায় ছিনতাইকারী কয়েকটি গ্রুপ। তারা সুযোগ বুঝেই হামলে পড়ে পথচারীদের ওপর, ছিনতাই করে সর্বস্ব লুটে নিত সাধারণ মানুষের। এই ছিনতাইকারীদের কয়েকটি গ্রুপকে শেল্টার দিতেন আকবর। বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে প্রতিমাসে পেতেন বড় অঙ্কের টাকা।

বন্দরবাজার, কিন ব্রিজের মুখ, সুরমা মার্কেট ও করিমুল্লাহ মার্কেটের সামনে এবং ধোপাদিঘির পূর্বপারের সিএনজি অটোরিকশা স্ট্যান্ড থেকে মাসোয়ারা আদায় করতেন এসআই আকবর।

সুরমা মার্কেটের কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, ভোরে এবং রাতে ঢাকা অথবা সিলেটের বহিরাঞ্চল থেকে আগত নারী-পুরুষদের রাস্তা থেকে ধরে ফাঁড়িতে নিয়ে মাদক ও অবাঞ্ছিত নারীদের দিয়ে আটক দেখানোর ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় ছিল এসআই আকবরের নিত্যদিনের কাজ।

গত ১১ অক্টোবর রাতে এই ফাঁড়িতেই পুলিশের নির্যাতনে মারা যান রায়হান। রাত তিনটায় ধরে এনে ছয়টা পর্যন্ত নির্যাতন চালানো হয় তাকে। পরিবারের কাছে কল দিয়ে দাবি করা হয় ১০ হাজার টাকা। পরিবারের পক্ষ থেকে টাকা নিয়ে ফাঁড়িতে আসার আগেই নির্যাতনে রায়হানের অবস্থা হয় মুমূর্ষু। তিন ঘণ্টা নির্যাতনের পর সকাল ছয়টায় হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। তখন হাঁটতেও পারছিলেন না রায়হান। হাসপাতালে যাওয়ার কিছুক্ষণে মধ্যে রায়হান মারা গেলে গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন বলে প্রথমে প্রচার করে পুলিশ। কিন্তু পুরো এলাকাবেষ্টিত সিসিক্যামেরার ফুটেজে কোনো গণপিটুনির ঘটনা দেখা যায়নি জানার পর বক্তব্য পাল্টায় পুলিশ। আমাদের সময়

১৬ই অক্টোবর, ২০২০

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় ক্যাপ্টেনসহ ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত অনেক

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের শাক্তাই সীমান্তে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীকে টার্গেট করে দুটি পৃথক রিমোট-কন্ট্রোল বোমা হামলা চালিয়েছে টিটিপি মুজাহিদিন। হামলায় ক্যাপ্টেনসহ ১০ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো বেশ কয়েক শত্রুসেনা।

বুধবার তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মাইন মাস্টার মুজাহিদিন এই হামলা দুটি চালিয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে উমর মিডিয়া।

হামলার তীব্রতায় মুরতাদ বাহিনী খেই হারিয়ে ফেলে। একপর্যায়ে দিশেহারা পাক বাহিনী স্থানীয় সিভিলিয়ানদের বাড়িতে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে।

সমস্ত মাদরাসা স্কুলে রূপান্তরিত করার ঘোষণা আসামের শিক্ষামন্ত্রীর

আসাম সরকার নভেম্বরে সমস্ত মাদরাসা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপির এই নেতা। তিনি বলেন, রাজ্যের সরকারী সহায়তায় পরিচালিত সকল মাদরাসা নিয়মিত স্কুলে রূপান্তরিত হবে।

মাদরাসায় কুরআন শেখানোর পেছনে সরকারের অর্থ ব্যবহার করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন আসামের শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

শর্মা বলেন, "সমস্ত সরকারী মাদরাসা নিয়মিত স্কুলে রূপান্তরিত হবে। আর এই প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকরা রাষ্ট্র পরিচালিত বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হবেন এবং মাদরাসাগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। নভেম্বর মাসে একটি প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন এই মন্ত্রী।

কাশ্মিরে ২ স্বাধীনতাকামী শহীদ, অস্ত্রসহ পুলিশের (এসপিও) নিখোঁজ

ভারতের দখল করা জম্মু-কাশ্মিরে ভারতীয় মালাউন বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ২ স্বাধীনতাকামী শহীদ হয়েছেন। গত বুধবার দক্ষিণ কাশ্মিরের সোপিয়ান জেলার চাকোরা এলাকায় দুই স্বাধীনতাকামী শহীদ হন।

জানা যায়, বুধবার জম্মু-কাশ্মির ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ও আধাসামরিক বাহিনী সিআরপিএফের যৌথবাহিনী সংশ্লিষ্ট এলাকা ঘিরে ফেলে। এ সময়ে স্বাধীনতাকামী ও যৌথবাহিনী মধ্যে গুলিবিনিময় শুরু হয়। ওই ঘটনায় দুই স্বাধীনতাকামী শহীদ হন।

এদিকে, মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে জম্মু-কাশ্মিরের চান্দুরা ক্যাম্প থেকে রহস্যজনকভাবে আলতাফ হাসান ভাট নামে এক বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা (এসপিও) নিখোঁজ হয়েছেন। একইসঙ্গে দুটি একে-৪৭ রাইফেল এবং তিনটি ম্যাগাজিনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ওই ঘটনার পর থেকে ক্যাম্পটিতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় বাহিনী নিখোঁজ এসপিও'র সন্ধান করছে। আলতাফ হাসান ভাট গত পাঁচবছর ধরে এসপিও পদে ছিলেন। তিনি কাজিপুরা, বাডগামের বাসিন্দা।

ভারতীয় বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে পুলিশের মহানির্দেশক বলেন, চলতি বছরে এ পর্যন্ত স্বাধীনতাকামীদের হামলায় জম্মু-কাশ্মির পুলিশের১৯, সিআরপিএফের ২১ এবং সেনাবাহিনীর ১৫ জন নিহত হয়েছে।

যদি ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত সংখ্যা আরো অনেক বেশি।

পার্সটুডে

খোরাসান | তালেবানে যোগদিয়েছে ১২৫২ জন সেনা ও পুলিশ সদস্য

আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ১২৫২ জন সেনা ও পুলিশ সদস্য গত সেপ্টেম্বরে ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছেন।

তালেবান কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দাওয়াতুল ইরশাদ কমিশন, হিসবাহ গ্রুপ এবং স্থানীয় মুজাহিদিনের অক্লান্ত মেহনত ও দাওয়াহ্'র

আহ্বানে সাড়া দিয়ে আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ১২৫২ জন লোক তালেবানে যোগ দিয়েছেন। যারা ইতিপূর্বে কাবুল প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে তারা এই দুর্নীতিবাজ আমেরিকার গোলাম সরকারের সামরিক বাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছিলেন।

এসময় তারা বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র, যানবাহন, রেডিও এবং বিপুল সংখ্যক গোলাবারুদ মুজাহিদীদের হাতে তুলে দিয়ে ছিলেন।

এসকল ব্যক্তিরা মুজাহিদিনের সাথে যোগ দেওয়ার সময় ইমারতে ইসলামিয়াকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তারা আর তাদের ধর্ম ও স্বদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবেনা, এবং দখলদার বিদেশী ও তাদের গোলাম বাহিনীর সাথে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোন সম্পর্ক রাখবে না। বরং তারা তাদের নিপীড়িত জনগণ এবং মুজাহিদিন ভাইদের জন্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। যাতে আল্লাহ্ তায়ালা সমগ্র আফগানকে এক পতাকা তলে একত্রিত করেন।

মালি | JNIM এর হামলায় ৩৮ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত, সামরিক ঘাঁটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস

মালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা (জিএনআইএম) মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ১৪ মালিয়ান মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ২৪ সৈন্য আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৩ অক্টোবর মঙ্গলবার মালির মুপ্তি রাজ্যের বান্দিগারা-বাঁকাস অঞ্চলে অবস্থিত মুরতাদ মালিয়ান সেনাবাহিনীর 'সৌকোড়া' সামরিক ঘাঁটিতে একটি বীরত্বপূর্ণ হামলার ঘটনা ঘটেছে।

'বামাকো নিউজ' তাদের এক প্রতিবেদনে লিখেছে, গত মঙ্গলবার আসরের পর মালিয়ান সেনাবাহিনীর 'সৌকোড়া' সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালাতে শুরু করেছিল আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন, যা ১৪ অক্টোবর রাত ১:৩০ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই যুদ্ধে আল-কায়েদা যোদ্ধারা ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালায় সামরিক ঘাঁটি অবরুদ্ধ করে।

মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এই হামলায় মালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর ১৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল আরো ২৪ এরও অধিক। বাকি সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করলে মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটিটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

১৫ই অক্টোবর, ২০২০

আ'লীগ-বিএনপি ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় আতংকিত জনগণ

ঢাকা-৫ সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমেদ এর নির্বাচনী গণসংসযোগ চলাকালে যাত্রাবাড়ীর শহীদ ফারুক সড়কের সামনে দুই বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে ইট পাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। আর এতে আতংকিত হয়ে যান সাধারণ জনগণ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা গেছে, বিএনপি প্রার্থী নির্বাচনী গণসংযোগ চালাতে যাত্রাবাড়ীর শহীদ ফারুক সড়কে এলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অফিস থেকে বিএনপির নেতাকর্মীদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হলে দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া শুরু হয়। উভয় পক্ষের ইট পাটকেল নিক্ষেপের এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা স্থান ত্যাগ করে।

এসময় ছাত্রদল ও যুবদলসহ ১০-১২ জন বিএনপি নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। তাদের ঢাকা মেডিক্যালে নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

পরে পুলিশী বাধা উপেক্ষা করেই মিছিল শুরু করে বিএনপি নেতাকর্মীরা।

এবিষয়ে বিএনপি প্রার্থী সালাহউদ্দিনের ছেলে তানভীর আহমেদ রবিন বলেন, আজ থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত আওয়ামী সন্ত্রাসীরা দৌড়ের উপর থাকবে।

বিএনপি প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ১৭ তারিখ কেন্দ্রে কেন্দ্রে আমি নিজে থাকবো। কোন উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে।

এই এলাকায় এখন থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে।

নয়া দিগন্ত

পল্লী বিদ্যুতের লোডশেডিং, অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলায় পল্লী বিদ্যুতের ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে অতিষ্ঠ বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। অপরদিকে আকাশে মেঘ দেখলেই বিদ্যুৎ বন্ধ থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একবার বিদ্যুৎ চলে গেলে কখন ফিরবে তার নিশ্চয়তা নেই। দিন-রাত ইচ্ছে মতো সময়ে অসময়ে বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া এখন বিদ্যুৎ অফিসের নিয়মে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান সময়ে গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে উপজেলায় ৫০ হাজারের বেশি বিদ্যুৎ গ্রাহক। এরপর আবার লোডশেডিং যেন মরার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুতের এমন আচরণে রাতের বেলা একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারছেন না গ্রাহকরা। শিক্ষার্থীরা রাতের বেলা ঠিকমতো লেখাপড়া করতে পারছে না। শুধু তাই নয়, প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ও মাঝারি কল-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা, ব্যাংকিং সেবা, শিক্ষা ও গৃহস্থালির কাজকর্ম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যুৎনির্ভর ব্যবসা-বাণিজ্যে দেখা দিয়েছে চরম স্থবিরতা। সন্ধ্যার পর পরই উপজেলার প্রায় অধিকাংশ গ্রাম ও হাটবাজারে বিদ্যুৎ না থাকায় জনশূন্য হয়ে পড়ছে। ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে ফ্রিজ, মোটর, কম্পিউটার, বাল্বসহ যান্ত্রিক ও ইলেকট্রিক সামগ্রী নষ্ট হচ্ছে। বিদ্যুতের অভাবে রাতে চার্জ দিতে না পারায় উপজেলার অসংখ্য ইজিবাইক চালকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দিন-রাত যে কতবার বিদ্যুৎ আসে যায় তা হিসেব পাওয়া যায় না। এই আছে তো এই নেই। বিদ্যুতের এমন লুকোচুরি খেলাকে স্থানীয়রা মিসকল নাম দিয়েছেন। এক দিনের নয়, নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ভোগান্তি। বিদ্যুতের এমন লুকোচুরি খেলা বন্ধে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা গ্রাহকরা।

উপজেলার স্বদেশী ইউনিয়নের বিদ্যুৎ গ্রাহক জনাব আলী বলেন, আমাদের এখানে প্রায় ৬ মাস ধরে বিদ্যুতের এমন সমস্যা। বিশেষ করে সন্ধ্যায় যায় আসে রাত ১০টায় কিছুক্ষণ থেকে আবার চলে যায়। রাতে ঠিক মতো ঘুমাতে পারি না।

স্বদেশী ইউনিয়নে নাশুল্লা গ্রামের গ্রাহক মজনু মিয়া বলেন, বিদ্যুৎ ছিল না ভালো ছিলাম। এখন রাইস কুকার নিয়ে এসেছি। অনেক সময় ভাত রান্নায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে যায়। আর ফ্রিজে তো পানি ঝরছে। এভাবে চলতে থাকলে তো আমাদের আর গতি নেই।

বিলডোরা বাজারের কাপড় ব্যবসায়ী মানিক মিয়া বলেন, সারা দিনে বিদ্যুৎ কতবার আসে আর যায় তার হিসেব নেই। সন্ধ্যায় তো বিদ্যুৎ না থাকাতে বাজারে মানুষই থাকে না। এভাবে চলতে থাকলে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা এর একটা সুষ্ঠু সমাধান চাই।

এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় একই রকম অবস্থার কথা শোনা গেছে। আধুনিক যুগে এসেও এমন বিভ্রাট জনগনের চরম ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালের কণ্ঠ

খোরাসান | হেরতের ৮৩০টি অভাবী পরিবারকে খাবার ও নগদ অর্থ প্রদান করেছে তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম হেরত প্রদেশের শিন্দান্দ জেলায় শত শত অভাবী পরিবারকে খাবার ও নগদ অর্থ দান করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট 'আল-ইমারা' কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিন্দান্দ জেলার মাত্র দুটি অঞ্চলের ৮৩০টি অভাবী পরিবারকে এই সহায়তা প্রদান করেছেন তালেবান মুজাহিদিন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভাবগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারের জন্য আটা ও লবন সহ নগদ তিন হাজার সাতশত পঞ্চাশ (৩৭৫০) আফগান অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত খবরে বলা হয়েছে, তালেবান মুজাহিদগণ প্রতিটি পরিবারকে দুটি আটার বস্তা, দুই কেজি লবণ এবং নগদ ৩৭৫০ টাকা করে অর্থ সহায়তা করেছেন।

তালেবানরা এর আগে শিন্দান্দ জেলার আরো চারটি অঞ্চলের প্রায় দুই হাজার (২০০০) অভাবী পরিবারের মাঝে খাবার ও নগদ অর্থ সরবরাহ করেছিলো।

সোমালিয়া | বিনা যুদ্ধে ৪টি অঞ্চল বিজয় করে নিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন বিনা যুদ্ধে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি অঞ্চল বিজয় করে নিয়েছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, গত ১৪ অক্টোবর সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের কয়েকটি এলাকায় ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা অভিযান পরিচালনার অভিপ্রায় নিয়ে বের হয়েছিলেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এদিকে শাবাব মুজাহিদদের আগমনের এই সংবাদ পেয়ে এলাকা ছেড়ে পালাতে থাকে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনী।

ঐদিন সন্ধ্যা নাগাদ সোমালীয় মুরতাদ বাহিনী মুজাহিদদের ভয়ে ৪টি অঞ্চল ছেড়ে পালিয়েছে। এলাকাগুলো হল-

(১) পোলো হাজী,

(২) ব্রাজ আউঘালি,

(৩) এলমারেন এবং

(৪) তুলু বারকাদলি

উল্লেখ্য যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন রাজ্যটির তুষাম্মারিব ও জারি'আইল শহরদয়ের মধ্যেবর্তি প্রধান সড়ক হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ৫৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত

সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, এতে ৩ কমান্ডারসহ কমপক্ষে ৫৫ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ১৪ অক্টোবর সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধ বীরত্বপূর্ণ এক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যাতে ৩ কমান্ডারসহ কমপক্ষে ২৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৩২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর বেশ কিছু সামরিযান ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন অস্ত্রশস্ত্র সহ অনেক গুলাবারুদ।

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর আফজাউয়ী শহরে বরকতময়ী এই সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছিলেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। ধারণা করা হচ্ছে হতাহতের এই সংখ্যা পরবর্তিতে আরো বাড়বে।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর টিটিপির হামলা, ৩ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত

পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছে টিটিপি, এতে ২ মুরতাদ সদস্য নিহত এবং তৃতীয় একজন আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন গত ১৪ অক্টোবর, খাইবার পাখতুনখুয়ার বানু জেলার সীমান্ত এলাকায় নাপাক বাহিনীর এক পুলিশ সদস্যকে টার্গেট করে গুলি চালিয়েছেন, এতে সে গুরুতর আহত হয়।

পুলিশকর্মীর নাম কালিমুল্লাহ, সে বেশ কয়েক ঘন্টা আহত অবস্থায় পড়ে থাকার পরে চিকিৎসাহীনতার কারণে মারা যায়, কেনানা তার সাথে থাকা অন্য পুলিশ সদস্যরা তখন উক্ত এলাকা ছেড়ে পলায়ন করেছিল। এই হামলায় নিহত পুলিশ সদস্যের অস্ত্রটি মুজাহিদিনরা গনিমত হিসাবে নিয়ে যান।

অপরদিকে গত ১৩ অক্টোবর বাজোর এজেন্সীর সালারজাই এলাকায় নাপাক বাহিনীর বিরুদ্ধ একটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন মুজাহিদগণ। এতে ২ পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়, পরে তাদেরকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সর্বশেষ আহত পুলিশ সদস্যের মধ্য থেকে তানবির নামক পুলিশ সদস্য ১৪ অক্টোবর মারা যায়। এদিকে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহত দ্বিতীর পুলিশ সদস্যের অবস্থাও আশংকাজনক।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি (হাফিজাহুল্লাহ্) টুইটবার্তায় উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

মালি | JNIM এর হামলায় ৯ সৈন্য নিহত, হতাহত ৫ এরও অধিক ক্রুসেডার

মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক দুটি হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা 'জিএনআইএম'। এতে কমপক্ষে ৯ সৈন্য নিহত, হতাহত হয়েছে ৫ এরও অধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য।

খবরে বলা হয়েছে, গত ১২ অক্টোবর মালির মোপ্তি রাজ্যের সাকৌরা সামরিক ঘাঁটিতে মালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি সফল হামলা চালানো হয়েছে। দেশটির সামরিক বাহিনীর বরাত দিয়ে আফ্রিকা ভিত্তিক গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে যে, আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদিন এই সফল অভিযানটি চালিয়েছেন।

আল-কায়েদা যোদ্ধাদের এই হামলায় সামরিক ঘাঁটিতে অবস্থানরত ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৫ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি।

অপরদিকে গত ১৩ অক্টোবর মালির কাইদাল রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে দখলদার জাতিসংঘের 'UN' ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক বহর লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা (জিএনআইএম) মুজাহিদিন।

সাবাত নিউজের তথ্যমতে, মুজাহিদদের এই হামলায় ক্রুসেডার 'ইউএন' বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস এবং কতক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

ইয়ামান | মুরতাদ হুথীদের অবস্থানে মর্টার হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা

ইরানের মদদপুষ্ট মুরতাদ হুথী বিদ্রোহীদের অবস্থানে মর্টার শেল দ্বারা হামলা চালিয়েছে 'একিউএপি'র মুজাহিদিন।

আল-মালাহিম মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ১৩ অক্টোবর মঙ্গলবার, ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের আস-সামোয়া এলাকায় ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ হুথী বিদ্রোহীদের অবস্থানে সফলভাবে মর্টার হামলা চালিয়েছেন আনসারুশ শরিয়াহ্ এর মুজাহিদিন।

ধারণা করা হচ্ছে যে, আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা 'একিউএপি'র মুজাহিদদের উক্ত মর্টার হামলায় মুরতাদ বাহিনী অনেক ক্ষতির শিকার হয়েছে।

শাম | নুসাইরী সন্ত্রাসীদের উপর মুজাহিদদের হামলা, ১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস, হতাহত অনেক

কুখ্যাত নুসাইরী শিয়াদের উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদিন, এতে একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস ও কতক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের সহযোগী কুর্দি মুজাহিদ গ্রুপ 'আনসার আল-ইসলাম' এর মুজাহিদিন, গত ১৩ অক্টোবর কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি সফল (82mm) রকেট হামলা চালিয়েছেন।

সিরিয়ার জুরাইন অঞ্চলে মুজাহিদদের এই হামলায় ইরান ও রাশিয়ার মদদপুষ্ট শিয়া মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে, হতাহত হয়েছে আরও কতক মুরতাদ সৈন্য।

একইদিন উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটির সাহলুল-ঘাব অঞ্চলেও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে সফল রকেট হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। ধারণা করা হয়, এখানেও মুরতাদ বাহিনী অনেক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

ফিরে দেখা | যেদিন শহিদ করা হয়েছিলো আবদুর রহমান আল-আওলাকি'কে

আবদুর রহমান আল-আওলাকি ছিলেন ইয়েমেনি বংশোদ্ভূত ১৬ বছর বয়সী একজন আমেরিকান কিশোর এবং ইমামুদ দাওয়াহ্ শহিদ শাইখ আনওয়ার আল-আওলাকি রহ. এর ছেলে।

২০১১ ঈসায়ী ১৪ ই অক্টোবর, এইদিনেরই এক রাতের খাবার খাওয়ার জন্য আবদুর-রহমান ইয়েমেনের একটি রেস্তোঁরায় প্রবেশ করে এবং খুবই স্বাচ্ছন্দে সরাতের খাবার খেতে শুরু করে, আর ঠিক তখনই তৎকালীন ক্রুসেডার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নির্দেশে তাঁর উপর ড্রোন হামলা চালানো হয়। যার ফলে সে এবং তার বয়সী আরো কয়েকটি শিশু কিশোরসহ অনেক নিরপরাধ মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন।

১৪ই অক্টোবর, ২০২০

দুস্থদের বরাদ্দকৃত চাল পাচারের সময় স্থানীয় জনতার হাতে ধরা

বগুড়ার আদমদীঘিতে সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার বেলাল হোসেনের গুদাম থেকে ২৬৪ বস্তা চাল জব্দ করা হয়েছে। বুধবার সকালে অভিযান চালিয়ে চালগুলো জব্দ করা হয়।

জানা গেছে, সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার বেলাল হোসেন পার্শ্ববর্তী নওগাঁর চন্ডিপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাহার আলীর কাছে দুস্থদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল বিক্রি করে দেন। ভোর রাতে এসব চাল গুদাম থেকে অটোরিকশাযোগে পাচারের সময় স্থানীয় জনতার হাতে ধরা খায়। এ সময় তারা চালভর্তি একটি অটোরিকশাসহ দুইজন চালককে আটক করতে সক্ষম হলেও ডিলার বেলাল হোসেন কৌশলে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ইউপি চেয়ারম্যান এরশাদুল হক টুলু অভিযুক্ত বেলাল হোসেনকে চাল ডিলারি কাজে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবা হক চাল জব্দের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ডিলার বেলাল হোসেন পলাতক রয়েছে। কালের কণ্ঠ

রায়হানকে পিটিয়ে হত্যা করে পুলিশই

গণপিটুনিতে নয়, টাকা দাবি করে না পেয়ে পুলিশই পিটিয়ে হত্যা করেছে সিলেটের আখালিয়া এলাকার যুবক রায়হান উদ্দিনকে। একের পর এক উঠে আসা তথ্য থেকে এ বিষয়টি এখন পরিষ্কার বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। সিলেটজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করা নিহতের স্ত্রীর করা মামলাটি গতকাল মঙ্গলবার পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনে (পিবিআই) স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে গতকাল রাতে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, ঘটনার দিন পুলিশ ফাঁড়িতে রাত সাড়ে ৩টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত দফায় দফায় রায়হানের ওপর নির্যাতন চালানো হয়; টেনে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয় হাতের আঙুলের নখ; লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ভেঙে ফেলা হয় হাত-পা। একবার নির্যাতন চালানোর পর এক পুলিশ কনস্টেবলের মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হয় রায়হানের হাতে। সেই ফোনে তিনি কথা বলেন পরিবারের সঙ্গে। জানান ১০ হাজার টাকা নিয়ে এসে তাকে যেন ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। এর পর ফের শুরু হয় তার ওপর পুলিশি নির্যাতন। অন্যদিকে রায়হানদের পরিবারের সদস্যরা দাবিকৃত টাকা নিয়ে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে উপস্থিত হলেও তার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি।

নির্যাতনে তার শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি হওয়ায় ভোর ৬টার দিকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান রায়হান মারা গেছে।

পুরো ঘটনায় নেতৃত্ব দেন বন্দরবাজার ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আকবর হোসেন ভূঁইয়া। তার সঙ্গে ছিলেন এএসআই আশেক এলাহী, এএসআই কুতুব আলী, কনস্টেবল সজিব হোসেন, হারুনুর রশিদ, তৌহিদ মিয়া ও টিটু চন্দ্র দাস।

শনিবার রাতের এ ঘটনায় তোলপাড় চলে সিলেটজুড়ে। নিহতের স্ত্রী পুলিশি নির্যাতনে স্বামীর মৃত্যুর অভিযোগ এনে মামলা করেন। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ আর স্থানীয়দের বক্তব্যে পুলিশের মিথ্যাচার ধরা পড়ে।

একাধিক সূত্রের খবর, দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশ সময়ক্ষেপণ করায় সুযোগ পেয়ে পালিয়ে গেছেন মূল অভিযুক্ত এসআই আকবর হোসেন ভূঁইয়া। কালের কণ্ঠ

মাদ্রাসাছাত্রের লাশ পড়ে থাকলো সড়কে

সিলেটের বিশ্বনাথে রবিউল ইসলাম (১২) নামে নিখোঁজ এক মাদ্রাসাছাত্রের লাশ পড়েছিল সড়েকের পাশে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে রহমাননগর গ্রামের পশ্চিমে বৈরাগী বাজার-সিঙ্গেরকাছ বাজার সড়কের পাশের একটি জমি থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। এর আগে সোমবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয় রবিউল। পরিবারের অভিযোগ, তাকে হত্যা করা হয়েছে। সে উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের রহমাননগর (নওধার) গ্রামের কৃষক আকবর আলীর ছেলে। স্থানীয় গোয়াহরি লতিফিয়া ইরশাদিয়া দাখিল মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ছিল।

অন্যদিকে নিখোঁজের দুই দিন পর সাভারের আশুলিয়া থেকে আসিফ নামের আট বছরের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সকালে আশুলিয়ার শিমুলিয়া ইউনিয়নের পূর্ব কলতাসুতি এলাকার একটি শ্রমিক কলোনীর গলি থেকে তার লাশ উদ্ধার করে আশুলিয়া থানাপুলিশ। নিহত ওই শিশু পূর্ব কলতাসুতি এলাকার জুয়েল রানার ছেলে। সে ওই এলাকার স্থানীয় দিপারোজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

এ ছাড়া সাভারের কাউন্দিয়ার দিয়াবাড়ীর ছিন্নিরটেক এলাকার তুরাগ নদী থেকে দশ বছরের এক অজ্ঞাত শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সকালে তুরাগ নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করে আশুলিয়া নৌপুলিশ ফাঁড়ি।

বিশ্বনাথে নিহত রবিউলের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বাড়ির পাশের ধানক্ষেত দেখতে সোমবার সকাল ১০টার দিকে ঘর থেকে বের হয় রবিউল। এর পর দিন পেরিয়ে গেলেও সে আর বাড়িতে ফেরেনি। সম্ভাব্য সব জায়গায় তার খোঁজ করার পাশাপাশি করা হয় মাইকিংও। রাতে বিশ্বনাথ থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়।

রবিউলের বাবা আকবর আলী বলেন, আমার ছেলেকে হত্যা করে লাশ ওই খানে ফেলে রাখা হয়েছে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম মুসা আমাদের সময়কে জানান, রবিউলকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে বলে আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে।

অন্যদিকে আশুলিয়ায় নিহত ওই শিশুর পরিবারের সদস্যরা জানান, গত ১০ অক্টম্বর বিকালে পূর্ব কলতাসুতি এলাকার নিজ বাড়ির সামনে থেকে আসিফ নিখোঁজ হয়। পরে পরিবারের সদস্যরা আশুলিয়া থানায় নিখোঁজের একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। গতকাল সকালে পূর্ব কলতাসুতি এলাকার একটি শ্রমিক কলোনির গলির সামনে ওই শিশুর লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। নিহত ওই শিশুর সারাশরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আমাদের সময়

ফটো রিপোর্ট | যুবা রাজ্যে শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক আয়োজিত সভা

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত সপ্তাহে (০৩/১০/২০২০) তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের একটি সভার আয়োজন করেছেন।

সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের প্রভাবশালী সাধি বংশে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিপুল সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে থেকে উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য মজাদার ভোজ আয়োজন...

https://alfirdaws.org/2020/10/14/43233/

ফটো রিপোর্ট | শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি কমিশনের সভা

কিছুদিন পূর্বে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রিত উরুগান প্রদেশের রাজধানী তিরিনকোটের একটি মাদ্রাসা ও বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়েছেন তালেবানদের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল।

এসময় তালেবানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কমিশনের প্রতিনিধি দলের সম্মানিত পরিদর্শকগণ প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করেন। সভা শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বই, রিসালাহ, ম্যাগাজিন ও কলম বিতরণ করেন মুজাহিদিন। পরবর্তিতে যার কিছু ছবি প্রকাশিত হয় 'আল-ইমারহ্' স্টুডিওতে।

https://alfirdaws.org/2020/10/14/43230/

খোরাসান | তালেবানে যোগদিয়েছে ২৫১ কাবুল সেনা ও পুলিশ সদস্য

ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয় যতই তরান্বিত হচ্ছে, কাবুল বাহিনীর মাঝে ততই বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ছে। দলে দলে কাবুল সরকারের সেনারা যোগদিচ্ছে তালেবানদের সাথে।

যার ধারাবাহিতায় গত ৯ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত কাবুল বাহিনীর সামরিক পদ থেকে পদত্যাগ করে ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগদিয়েছে ২৫১ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

এদের মধ্যে বলখ প্রদেশ থেকে তালেবানে যোগদিয়েছে ৯০ জন, বদাখশান থেকে ৫১ জন, হেরাত থেকে ১৬ জন, কান্দাহার থেকে ৩৩ জন, হেলমান্দ থেকে ২৩ জন, জাউজান ও পাকতিয়া প্রদেশ থেকে ২৮ জন।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর টিটিপির হামলা, বেশ কিছু সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সিতে নাপাক মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে বেশ কয়েকজন সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছেন।

বিস্তারিত বিবরণ থেকে জানা যায়, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার একটি উপজাতি অঞ্চল বাজোর এজেন্সিতে টিটিপির মুজাহিদিন পাকিস্তানের মুরতাদ বাহিনীর উপর আক্রমণ করছে, যার ফলে সামরিক বাহিনীর বেশ কয়েকজন মুরতাদ সদস্য নিহত হয়।

স্থানীয় একটি সূত্রে জানা গেছে, বাজোর এজেন্সিটির সালারজাই সীমান্তে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি চেকপোস্ট টার্গেট করে গত ১৩ অক্টোবর সকালে এই আক্রমণ করা হয়েছিল। এই হামলায় হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করেছিল তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহতের শিকার হয়। তবে এখনো পর্যন্ত হামলায় হতাহত সৈন্যদের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়নি।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর এক টুইটবার্তায় এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ১৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত

ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মালিয়ান সরকারি বাহিনীর উপর ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন 'জিএনআইএম' এর মুজাহিদিন। এতে ১৩ সৈন্য নিহত এবং অন্য এক সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ১০ অক্টোবর মালির গাঁও রাজ্যের আনশুনগু এলাকায় মুরতাদ মালিয়ান বাহিনীর উপর একটি সফল হামলা চালানো হয়েছে, এতে মুরতাদ মালিয়ান বাহিনীর ১০ সৈন্য নিহত হয়েছে।

একইদিনে মালির দক্ষিণাঞ্চলীয় উডালান অঞ্চলে মালিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে অপর একটি সফল হামলা চালানো হয়, এতে মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত এবং ১ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

দেশটির গণমাধ্যমগুলো দাবি করছে যে, আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জিএনআইএম) উভয় হামলা চালিয়েছে।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৫৫ কাবুল সৈন্য নিহত, ২ ঘাঁটিসহ ১৯টি চেকপোস্ট বিজয়

আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর ৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। ১৩ অক্টোবর মুজাহিদদের পরিচালিত এসব হামলায় কাবুল বাহিনীর কমপক্ষে ৫৫ সৈন্য নিহত হয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মদ ইউসূফ আহমদ হাফিজাহুল্লাহ্ এর এক টুইটবার্তা থেকে জানা গেছে, আজ সকালে তালেবান মুজাহিদিন পশ্চিম হেরত প্রদেশের রাস্তার পাশে কাবুল বাহিনীর সামরিক বহরকে অভিনন্দন জানাতে একটি শক্তিশালী বোমা পুঁতে রাখেন। কাবুল সৈন্যরা যখনই মুজাহিদদের নির্ধারিত স্থানে চলে আসে, তখনই বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

এই বোমা বিস্ফোরণে কাবুল বাহিনীর কমপক্ষে ২৮ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে ৩টি ট্যাঙ্ক, ২টি রেঞ্জার গাড়ি এবং একটি সরচা গাড়ি।

এদিকে হেলমান্দ ও কান্দাহার মহাসড়কে হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তালেবান মুজাহিদিন। খবরে বলা হয়েছে যে, তালেবান মুজাহিদিন ইতিমধ্যে মহাসড়কের আশপাশের ৩০ কিলোমিটার এলাকা এবং মহাসড়ক সংলগ্ন ১৯টি চেকপোস্ট বিজয় করে নিয়েছেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় কমপক্ষে ১৩ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক। এছাড়াও পালায়নের সময় মুজাহিদদের হাতে বন্দী কমান্ডার শের-আগা সহ ৬ কাবুল সৈন্য।

এদিকে গতরাতে বলখ প্রদেশের শোরতাপী জেলায় অবস্থিত কাবুল বাহিনীর একাধিক চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে কাবুল বাহিনীর ২ কমান্ডারসহ ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৮ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

হামলার কারণ সম্পর্কে তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান যে, এই চেকপোস্টগুলো নাগরিকদের হয়রানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই মুজাহিদগণ বাধ্য হয়ে এই চেকপোস্টগুলোতে হামলা চালিয়েছেন।

১৩ই অক্টোবর, ২০২০

ঘুষের টাকার জন্য হাত-পা ভেঙে নখ উপড়ে ‘হত্যা’ পুলিশের

সিলেট নগরীর আখালিয়া এলাকার রায়হান আহমদ (৩২), মায়ের গর্ভে থাকতেই বাবাকে হারান। তার বাবা রফিকুল ইসলাম ছিলেন বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্য। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে স্বামীর ভাইকে বিয়ে করেন রায়হানের মা। নতুন ভাই বোনদের সঙ্গে কোনো বিবাদ নেই রায়হানের। যুক্তরাষ্ট্রে থাকা এক বোনের মাধ্যমে এ মাসেই যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার কথা ছিল তার। দেড় বছর আগে বিয়ে করে ২ মাস আগে ছেলে সন্তানের বাবা হন। শনিবার রাতে সন্তানকে আদর করে বেরিয়েছিলেন ঘর থেকে। সেই রাতে আর ঘরে ফিরতে পারেননি তিনি। ভোররাত সাড়ে ৪টায় একটি নম্বর থেকে কল করে রায়হান জানান, টাকার জন্য বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে তাকে মারধর করা হচ্ছে। কিন্তু টাকা নিয়ে গিয়েও রায়হানকে ফিরে পায়নি পরিবারের সদস্যরা।

পরদিন বিকেল ৩টায় তার মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ। হাত-পা ভেঙে ফেলা, নখ উপড়ে ফেলা রায়হানের লাশ দেশে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকাবাসী। তারা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ জানায়। রায়হানের পরিবারের দাবি, টাকার জন্য আটকে রেখে নির্মম অত্যাচার করে রায়হানকে মেরে ফেলেছে সিলেট মহানগর পুলিশ (এসএমপি) বন্দরবাজার ফাঁড়ির সদস্যরা। এ ঘটনায় রোববার দিবাগত রাতে নিহত রায়হানের স্ত্রী তাহমিনা আক্তার তান্নী বাদী হয়ে কোতোয়ালী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় তার স্বামীকে বন্দরবাজার ফাঁড়িতে আটকে রেখে ১০ হাজার টাকা দাবি ও দাবিকৃত টাকা না পেয়ে নির্যাতন করে মেরে ফেলার অভিযোগ করেন তিনি।

এদিকে ঘটনার দুদিনেও নিহতের পরিবারের অভিযোগের বিপরীতে কোনো যুক্তি প্রমাণ হাজির করতে পারেনি পুলিশ। শুরুতে কাষ্টঘর এলাকায় গণপিটুনিতে রায়হানের মৃত্যু হয়েছে দাবি করলেও সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। পুলিশ এখন বলছে, রায়হানের মৃত্যুর সঠিক কারণ তদন্ত করা হচ্ছে।

মরদেহ দাফনের আগে স্বজনরা নিহত রায়হানের শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন ক্যামেরাবন্দী করে রাখেন। এতে দেখা যায়, তার হাতের দুটি নখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। পায়ের হাঁটুর নিচে আঘাত করে পা ভেঙে ফেলা হয়েছে। এছাড়া হাত ও পায়ের বিভিন্ন অংশে লাঠির আঘাতের চিহ্নও রয়েছে।

মিথ্যাচারেই ধরা পড়ল পুলিশ

রায়হানের মৃত্যুর পর একের পর এক মিথ্যাচারে নিজেরাই ফেঁসে যায় পুলিশ। প্রথমে দাবি করা হয়, সিলেট নগরীর মাদক জোন হিসেবে পরিচিত কাষ্টঘর এলাকায় শনিবার রাতে ছিনতাই করতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার হন রায়হান। পরে বলা হয়, রায়হান নিজেও ছিনতাইকারী, ভাগবাটোয়ারা নিয়ে অন্য গ্রুপ তাকে নির্যাতন করলে পুলিশ মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। কিন্তু দুটি ঘটনাই মিথ্যা প্রমাণিত হয় সিসি ক্যামেরায় ফুটেজ পর্যবেক্ষণে।

হরিজন সম্প্রদায়ের বসবাসের এলাকা কাষ্টঘরে অনেক বনেদি পরিবারও বসবাস করেন। পুরো এলাকাই সিসি ক্যামেরা দ্বারা বেষ্টিত। এসব ক্যামেরা মনিটর করা হয় ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নজারুল ইসলাম মুনিমের কার্যালয় থেকে। শনিবার রাত ২টা থেকে রোববার সকাল ৭টা পর্যন্ত সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েনি এমন কোনো দৃশ্য।

নগরীর ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নজরুল ইসলাম মুনিম বলেন, ‘পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী গণপিটুনির যে স্থান ও সময়ের কথা বলা হয়েছে ওই স্থানে থাকা দুটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুজেটের চিত্র আমরা দেখেছি। সেদিন রাত ১০টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত এই ফুজেটে গণপিটুনির কোনো ঘটনা দেখা যায়নি। এছাড়া আমি স্থানীয় অনেকের সাথে কথা বলেছি, কেউই গণপিটুনির বিষয়টি জানেন না।‘

পুলিশের মস্তিষ্কপ্রসূত এই নাটক আরও একবার মার খায় আহতকে দ্রুত হাসপাতালের পাঠানোর প্রশ্নে এসে। পুলিশের দাবি মোতাবেক ভোর সাড়ে ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে উদ্ধার বা আটক করা হয় রায়হানকে। সাড়ে ৪টায় রায়হান ফাঁড়ি থেকে কল দিয়ে টাকা নিয়ে এসে তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার কথা জানায় তার পরিবারকে। সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে জানা যায় সকাল সাড়ে ৬টার দিকে হাসপাতালে নেওয়া হয় রায়হানকে। ৮টার দিকে মারা যান তিনি। সাড়ে ৪টা থেকে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত কোথায় রাখা হয়েছিল রায়হানকে? সরাসরি হাসপাতালে নেওয়া হলো না কেন? এর কোনো জবাব নেই পুলিশের কাছে।

ফাঁড়িতে ধরে এনে টাকার জন্য নির্যাতনের অভিযোগ ওঠার পর থেকে রোববার রাত পর্যন্ত পুলিশ দাবি করছিল রায়হানকে ফাঁড়িতে আনাই হয়নি। তবে সোমবার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ আলোচনায় আসলে এ ব্যাপারে আর কোনো বক্তব্য দিচ্ছে না তারা। আমাদের সময়

ভারতে মুসলিমদের হালাল পদ্ধতিতে জবাই নিষিদ্ধের দাবি হিন্দু সংগঠনের

সম্প্রতি ভারতে ‘অখণ্ড ভারত মোর্চা’ নামে উগ্র হিন্দুদের একটি দল মুসলমানদের জবাই পদ্ধতিকে নিষ্ঠুর আখ্যা দিয়ে তা নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে আদালতে।

অথচ, ইসলাম পশুর উপরও দয়া করতে বলে। এমন কি জবাই করার সময় পশুর যেন কষ্ট না সেজন্য ইসলামের রয়েছে বিশেষ দিকনির্দেশনা। পক্ষান্তরে এক কোপে পশুর জীবন শেষ করে দেওয়ার যে পদ্ধতি তা যে নিষ্ঠুর বিবেকবানমাত্রই সেকথা বুঝেন।

‘অখণ্ড ভারত মোর্চা’র দাবি, ঝটকা পদ্ধতিতে ‘এক কোপে’ই জীবন শেষ হয়ে যায় পশুর। কিন্তু ‘হালাল’ পদ্ধতিতে যন্ত্রণা পেয়ে মরতে হয়। হালালের নামে এই যন্ত্রণাদায়ক হত্যা চলতে দেওয়া যায় না। তাদের দাবি, নিরামিষ ভোজনই সবচেয়ে ভালো। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি গোশত খেতেই হয় তাহলে কমপক্ষে প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা হওয়া উচিত নয়। ‘হালাল’ একটি নিষ্ঠুর পদ্ধতি। সেজন্য এই জাতীয় সমস্ত পদ্ধতি বন্ধ করা উচিত।

সাবেক বিজেপি নেতা বৈকুণ্ঠলাল শর্মা ১৯৯৮ সালে ‘অখণ্ড ভারত মোর্চা’ সংগঠন গঠন করেন। ইতোপূর্বে তাদেরকে কথিত লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হওয়ার পাশাপাশি, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভারতে আশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে পথে নামতে দেখা গেছে।

আরাকানে নির্বিচারে গুলি চালানোসহ নির্যাতনের নানা প্রমাণ পেয়েছে অ্যামনেস্টি

মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানোসহ দেশটির সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের নানা প্রমাণ পেয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ডেপুটি রিজিওনাল ডিরেক্টর ফর ক্যাম্পেইনিং মিং ইউ হা বলেছেন, বর্তমানে আরাকান ও শাইন রাজ্যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে দেশটির সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের কোনো

লক্ষণ চোখে পড়ছে না। তা সত্ত্বেও সেখানে প্রচুর বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে, মিয়ানমার সরকার আরাকানের মানুষদের কতটা অবহেলার চোখে দেখছে। এর ফলে সেখানে সহিংসতা বেড়েই চলেছে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে শাইন এবং রাখাইন রাজ্যে ছিনতাই ও বোমা হামলায় বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনাটি ছিল গত ১৮ সেপ্টেম্বর; ৪৪ বছর বয়সী এক নারী সামরিক ঘাঁটির কাছে বাঁশ সংগ্রহ করতে গিয়ে মাইন বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন। আরেকটি ঘটনা ঘটে গত ৮ সেপ্টেম্বর। মায়াবোন শহরতলিতে সামরিক বাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়েছেন মা ও মেয়ে।

মেয়েটির বাবা অ্যামনেস্টিকে জানিয়েছেন, আকস্মিক আক্রমণ হয়েছিল। তবে সেখানে আরাকান বিদ্রোহীদের কেউ ছিল না। গ্রামবাসী মনে করছেন, তাদের নিকটস্থ সামরিক ঘাঁটি থেকে ভারী অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

অ্যামনেস্টির স্যাটেলাইট বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে মধ্য রাখাইনের একটি গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, গত ৩ সেপ্টেম্বর রাখাইনের একটি গ্রামে আক্রমণ চালায় সেনারা। ওই সন্ধ্যায় সামরিক বাহিনী দু'জনকে গ্রেপ্তার করে এবং পরদিন সকালে তাদের গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়। আর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর মুখপাত্র মেজর জেনারেল জাও মিন তুন বলেছেন, আরাকান সেনাবাহিনী তাদের সামরিক ঘাঁটির পাশেই একটি গাড়ির ওপর অ্যাডভান্সড এপপ্রেসিভ ডিভাইস (আইইডি) দিয়ে আক্রমণ করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে ১৯০টি যুদ্ধজাহাজে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯০টি যুদ্ধজাহাজে এ পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। দেশটির হাতে মোট ২৯৬টি মোতায়েনযোগ্য যুদ্ধজাহাজ রয়েছে। সেই হিসাবে শতকরা ৬৫ ভাগ জাহাজ করোনা ভাইরাসকবলিত হয়েছে। গত এপ্রিল মাসের শেষ দিকে মার্কিন নৌ বাহিনী দাবি করেছিল যে, তাদের চল্লিশটি যুদ্ধজাহাজে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এখন সে সংখ্যা ১৯৬টিতে পৌঁছেছে। শুক্রবার মার্কিন জার্নাল নেভি টাইমস এ খবর দিয়েছে। মার্কিন নৌবাহিনীর মহিলা মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট এমিলি উইলকিনের বরাত দিয়ে নেভি টাইমস আরো জানিয়েছে, আক্রান্ত যুদ্ধজাহাজের অনেকগুলো রয়েছে সমুদ্রে, আবার অনেকগুলো বন্দরে রয়েছে। তবে জার্নালটিতে দাবি করা হয়েছে যে, মার্কিন যুদ্ধজাহাজ থিওডোর রুজভেল্ট এবং

ইউএসএস কিডে যে পরিমাণে করোনাভাইরাসের মহামারি ছড়িয়েছে, এসব জাহাজে তেমনটি নয়।

জার্নালটির বক্তব্য অনুসারে কোন জাহাজ মারাত্মকভাবে করোনা সংক্রমণে পড়েছে এবং কোন জাহাজে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে নি তা পরিষ্কার নয়। মার্কিন প্রতিরক্ষা সদরদপ্তর পেন্টাগনের নির্দেশনা অনুযায়ী নৌবাহিনী করোনাভাইরাসের নিয়মিত রিপোর্ট করা বন্ধ করে দিয়েছে।

করোনাভাইরাসের মহামারীর প্রাথমিক পর্যায়ে ইউএসএস থিওডোর রুজভেল্ট যুদ্ধজাহাজে ১৩০০ সেনাকে করোনা পজিটিভ পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া ইউএসএস কিডে ৭৮ জন সেনাকে করোনা আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। ইনকিলাব

সাতকানিয়ায় ব্যবসায়ীকে মারধর, টাকা ছিনতাই

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় ১ ব্যবসায়ীকে মারধর করে টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে ছিনতাইকারীরা। ছিনতাইয়ের শিকার হওয়া ব্যবসায়ীর নাম মো. হেলাল উদ্দীন (৩৫)। আজ রবিবার রাতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের সাতকানিয়াস্থ আঁধার মা'র দরগা এলাকায় নির্মাণাধীন রেলের রাস্তায় এ ঘটনা ঘটে।

ছিনতাইয়ের শিকার উপজেলার কালিয়াইশ ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের রসুলাবাদ এলাকার মৃত আহমদ ছফার ছেলে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি লেমুছড়ির প্লাইউড ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দীন জানান, আজ রবিবার সন্ধ্যায় মৌলভীর দোকান এলাকায় একটি গ্যারেজে আমার মোটরসাইকেলের কাজ করি। এসময় মোটরসাইকেলের কিছু যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য মোটরসাইকেলযোগে কেরানীহাটে যাচ্ছিলাম। রাত ৮টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের আঁধার মা'র দরগার দক্ষিণ পার্শ্বে রেলওয়ের নির্মাণাধীন রাস্তা এলাকায় পৌঁছার পর পেছন থেকে কে বা কারা হেলাল ভাই বলে চিৎকার দেয়। তখন আমি মোটরসাইকেল থামানোর সঙ্গে সঙ্গে ৩ জন ছিনতাইকারী এসে আমাকে টেনে অন্ধকারে নিয়ে যায়।

এরপর তারা আমার কাছে ইয়াবা রয়েছে বলে শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত দেয়। তখন আমি প্রতিবাদ করলে তারা আমাকে মারধর ও পকেটে থাকা ১৪ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এক পর্যায়ে ঘটনাস্থল থেকে চিৎকার করতে করতে কিছু দূর দৌড়ে এসে অপর একজনের মোটরসাইকেলযোগে কেরানীহাট উলা মিয়া মার্কেট সিএনজি স্টেশন এলাকায় চলে আসি।

সেখানে পৌঁছার পর আমার সঙ্গে থাকা টাকার ব্যাগ সিএনজি চালকদের কাছে রেখে দ্রুত কেরানীহাট পুলিশ বক্সে যায়। পরে পুলিশ আমাকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান, কিন্তু ততক্ষনে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। তখন ঘটনাস্থল থেকে আমি আমার মোটরসাইকেল নিয়ে আসি। কালের কণ্ঠ

আ'লীগ-যুবলীগ নেতার হামলায় নিহত আপন চাচা

ঢাকার আশুলিয়ায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা মজিবর রহমান পলান, যুবলীগ নেতা রিয়াজ উদ্দিন পলান ও মোহসিন পলানের নেতৃত্বে তাদের আপন চাচা আফাজ উদ্দিন পলানকে (৭৫) পিটিয়ে আহত করার পর রোববার রাত সাড়ে ১১টায় তিনি নিহত হয়েছেন। চলাচলের রাস্তা নিয়ে বিরোধের জের ধরে শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় ওই হামলার ঘটনা ঘটে।

স্বজন ও প্রত্যক্ষদর্শীরা আহত আফাজ উদ্দিনকে দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে সাভার থানা কমপ্লেক্স, পরে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতাল থেকে শেষে নুরজাহান মেডিক্যালে নিয়ে যায়। সেখানে নুরজাহান মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ঘটনায় থানায় অভিযোগ করা হলেও হত্যার সাথে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

হত্যায় জড়িতরা হলেন ইয়ারপুর ইউনিয়ন ৩ নম্বর ওয়ার্ড তাজঁপুর এলাকার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান পলান, তার ভাই মোহসিন পলান, যুবলীগ ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন, মজিবর রহমানের ছেলে ফেরদৌস, স্ত্রী ফিরোজ বেগম, মোহসিনের স্ত্রী লতা বেগম।

এ ব্যাপারে নিহত আফাজ উদ্দিনের ছেলে সাত্তার বলেন, আমাদের জমির উত্তর পাশ দিয়ে চলাচলের জন্য একটি রাস্তা বিবাদীদের দিয়েছি। বর্তমানে তারা বাড়ির সামনে দিয়ে আরো একটি রাস্তা দাবি করছে। ওই রাস্তা আমরা দিতে না চাইলে শুক্রবার তারা হামলা চালিয়ে আমার বড় ভাই মোক্তার হোসেনকে মারধর করতে থাকে।

তিনি বলেন, এসময় রাস্তার পাশে দোকানে বসা আমার বাবা আফাজ উদ্দিনের ওপর লাঠি সোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে বাবা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ও তার বাম পায়ের উরু ভেঙ্গে যায়। এছাড়া তার গোপন অঙ্গে লাথি মেরে অচেতন করে ফেলে হামলাকারীরা।

এ অবস্থায় তার স্বজন ও প্রত্যক্ষদর্শীরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে সাভার হাসপাতাল, রাজধানীর পঙ্গু ও নুরজাহান মেডিক্যালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার রাত সাড়ে ১১টায় তিনি নিহত হন।

সাত্তার আরো বলেন, ঘটনায় তারা থানায় অভিযোগ দিলেও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেনি। উল্টো থানায় মামলা দিয়ে হাজতে ঢুকিয়ে দেয়ার ভয়-ভীতি দেখিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। নয়া দিগন্ত

পুলিশ ফাঁড়িতে এনে তরুণকে 'পিটিয়ে হত্যা'

এক তরুণকে পুলিশ ফাঁড়িতে এনে টাকার জন্য নির্যাতন করে হত্যা করেছে। নিহত রায়হান আহমদ (৩৪) সিলেট নগরীর আখালিয়া এলাকার নেহারিপাড়ার গুলতেরা মঞ্জিলের বাসিন্দা। তিনি দুই মাস বয়সী এক সন্তানের জনক। নগরীর স্টেডিয়াম মার্কেটে ডা. আবদুল গফফারের চেম্বারে তিনি চাকরি করতেন বলে জানা গেছে।

রায়হানের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর পুলিশ প্রচার করে, গণপিটুনিতে তার মৃত্যু হয়েছে। তবে পুলিশ ফাঁড়িতে নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ ওঠার পর নিজেদের বক্তব্য পাল্টে পুলিশ জানায়, নিহত তরুণ ছিনতাইকারী গ্রুপের নির্যাতনের শিকার। মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রায়হান আহমদের মা সালমা বেগম ও চাচা হাবিবুল্লাহ অভিযোগ করেছেন, কর্মস্থল চিকিৎসকের চেম্বার থেকে ফিরতে দেরি দেখে গতকাল শনিবার রাত ১০টায় রায়হানের মোবাইলে ফোন দিলে তা বন্ধ পাওয়া যায়। ভোর ৪টা ২৩ মিনিটের দিকে মায়ের মোবাইল ফোনে অপরিচিত একটি নম্বর থেকে কল আসে। ফোনের ওপার থেকে রায়হান জানান, পুলিশ তাকে ধরে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে এসে ১০ হাজার টাকা দাবি করছে। টাকা না পেলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তীতে রায়হানের মা তার চাচাকে ৫ হাজার টাকা দিয়ে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে পাঠান। রায়হানের চাচা হাবিবুল্লাহ আজ রোববার ফজরের সময় টাকা নিয়ে ভাতিজা রায়হানকে ছাড়িয়ে আনতে বন্দরবাজার ফাঁড়িতে যান।

এ সময় সাদা পোশাকে ফাঁড়িতে থাকা এক পুলিশ সদস্য বলেন, 'আপনার ১০ হাজার টাকা নিয়ে আসার কথা। আপনি ৫ হাজার টাকা নিয়ে আসলেন কেন? চলে যান, রায়হান এখন ঘুমাচ্ছে। যে পুলিশ কর্মকর্তা তাকে ধরে নিয়ে এসেছেন, তিনিও ফাঁড়িতে নেই। আপনি ১০ হাজার টাকা নিয়ে সকাল ৯টার দিকে আসেন। আসলেই তাকে নিয়ে যেতে পারবেন। তাকে আমরা কোর্টে চালান করবো না। '

রায়হানের চাচা জানান, সকাল ৯টার দিকে টাকা নিয়ে তিনি ফের বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে যান। এ সময় পুলিশ সদস্যরা জানান, অসুস্থ হয়ে পড়ায় সকাল ৭টার দিকে রায়হানকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ খবরে হাবিবুল্লাহ উদ্বিগ্ন হয়ে তৎক্ষণাৎ ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, রায়হানের লাশ মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর বিকেল ৩টার দিকে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করে।

'পুলিশি নির্যাতনে' রায়হানের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন আজ বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের আখালিয়া এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন। প্রায় আধাঘণ্টা সড়ক অবরোধের পর পুলিশ তাদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

এদিকে আজ ভোরে রায়হানের মৃত্যুর পর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিলো, ছিনতাইকালে নগরীর কাস্টঘর এলাকায় গণপিটুনিতে রায়হানের মৃত্যু হয়েছে।

তবে পুলিশি নির্যাতনে মৃত্যুর অভিযোগ ওঠার পর তৎপর হয় মহানগর পুলিশ। নিজেদের বক্তব্য বদলে তারা জানায়, ছিনতাইকারী একটি গ্রুপের নির্যাতনের শিকার রায়হানকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আকবর হোসেন দাবি করেন, ভোররাতে এএসআই আশিক এলাহির নেতৃত্বে রায়হানকে উদ্ধার করা হয়। ছিনতাইকারী একটি গ্রুপ তাকে নৃশংসভাবে নির্যাতন করে ফেলে রাখে। রায়হান নিজেও ছিনতাইয়ের সাথে জড়িত বলে দাবি করে তিনি জানান, কোতোয়ালি থানায় তার নামে দুটি মামলা আছে, তিনি মাদকও গ্রহণ করতেন।

নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে রাত পর্যন্ত থানায় লিখিত কোনো অভিযোগ করা হয়নি বলে জানান সিলেট কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সৌমেন মৈত্র।

আমাদের সময়

শাইখ নায়েফ আল-সাহাফিকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিলো সৌদি

সৌদি আরবের সুপরিচিত শাইখ নায়েফ আল সাহাফিকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগিনেস্ট মুসলিম (DOAM) জানিয়েছে,সৌদি অপরাধমূলক আদালত গোপনে এই রায় প্রদান করেন। এ রায় সম্পর্কে আদালত কিছুই জানায়নি।

২০১৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কোন কারণ ছাড়াই গ্রেফতার করা হয় শাইখ নায়েফ আল সাহাফিকে।

আরবে তিনি একজন বিখ্যাত দ্বায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বিশেষত আরবের যুবকদের মাঝে ইসলাম প্রচারে একজন জনপ্রিয় দ্বায়ীতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। প্রায়ই তিনি ইসলামি সভা-সেমিনারে ইসলাম প্রচার করতেন। এ সব সভা-সেমিনারে যুবকরা বেশি অনুপ্রাণিত হতো।

খোরাসান | মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, হতাহত ১০৫ এরও অধিক

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ মুজাহিদিন আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, এতে অন্তত ১০৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১২ অক্টোবর হেলমান্দের প্রাদেশিক রাজধানীতে দিনভর মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হলেও কাবুল প্রশাসনের অনুগত মিডিয়া জানিয়েছে, তাদের ২৮ সৈন্য নিহত এবং ১৫ সৈন্য আহত হয়েছে।

এদিকে তালেবান জানিয়েছে হেলমান্দে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, বিপরীতে কাবুল বাহিনীর হামলায় আমাদের ৮ জন মুজাহিদ সাথি শাহাদাত বরণ করেছেন এবং ৭ জন আহত হয়েছেন।

এই যুদ্ধে মুজাহিদদের হামলায় কাবুল বাহিনীর ৮টি ট্যাঙ্ক, ৭টি রেঞ্জার গাড়ি, ২টি সাঁজোয়া যান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ২টি ট্যাঙ্ক ৭টি

সাঁজোয়া যান, ৫টি মোটরসাইকেল এবং ১৭টি ভারী যুদ্ধাস্ত্রসহ প্রচুর পরিমাপণে গুলাবারোদ ও অস্ত্রশস্ত্র।

এদিকে তাখার প্রদেশের বাহাউদ্দীন জেলার ২টি এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ। এসময় তালেবান মুজাহিদদের তীব্র হামলায় কাবুল বাহিনীর ১০ সেনা, ৮ পুলিশ সদস্য নিহত এবং আরো ৩ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক। মুজাহিদগণ বিজয় করে নিয়েছেন ৩টি চেকপোস্ট।

এমনিভাবে হেরাত প্রদেশের গোরিয়ান জেলায় কাবুল বাহিনীর একটি কামন্ডো সেন্টারে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে ১৫ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে। এই অভিযানে মাধ্যমে মুজাহিদগণ কমান্ডো সেন্টারের পার্শ্ববর্তী ৩ টি চেকপোস্ট দখলে নিয়েছেন।

একইভাবে ঘৌর প্রদেশের ফিরোজাহ অঞ্চলে মুজাহিদদের অপর এক হামলায় নিহত হয়েছে কাবুল প্রশাসনের ২ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ৫ সৈন্য।

অপরদিকে নানগারহার প্রদেশের শেরজাদ জেলায় কাবুল বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ চেকপোস্টে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করে দিয়েছেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ১৮ সৈন্য নিহত, ৫ সৈন্য আহত এবং ৪টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছিল। বিপরীত ৩ জন মুজাহিদ আহত হয়েছেন।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৬৩ কাবুল সৈন্য নিহত, ৬টি ট্যাঙ্ক ও গাড়ি গনিমত লাভ

আফগানিস্তানে কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে ৪টি সফল অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে কমপক্ষে ৫৮ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ১২ অক্টোবর রাত ১১ টার সময়, আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের লাগবাগ জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি পুলিশ হেডকোয়াটারে তীব্র হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে হেডকোয়াটারে থাকা কাবুল সরকারের ১৫ সদস্য নিহত এবং ৫ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ২টি ট্যাঙ্ক, ৪টি গাড়ি, ৪টি ক্লাশিনকোভ এবং একটি প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ।

একইদিনে রোজগান প্রদেশের দাহরাওয়াদ জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি সেনা চৌকিতে সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ, এতে ঘটনাস্থলেই কমান্ডারসহ ১১ সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর ১ টি রেঞ্জার গাড়ি ও ১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে।

এদিকে গত রবিবার কুন্দুজ প্রদেশের মাইওয়ান্দ জেলায় কাবুল বাহিনীর একটি সেনা চৌকিতে হামলা চালান তীব্র হামলা চালান মুজাহিদগণ, এসময় উক্ত চৌকিতে নিযুক্ত ২৫ সৈন্য নিহত হয়েছে। মুজাহিদগণ ১৭ টিরও বেশি বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

অপরদিকে বাগলান প্রদেশের পুলখামারী জেলার একটি এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর সামরিক চৌকিতে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করে দিয়েছেন, এবং সেখানে নিযুক্ত কাবুল বাহিনীর ৭ সৈন্যকে মুজাহিদগণ হত্যা এবং ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছেন।

শাম | শহিদ বোনের প্রতিশোধ নিতে তুর্কি বহরে মুজাহিদদের হামলা, সামরিকযানসহ একাধিক সৈন্য হতাহত

সিরিয়ায় দখলদার তুর্কি সামরিক বাহিনীর উপর একাধিক বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে তুর্কি বাহিনীর সামরিকযানসহ একাধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্টে জানা যায়, গত ১২ অক্টোবর সোমবার, সিরিয়ার ইদলিব সিটির আন্তর্জাতিক মহাসড়ক অতিক্রমকালে দখলদার তুর্কি বাহিনীর সামরিক বহর টার্গেট করে একাধিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আল-কায়েদা মানহাযের ছোট একটি সারিয়া (দল) 'আনসার আবু বকর সিদ্দিক'এর জানবাজ মুজাহিদিনদের দ্বারা লাগানো একাধিক বিস্ফোরক বিস্ফোরণের মাধ্যমে এই অভিযানটি চালানো হয়েছে।

সারিয়া 'আনসার আবু বকর সিদ্দিক' এর জানবাজ মুজাহিদদের এই সফল হামলায় তুর্কি বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ১টি ট্যাঙ্কসহ প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র।

দলটি তাদের এক বিবৃতিতে হামলার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছে যে, সাম্প্রতিক সময়ে সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিম আল-মস্তোমা গ্রামে একজন নিরপরাধ মুসলিমা বোনকে কাছ থেকে গুলে করে শহিদ করেছে দখলদার তুর্কি মুরতাদ বাহিনী। আর এই মুসলিমা বোনের হত্যা প্রতিশোধ নিতেই বরকতময়ী হামলাটি চালানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, দীর্ঘদিন যাবৎ মুরতাদ তুর্কি প্রশাসনের ইশারায় শামের হকপন্থী মুজাহিদদের বন্দী ও শহিদ করে আসছে তুর্কি পন্থি বিদ্রোহী গ্রুপ তাহরিরুশ শাম ও অন্যান্য দলগুলো, আর যাদেরকে বন্দী বা শহিদ করতে ব্যর্থ হয় বিদ্রোহী দলগুলো, তখন তাদের পুরো ডাটাবেজ দেওয়া হয় আমেরিকা ও তুর্কি বাহিনীর নিকট, তখন ড্রোন ও গুপ্ত হামলার মাধ্যমে শামের জিহাদের অতন্দ্র প্রহরী এসকল জানবাজ মুজাহিদদেরকে শহিদ করা হয়।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় অন্তত ৮ গোয়েন্দা ও সেনাসদস্য হতাহত হয়েছে

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর একাধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ২টিতেই ২ গোয়েন্দা সদস্যসহ মোট ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের অফিসিয়াল প্রচার মাধ্যম 'শাহাদাহ্ নিউজ' থেকে জানা গেছে, গত ১২ অক্টোবর সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৬ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর মাকারা বাজারেও এইদিন একটি সফল হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে সোমালীয় মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থার এক সদস্য ও এক গুপ্তচর নিহত হয়েছে।

এছাড়াও গত ১১ অক্টোবর সোমালিয়া জুড়ে মুজাহিদগণ আরো ৬টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, যাতে অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

ফটো রিপোর্ট | রিবাতের ভূমিতে আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদিনের কার্যক্রম

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখার সহযোগী জিহাদী দল, জামা'আত আনসার আল-ইসলাম এর মুজাহিদিন হামা সিটির সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে রিবাতের (সীমান্ত পাহারা) দায়িত্ব পালন করছেন।

রিবাতের দায়িত্বেরত মুজাহিদদের কিছু ছবি ক্যামেরা বন্দী করেছেন 'আল-আনসার' মিডিয়া কর্মিগণ।

https://alfirdaws.org/2020/10/13/43172/

ভবন হস্তান্তরের আগেই ছাদ চুইয়ে পড়ছে পানি

প্রায় ছয় মাস আগে ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এরপর ঢালাইয়ের ওপর স্থাপন করা হয় রুফ টাইলস। এখনো ভবন হস্তান্তর করা হয়নি। এর আগেই কাজ সম্পন্ন হওয়া ছাদ চুইয়ে পড়ছে বৃষ্টির পানি। চুইয়ে পড়া জায়গা স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেছে। কিছু স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। সিমেন্টের প্রলেপ দিয়ে এগুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এই চিত্র মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার নারীশিক্ষা একাডেমি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের চার তলা নতুন ভবনের।

ভবন নির্মাণে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠেছে। অথচ বিদ্যালয়ের নতুন এই ভবন নির্মাণে সরকারের ব্যয় হচ্ছে ২ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। বড় ধরনের অনিয়ম না হলে ঢালাই ও রুফ টাইসল ভেদ করে বৃষ্টির পানি চুইয়ে পড়ার কথা নয়। এমনটি বলছেন নারীশিক্ষা একাডেমি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তারা জানিয়েছেন, ঢালাই ও রুফ টাইলস স্থাপনের কাজ শেষে পানি চুইয়ে পড়ার বিষয়টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নজরে আনলেও তারা আমলে নেয়নি।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালের ২০ অক্টোবর প্রধান অতিথি হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী ও স্থানীয় সাংসদ মো. শাহাব উদ্দিন ২ কোটি ৫৩ লাখ টাকার বিদ্যালয় ভবনটির নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। কাজটি সম্পন্ন করছে মেসার্স রুসমত আলম নামের এক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মেসার্স রুসমত আলম নামের ওই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ শুরুর পর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আপত্তির মুখে একবার নিম্নমানের রড ফেরত নেয়। নিম্নমানের কংক্রিটও বদলানো হয় কয়েকবার। ভবনের কাজ শেষ পর্যায়ে। ভবনের ছাদ ঢালাই ও রুফ টাইলস স্থাপনের কাজে অনিয়ম হওয়া সম্পন্নের ৬ মাসের মধ্যে চতুর্থ তলার ছাদের বিভিন্ন স্থান চুইয়ে বৃষ্টির পানি পড়ছে। বিষয়টি ঠিকাদারকে জানালেও তারা আমলে নেয়নি।

গতকাল সোমবার (১২ অক্টোবর) বিকেলে সরেজমিনে চতুর্থ তলা ওই ভবনের বারান্দাসহ প্রতিটি কক্ষের বিভিন্ন স্থানে ছাদ চুইয়ে পানি পড়ার চিহ্ন দেখা গেছে। পানি পড়ার জায়গাগুলো স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। ছাদের ভেতরের দিকে কিছু জায়গায় ফাটল ছিল। এগুলো সিমেন্ট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। যাতে ফাটলগুলো দেখা না যায়।

নারীশিক্ষা একাডেমি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলাম বলেন, ভবনের কাজে ঠিকাদার নিম্নমানের রড নিয়ে আসলে আমরা আপত্তি করায় তা একবার সরিয়ে নেন। নিম্নমানের কংক্রিটও ব্যবহার করেন। আপত্তির মুখে কিছু সরিয়ে নেন ঠিকাদারের লোকজন। ছাদ ঢালাই ও টাইলস ফিটিংয়ের পর ছাদ চুইয়ে পানি পড়তে থাকে। ঢালাই সম্পন্নের প্রায় ৬ মাস হয়ে গেছে। আমরা ঠিকাদারকে জানালেও এটা ঠিক হয়ে যাবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। কিন্তু কোনো সংশোধন করেনি। বৃষ্টি দিলেই পানি চুইয়ে পড়ে। পানি পড়ার চিহ্ন স্পষ্ট বোঝা যায়। কালের কণ্ঠ

ছোট বোনকে ধর্ষণের চেষ্টা, বড় বোনকে কোপালো আওয়ামী কিশোর গ্যাং

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ছোট বোনকে ধর্ষণে বাধা দেয়ায় বড় বোনকে কুপিয়েছে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা। গত রবিবার রাতে ফতুল্লায় একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থানায় জিডি করায় সোমবার রাতেও কয়েক দফা হামলা চালায় তারা। ছুরিকাঘাতে আহত ওই তরুণীকে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা দেয়া হয়। একদিন চিকিৎসা শেষে বাসায় ফেরেন তিনি। তার পেটে কয়েকবার ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন ওই তরুণী পরিবার। তার ছোট বোনকে দীর্ঘদিন ধরে একই এলাকার দুই কিশোর নানাভাবে উত্যক্ত করে আসছে। প্রায় সময় কুপ্রস্তাব দিতো তারা। এনিয়ে এলাকাবাসী জানতে পেরেও ভয়ে কিশোর অপরাধীদের কিছু বলতে পারতেন না। কারণ তাদের প্রত্যেকের হাতে দেশি বিদেশি অস্ত্র থাকে। সাধারণ বিষয়ে তারা অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে মহড়া দেয়।

আহত তরুণী জানান, রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ওই দুই কিশোরসহ প্রায় ১০/১৫ জন কিশোর বয়সের ছেলে আমাদের বাসায় আসে। আমাদের এলাকায় তারা কিশোর অপরাধী হিসেবে পরিচিত। তারা যখন আমাদের বাসায় আসে তখন আমি গার্মেন্ট থেকে বাসায় এসেছি। কিশোররা এসেই আমাদের ঘরে প্রবেশ করে। প্রথমে এক কিশোর আমার বোনকে জড়িয়ে ধরে খাটে ফেলে দেয়। তখন আমি চিৎকার করে সেই কিশোরকে ধাক্কা দিয়ে বোনকে জড়িয়ে ধরি। এসময় তারা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এরপর আমার বোনকে টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন আবারো আমি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কিশোরটি আমার পেটে কয়েকটি ছুরিকাঘাত করে দলবল নিয়ে চলে যায়। এসময় আমার মা-বোন ও ছোট ভাইসহ আশপাশের লোকজন এসে আমাকে উদ্ধার করে প্রথমে শহরের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে

নিয়ে যায়। সেখান থেকে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। এরপর ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক আক্রান্ত স্থানে ১৮টি সেলাই করে একদিন ভর্তি রাখেন।

তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় কিশোরদের ভয়ে থানায় গিয়ে তথ্য গোপন করে অভিযোগ না করে একটি জিডি করেছি। জিডির বিষয়টিও সেই কিশোর ও তার লোকজন জানতে পেরে সোমবার রাতে কয়েক দফা আমাদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে টিনের ঘর ও দরজা জানালা কুপিয়ে জিডি উঠানের হুমকি দিয়ে চলে যায়। জিডি না উঠালে পরিবারের সকলকে কুপিয়ে হত্যা করার হুমকি দেয়।

তরুণীর মা বলেন, আমরা গরিব আর ওই সন্ত্রাসীরা রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে চলে। আমরা তাদের সঙ্গে কিছুতেই পারবো না। এলাকাবাসী শুনেও ভয়ে কোন প্রতিবাদ করেনি। আমি সন্ত্রাসীদের ফাঁসি চাই। সন্ত্রাসীরা কতটুকু ভয়ঙ্কর তা আমার পরিবারের সকলে ও এলাকাবাসী জানে। বিচার না পেলে গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা জেলায় চলে যাব। বিডি প্রতিদিন

১২ই অক্টোবর, ২০২০

ফটো রিপোর্ট | শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত মাক্কোর জেলার একটি জনসভার চিত্র

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত হাইরান রাজ্যের মাক্কোর জেলায় একটি জনসভার আয়োজন করেছেন। জেলাটির প্রভাবশালী হাওদাল গোত্রের লোকদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে হাওদাল গোত্রের লোকেরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পার্শ্ববর্তী এলাকা ও গোত্রের নেতৃস্থানীয় এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

তারা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে যেন সাধারণ মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে এলাকাগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করার কথাও তুলে ধরেন।

https://alfirdaws.org/2020/10/12/43167/

খোরাসান | তালেবানের হাতে কাবুল প্রশাসনের ৪৫ সৈন্য হতাহত

আফগান তালেবান মুজাহিদিন আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল বাহিনীর অবস্থানে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, গত ১১ অক্টোবর মুজাহিদদের পরিচালিত এসব হামলায় ৪৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায মুজাহিদিন পাকতিয়া প্রদেশের পৃথক ২টি স্থানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, এতে কাবুল বাহিনীর ১২ সৈন্য নিহত এবং ৬ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

এমনিভাবে কুন্দুজ প্রদেশের খান-আবাদ জেলায় কাবুল প্রশাসনের কমান্ডো বাহিনীর একটি কাফেলায় হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে কাবুল সরকারের ৮ কমান্ডো নিহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা আহত অবস্থায় পালিয়ে গেছে।

এদিকে জাউজান প্রদেশের ফয়জাবাদে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি চেকপোস্টে অভিযান চালিয়ে তা বিজয় করে নিয়েছেন মুজাহিদিন, এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৪ সৈন্য নিহত এবং ১ সৈন্য আহত হয়েছিল।

একইভাবে বাগলান প্রদেশের পুলখামারী জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর অন্য একটি চেকপোস্টে সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদিন, এতে কাবুল বাহিনীর ৮ সৈন্য নিহত এবং ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়।

অপরদিকে বলখ প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর বলখে মুরদাত বাহিনীর সামরিক ইউনিট টার্গেট করে সফল একটি বোমা হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য গুরুতর আহত হয়, ধ্বংস হয়ে যায় মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক ও অনেক সামরিক সরঞ্জামাদি।

নামাজরত মাকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে নামাজ পড়া অবস্থায় কুড়াল দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মাকে হত্যা করেছে আবু বক্কর (৪০) নামের এক যুবক।

রোববার (১১ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের পাশাকোট গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত খায়েরুন নেছা (৮০) ওই গ্রামের ক্বারী আনোয়ার উল্লাহর স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, হত্যাকারী আবু বক্কর বিডিআর বিদ্রোহ মামলার আসামি হিসেবে দীর্ঘদিন জেল খেটে বের হয়ে আসে।

এরপর থেকে সে অনেকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। রোববার দুপুরে তার মা খায়েরুন নেছা নামাজ পড়াকালীন সময়ে ছেলে আবু বক্কর অতর্কিতভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

এ সময় ঘরে থাকা কুড়াল দিয়ে এলোপাতাড়িভাবে মাকে কোপাতে থাকে সে। এতে ঘটনাস্থলেই খায়রুন নেছার মৃত্যু হয়।

এদিকে, ঘরের অন্য সদস্যদের আত্মচিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ঘাতক ছেলে আবু বক্করকে আটক করে।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৬২ কাবুল সৈন্য হতাহত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন পৃথক ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন কাবুল বাহিনীর উপর, এতে কমপক্ষে ৬২ সৈন্য হতাহত এবং ৯ সৈন্য বন্দী হয়।

'আল-ইমারাহ' কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ১০ অক্টোবর সার্পাল প্রদেশের কেন্দ্রীয় জেলায় তালেবান নিয়ন্ত্রিত চেকপোস্টগুলোতে স্থল ও আকাশ পথে হামলা চালিয়েছে মুরতাদ কাবুল বাহিনী, এসময় তারা হেলিকপ্টার, ড্রোন, ট্যাঙ্ক ও ভারি সামরিকযান নিয়ে আগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চালায়।

কিন্তু মুজাহিদদের দৃঢ়তার সামনে পরাজিত হয় মুরতাদ কাবুল বাহিনী। তালেবান মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র জবাবি হামলা চালালে কাবুল বাহিনীর ৮ ট্যাঙ্ক সহ কয়েকটি সামরিযান ধ্বংস হয়ে যায়, নিহত হয় উচ্চপদস্থ ২ কমান্ডারসহ ২০ মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়

আরো ২৪ এরও অধিক। বাকি সৈন্যরা সরঞ্জামাদি ময়দানে রেখেই পলায়ন করে, পরে মুজাহিদগণ তা গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে গত ১১ অক্টোবর রবিবার, হেলমান্দ প্রদেশের নহর-সিরাজ অঞ্চলে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর অবস্থানে ব্যপক অভিযান পরিচালনা করেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফল সরূপ মুজাহিদগণ ১টি চৌকি বিজয়, ৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস, ১৮ সৈন্যকে হত্যা, ১ কমান্ডারসহ ৯ সৈন্যকে জীবিত বন্দী করতে সক্ষম হন।

এসকল এলাকায় পরিচালিত অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ১টি ট্যাঙ্ক, ৩টি রেঞ্জার গাড়ি, ২টি মোটরবাইক, ২টি মেশিনগান, ১টি রকেটলঞ্চার এবং ৭টি ক্লাশিনকোভসহ প্রচুর সামরিক সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেন।

উল্লেখ্য যে, হেলমান্দ প্রদেশের গারিশাক জেলা বিজয়ের লক্ষ্যে বর্তমানে মুজাহিদগণ শহরটির প্রাণকেন্দ্রে তীব্র অভিযান পরিচালনা করছেন।

খোরাসান | তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করল ৯০ সেনা ও পুলিশ সদস্য

আফগানিস্তানের পৃথক দুটি প্রদেশ হতে গোলাম কাবুল বাহিনী থেকে পদত্যাগ করেছে ৯০ সেনা ও পুলিশ সদস্য, পরে তারা তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তালেবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর এক টুইটবার্তায় বলেছেন, গত ১১ অক্টোবর আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের ৮টি জেলা থেকে কাবুল সরকারের সামরিক পদত্যাগ করেছে ৮০ সেনা ও পুলিশ সদস্য। পরে তারা ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

পরে তালেবানদের দাওয়াহ ও গাইডেন্স কমিশনের স্থানীয় দায়িত্বশীলগণ আত্মনমর্পণকারী এসকল সৈন্যদের স্বাগত জানান।

এমনিভাবে হেলমান্দ প্রদেশের গারিশাক জেলা থেকেও ১০ সৈন্য তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, জেলাটির কমান্ডার সুঙ্গুর তার ১০ সেনা সদস্য, ২টি মেশিনগান, ২টি রকেটলঞ্চার, ৫টি ক্লাশিনকোভ, একটি পিস্তল, একটি রাত্রিকালীন দুর্বিন, একটি মার্টির তোপ

গাড়িতে করে তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হন। এসময় উক্ত সৈন্যরা নিজেদের অধীনে থাকা চেকপোস্টের নিয়ন্ত্রণও তালেবান মুজাহিদদের নিকট অর্পণ করেন।

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় ৬ নাপাক সৈন্য নিহত ও আহত

পাকিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর চেকপোস্টে এক হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ২ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

উমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, গত ১০ অক্টোবর রবিবার পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মার্কিন সীমান্ত এলাকায় একটি হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন। আমেরিকার গোলাম নাপাক সৈন্যদের একটি চেকপোস্ট টার্গেট করে ঐ হামলা চালান টিটিপির মুজাহিদিন।

নাপাক বাহিনীকে টার্গেট করে উক্ত হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর কিছু সৈন্য চেকপোস্টের গেইট বন্ধ করতে একত্রিত হয়েছিল। এসময় উপযুক্ত মনে করে মুজাহিদিন এই হামলাটি চালান। যার ফলে ২ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

আলুর দামে ইতিহাস

যা হওয়ার নয়, তা-ই হয়েছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন বাজারে আলুর দাম ইতিহাস গড়েছে। খুচরা বাজারে আলু এখন ৫০ থেকে ৫৫ টাকা কেজি। গত দুই দিনেই পণ্যটির দাম বেড়েছে কেজিতে ১০ টাকা পর্যন্ত।

বাজার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আলুর এই দাম গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩৩ শতাংশ বেশি। অবশ্য ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবে প্রায় ১০০ শতাংশ বেশি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, নিজেদের উৎপাদিত পণ্যটির দাম স্বাধীনতার আগে তো নয়ই, স্বাধীনতার পরও এত বাড়েনি।

ভোক্তারা বলছেন, উচ্চবিত্তদের খাদ্য তালিকায় তেমন জরুরি না হলেও নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষের সংসারে আলুর কদর অনেক। বিশেষ করে বাজারে অন্য সবজির দাম যখন লাগামছাড়া তখন আলুই ভরসা। এখন সেই আলু কেনারও সামর্থ্য তাদের নেই। দাম ব্যাপক চড়তে চড়তে নাগালের বাইরে চলে গেছে।

খুচরা বিক্রেতারা বলছেন, আলু এখন হিমাগারে। সুতারাং দামও নিয়ন্ত্রণ করেন হিমাগারের মালিকরা।

তবে হিমাগারের মালিকরা বলছেন, তাঁদের কাছে থাকা আলুর মালিক কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। ভাড়ার বিনিময়ে তাঁরা শুধু আলু সংরক্ষণ করেন। এবার আলু উৎপাদনও কম হয়েছে, ফলে মৌসুম শেষ হওয়ায় দামও বাড়িয়েছেন তাঁরা। এ ছাড়া মধ্যস্বত্বভোগীরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দাম বাড়াচ্ছে বলে হিমাগার মালিকদের দাবি।

আলুর এমন দাম আর কখনো হয়নি বলে জানালেন হিমাগার মালিকদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, চলতি বছর (মার্চে সমাপ্ত মৌসুম) আলুর উৎপাদন আগের বছরের তুলনায় ২০ শতাংশ কম হয়েছে। ফলে অনেক ব্যবসায়ীর ধারণা, আলুর দাম আরো বাড়বে। তাই অনেকে হিমাগার থেকে আলু তুলছেন না। এ ছাড়া আলুর দাম এখন নিয়ন্ত্রণ করছে মধ্যস্বত্বভোগীরা। ফলে দাম বেড়েই চলেছে।

মৌসুম শুরুর পর বাজারে আলু সাধারণত ২০ টাকা কেজির মধ্যে থাকে। শীতের আগে যখন মজুদ শেষের দিকে থাকে, তখন প্রতি কেজি ৩০ টাকায় বিক্রি করেন বিক্রেতারা। এবার প্রবণতা ভিন্ন। গত মার্চে যে আলু হিমাগারে ঢুকেছিল, ছয় মাস পেরোতেই সেটা কেজিপ্রতি ৫৫ টাকায় উঠে গেছে। নতুন মৌসুমের আলু পুরোদমে বাজারে আসতে আরো চার-পাঁচ মাস বাকি।

রাজধানীর মালিবাগ, মানিকনগর, মুগদাসহ বিভিন্ন খুচরা বাজারে কয়েক দিন আগেও বাজারগুলোতে ৪৫ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি হয়েছে।

টিসিবির হিসাবে, গত বছর এই সময় আলুর কেজি ছিল ২০ থেকে ২৫ টাকা। সে হিসাবে গত বছরের তুলনায় দাম বেড়েছে ৩০ টাকা বা ১৩৩ শতাংশ পর্যন্ত।

টিসিবির হিসাবে এক মাসের ব্যবধানে পণ্যটির দাম বেড়েছে ১৩ শতাংশ। আর বছরের হিসাবে বেড়েছে ৯৫.৫৬ শতাংশ। টিসিবির মূল্য তালিকায় গতকাল আলুর দাম ছিল ৩৮ থেকে ৫০ টাকা কেজি।

মানিকনগর বাজারের আলু-পেঁয়াজ বিক্রেতা আবুল হোসেন বলেন, গত দুই দিন ধরে আলুর দাম বাড়ছে। গতকাল তাঁদের কিনতে হয়েছে ৪৬ টাকা কেজি দরে। কমিশন, শ্রমিকের মজুরি, পরিবহন খরচ ও ঘাটতি যোগ করে ৫০ টাকার নিচে বিক্রি করা যায় না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে, দেশে বছরে ৯৫ লাখ থেকে এক কোটি টন আলু উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি সমপ্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বলছে, গত বছর এক কোটি ৯ লাখ টন আলু উৎপাদিত হয়েছে।

গত অর্থবছরে (২০১৯-২০) দুই কোটি ৩৩ লাখ মার্কিন ডলারের আলু রপ্তানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮৬ শতাংশ বেশি।

১১ই অক্টোবর, ২০২০

চাচার সামনেই তরুণীকে ছাত্রলীগ নেতার শ্লীলতাহানি

চাচার মোটরসাইকেলের পেছনে বসে সাতক্ষীরা আসছিলেন। এ সময় কাপসন্ডা স্কুলের কাছে কয়েকজন বখাটে যুবক তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে জাপটে ধরে। তাকে বিয়ে করতে হবে বলে জানায় সাকিব বিল্লাহ নামের এক যুবক। তারা তার কাপড় চোপড় টেনে হেঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলে। এমনকি স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়।

ভুক্তভোগী তরুণী জানান, তাকে শ্লীলতাহানি করেছে ছাত্রলীগ নেতাসহ ছয়জন। ওই ছয় যুবক হলেন- খাজরা ইউনিয়নের ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সভাপতি সাকিব বিল্লাহ, রায়হান খোকা, আল আমিন মোড়ল, মো. শুভ, মামুন হোসেন বাবু ও মজনু সরদার।

থানায় দেয়া এজাহারে ওই তরুণী উল্লেখ করেন, গত শুক্রবার বিকলে তিনি চাচার মোটরসাইকেলের পেছনে বসে সাতক্ষীরা আসছিলেন। এ সময় কাপসন্ডা স্কুলের কাছে কয়েকজন বখাটে যুবক তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে জাপটে ধরে। তাকে বিয়ে করতে হবে বলে জানায় সাকিব বিল্লাহ নামের এক যুবক। তারা তার কাপড় চোপড় টেনে হেঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলে। এমনকি স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়।

তিনি জানান, লজ্জাকর অবস্থায় পড়ে তিনি দৌঁড়ে পালিয়ে যান। এর পরপরই আশাশুনি থানায় গিয়ে একটি এজাহার দিয়েছেন। পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করেনি। তিনি এর বিচার দাবি করেন।

দেশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছেঃ সাংবাদিক নেতা

সাংবাদিক নেতারা বলেছেন, ধর্ষণ, গুম, খুন, ক্রসফায়ার ও দুর্নীতির কারণে দেশ আজ মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। আর এসব অপকর্মের সাথে সরকার, সরকারিদল জড়িত।বিচার চেয়েও বিচার পাওয়া যাচ্ছে না। দেশের মানুষ আজ চরম অসহায়বোধ করেছে।

রোববার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে দেশের বিভিন্ন স্থানে অব্যাহত ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং মানবিক রাষ্ট্রের দাবিতে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন আয়োজিত মানববন্ধন ও সাংবাদিক সমাবেশ নেতৃবৃন্দ একথা বলেন।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাদের গনি চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ মানববন্ধন ও সাংবাদিক সমাবেশে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রুহুল আমিন গাজী, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি শওকত মাহমুদ, বিএফইউজের মহাসচিব এম আবদুল্লাহ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি কবি আবদুল হাই শিকদার, ডিইউজের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাকের হোসাইন, জাহাঙ্গীর আলম প্রধান, বিএফইউজের সিনিয়র সহসভাপতি নুরুল আমিন রোকন, ডিইউজের সহসভাপতি শাহিন হাসনাত, তোফাজ্জল হোসেন, খন্দকার আলমগীর হোসেন, সিনিয়র সাংবাদিক রোজী ফেরদৌস, দেওয়ান মাসুদা সুলতানা, জেসমিন জুঁই প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে সাংবাদিক নেতারা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন কোন দেশে ধর্ষণ হয় না? আবার আরেক মন্ত্রী বললেন, আমেরিকা-ইউরোপ থেকে বাংলাদেশে নারী নির্যাতন কম হয়। ধর্ষণের ঘটনায় মন্ত্রীদের এমন বক্তব্য ধর্ষকদের অনুপ্রাণিত করে। ভেবে দেখুন আমরা কোন দেশে বাস করছি? তিন বছরের কন্যাশিশু থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধা ধর্ষণকারীদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। মা-বোনদের সরকারি দলের লোকেরা ধরে

নিয়ে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করছে। স্বামীর কাছ থেকে তুলে নিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ করছে। বাবা-মায়ের সামনে কন্যাকে ধর্ষণ করছে। এরকম একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে দেশে। বলা হচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে এখন মানুষ বেশি জানতে পারছে। অথচ দেশে শতকরা ৮০টি ধর্ষণের কথা প্রকাশই পায় না। বাকি শতকরা ২০টি ধর্ষণের মধ্যে আদালতে মামলা পর্যন্ত গড়ায় ১০টি। তার মধ্যে শতকরা পাঁচটি ক্ষেত্রে ধর্ষকের শাস্তি হয়। আবার যাদের শাস্তি হয় কিছু দিন পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

সাংবাদিক নেতারা নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় চাঞ্চল্যকর স্বামী-সন্তানকে বেঁধে রেখে এক নারীকে মারধর ও ধর্ষণের ঘটনায় করা মামলায় আসামি রুহুল আমিনকে জামিনে মুক্তি দেয়ার তীব্র সমালোচনা করেন। তাকে জামিন দেয়া মানেই ধর্ষককে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া। এই সরকার এভাবে ধর্ষকদের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে।

রাজনৈতিক প্রভাবে অপরাধীরা মনে করে তাদের কিছু হবে না। আর এই প্রবণতা থেকে প্রতিদিন মা-বোনের ইজ্জত কেড়ে নিচ্ছে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগাররা।

সাংবাদিক নেতারা বলেন, করোনার চেয়েও মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে ধর্ষণ প্রবণতা।এটা আগে রুখতে হবে। আমাদের মা, বোন, স্ত্রী, সন্তানরা আজ নিরাপদ নয়। সংগ্রাম

ফটো রিপোর্ট | নজিরবিহীন বন্দী বিনিময় চুক্তি, মুজাহিদগণের ভোজ আয়োজন

ক্রুসেডার ফ্রান্স ও মুরতাদ মালিয়ান সরকারের সাথে গত বৃহস্পতিবার এক নজিরবিহীন বন্দী বিনিময় চুক্তি সমাপ্ত করেছেন আল-কায়েদা শাখা জিএনআইএম ।

চুক্তি অনুযায়ী কুফ্ফার বাহিনী ১০ মিলিউন ইউরো মুক্তিপণসহ ২০৬ জন মুজাহিদকে মুক্তি দিয়েছে, বিপরীতে মুজাহিদগণ মুক্তি দিয়েছেন ৪ জন ইউরোপীয়ান নাগরিককে।

মুক্তিপ্রাপ্ত ২০৬ জন আল-কায়েদা মুজাহিদিনের সালাত আদায় এবং আনন্দগণ মুহূর্তের ভোজ আয়োজনের দৃশ্য দেখুন।

https://alfirdaws.org/2020/10/11/43124/

আসামের সব মাদরাসা বন্ধের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে বিজেপি

ভারতের উগ্র হিন্দুদত্ববাদী বিজেপি শাসিত আসামে সরকারি মাদরাসা বন্ধের সিদ্ধান্ত কার্যত চূড়ান্ত হয়েছে। বুধবার (৭ অক্টোবর) ওই রাজ্যের মধ্য শিক্ষা বিভাগের উপসচিব এস এন দাস মধ্য শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের কাছে চিঠি দিয়ে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

আসামের উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি শাসিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি মাদরাসাগুলো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এজন্য ১৪৮ জন চুক্তিভিত্তিক মাদরাসার শিক্ষককে মধ্য শিক্ষার অধীনস্থ সাধারণ স্কুলগুলোতে বদলি করা হবে।

আসামের শিক্ষামন্ত্রী ও উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেছেন, রাজ্যের সরকারি মাদরাসাগুলো বন্ধ হবেই।

রাজ্য বিধানসভাতেও বিষয়টি তোলা হয়েছে। সরকারের অবস্থান স্পষ্ট, সরকারি খরচে ধর্মীয় শিক্ষা নয়।

ধর্মগ্রন্থের পাঠ নেওয়া হবে সরকারের টাকায়, এই পরম্পরা আমরা বন্ধ করবই।

পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ হলেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর আদিল খান

পাকিস্তানের বেফাকুল মাদারিসের প্রধান মাওলানা সলিমুল্লাহ খান রহ.-এর ছেলে জামিয়া ফারুকিয়া করাচীর মুহতামিম ডক্টর মাওলানা আদিল খান সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ হয়েছেন। খবর ডেইলি জং-এর।

পাকিস্তানের পুলিশ জানিয়েছে, শাহ ফয়সাল কলোনীতে তার গাড়ীর উপর মোটর সাইকেল আরোহী অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়।

তাৎক্ষণিক তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে হাসপাতালে পৌছার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন বলে জানিয়েছে ডেইলি জং।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বরাতে ডেইলি জং জানিয়েছে, দুটি গুলি মাওলানা আদিলকে আঘাত করে, একটি ঘাড়ে, অপরটি শরীরে।

খোরাসান | কাবুল সরকারের ৭৫ সৈন্যকে বন্দী করেছে তালেবান

আফগান তালেবান মুজাহিদিন মুরতাদ কাবুল সরকারের ৭৫ সৈন্যকে বন্দী করা হয়েছে, যাদের ব্যাপারে শরিয়া আদালতে মামলা করেছে তালেবান।

তালেবানদের অফিসিয়াল 'আল-ইমারাহ্' স্টুডিও কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন বিগত কিছুদিন যাবৎ জাবুল প্রদেশের রাজধানী কালাতের উপকণ্ঠে কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে আসছেন। এসময় তালেবান মুজাহিদদের হাতে অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এছাড়াও উক্ত অঞ্চলে গত দু'দিনের অভিযানে তালেবান মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে কাবুল সরকারের ৭৫ সেনা সদস্য। পরে তালেবান মুজাহিদগণ বন্দী সৈন্যদের বিষয়ে শরিয়াহ্ আদালতে একটি মামলা করেন এবং শরিয়াহ্ আদালতের অধীনে তাদেরকে হস্তান্তর করেন।

খোরাসান | কাবুল সরকারের ৫১ জন সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবানে যোগ দিয়েছে

আফগানিস্তানের বাদাখশান প্রদেশের ৫১ জন সেনা ও পুলিশ সদস্য কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করে তালেবানে যোগ দিয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মদ ইউসূফ আহমাদ হাফিজাহুল্লাহ্ বলেছেন, আফগানিস্তানের বদখশান প্রদেশের খাওয়ান জেলার হাওজ এলাকা থেকে ৫১ জন সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবানে যোগ দিয়েছে। যারা কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তিনি আরো বলেছিলেন যে, সেনা ও পুলিশ সদস্যরা তাদের অস্ত্র এবং সরঞ্জামাদি তালেবানদের কাছে নিয়ে এসেছিলো এবং স্থানীয় তালেবান কর্মকর্তাগণ তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য সাম্প্রতিককালে মুরতাদ কাবুল সরকারের বাহিনী থেকে সেনা ও পুলিশ সদস্যদের বিচ্ছিন্নতা তীব্র আকার ধারণ করেছে, যার ফলে কয়েক মাস ধরে সামরিক বাহিনী থেকে সৈন্য ও পুলিশ সদস্যরা পদত্যাগ করেছে এবং প্রতি মাসে তালেবানে যোগ দিচ্ছে।

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় অন্তত ১০ নাপাক সৈন্য নিহত

পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর উপর ২টি সফল হামলা চালিয়েছে টিটিপি, এতে ১০ এরও অধিক পাকিস্তানী মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। গত ৯ অক্টোবর পবিত্র জুম'আর দিন পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে এই হামলা চালানো হয়।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অফিসিয়াল 'উমার মিডিয়া' কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, টিটিপির মুজাহিদগণ ঐদিন তাদের প্রথম অভিযানটি পরিচালনা করেন দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সারুয়াক এলাকায়। যেখানে মুজাহিদদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলো নাপাক বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলা।

পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর কাফেলাটি যখন স্থান পরিবর্তন করতে শুরু করে, ঠিক সেই মহুর্তেই মুজাহিদগণ একটি শক্তিশালী বোমা হামলা চালান। বোমাটি বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হলে ঘটনাস্থলেই ১ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয় এবং আরো ২ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়, যাদের মাঝে দুই সৈন্যের অবস্থা আশংকাজনক।

টিটিপির মুজাহিদগণ ঐদিন তাদের দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালনা করেন তিয়ারাজাহ সীমান্তের মুমী কারম নামক একটি এলাকায়। এখানে নাপাক বাহিনীর বিরুদ্ধে টিটিপির জানবাজ মুজাহিদদের হামলার তীব্রতা এতটাই প্রকট ছিলো যে, মুরতাদ বাহিনী প্রথমে নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করার কোন সুযোগই পায়নি।

যার ফলে মুহুর্তেই ঘটনাস্থলে ৭ মুরতাদ সৈন্যের লাশ পড়ে যায়, আহত হয় আরো ডজন খানেক মুরতাদ সৈন্য।

টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ হামলার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন যে, বিগত দিনে আমাদের দুই সাথী কমান্ডার জুলকারনাইন ও কমান্ডার এহসান (রহি.) এর শাহাদাতের প্রতিশোধ নিতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৪ কুফফার সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক ৩টি অভিযান পরিচালনা করেছেন শাবাব মুজাহিদিন, এতে ৩ সৈন্য নিহত এবং ১ সৈন্য আহত হয়েছে।

'শাহাদাহ্ নিউজ' এজেন্সীর প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, শনিবার (১০ অক্টোবর) দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের একটি শহরে ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলা লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত হয়েছিল।

অপরদিকে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে এক গোয়েন্দা সদস্যকে টার্গেট করে সফল গেরিলা হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে ঐ গোয়েন্দা সদস্য নিহত হয়।

অপরদিকে বাইদাওয়ে শহরে অন্য একটি গেরিলা হামলা চালান মুজাহিদগণ, এতে এক মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৫৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর পৃথক কয়টি হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে কমপক্ষে ৫৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, কুন্দুজ প্রদেশের আলীয়াবাদ শহরে কাবুল বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত একটি এলাকায় সফল অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ১৯ সৈন্য নিহত, ৭ সৈন্য আহত এবং ৩টি সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে। মুজাহিদগণ মুক্ত করেছেন জেলাটির খাইলী কাদা এলাকা।

একই প্রদেশের খান-আবাদ জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন, এতে মুরতাদ বাহিনীর ৭ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

এমনিভাবে হেলমান্দ প্রদেশের মারজাহ জেলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি কাফেলায় হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ, এতে মুরতাদ বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য আহত হয়েছে।

এদিকে বলখ প্রদেশের আলম-খাইল এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালিয়ে তা বিজয় করে নিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৫ সৈন্য নিহত হয়েছে, এছাড়াও মুজাহিদগণ ২ কমান্ডারসহ ৭ সৈন্যকে জীবিত বন্দী করেছেন।

১০ই অক্টোবর, ২০২০

ফটো রিপোর্ট | আফগানিস্তানের নূরস্তান প্রদেশের মনোরম দৃশ্য

উঁচু নিচু পাহাড় আর টিলায় ঘেরা আফগানিস্তানের নুরিস্তান প্রদেশের তালেবান নিয়ন্ত্রিত ওয়াইগাল জেলা, আর এই সুন্দর সুন্দর পাহাড়ের গা ঘেসেই তৈরি হচ্ছে আফগান মুসলিমদের বাসস্থান, যা ওয়াইগাল জেলার সৌন্দর্য আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এবার এমনই কিছু দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেছেন 'আল-ইমারাহ' স্টুডিও'র দায়িত্বরত মুজাহিদগণ।

https://alfirdaws.org/2020/10/10/43094/

ফটো রিপোর্ট | একটি উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করল তালেবানদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কমিশন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রিত ফারিয়াব প্রদেশের গারজিওয়ান জেলার তাগাব শান উচ্চ বিদ্যালয়ের দৃশ্য।

গত কিছুদিন পূর্ব উচ্চ বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করতে গিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল।

https://alfirdaws.org/2020/10/10/43088/

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত, ১টি সামরিযান ধ্বংস

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন, এতে ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে একটি সামরিযান।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর বরাতে জানা গেছে, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ৮ ও ৯ অক্টোবর, পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া জুড়ে প্রায় ১০টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এরমধ্যে রাজধানী মোগাদিশুতে মুজাহিদদের পরিচালিত ৩ টি হামলায় ১ পুলিশ অফিসার সহ ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য আহত হয়েছে। অন্য একটি হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিযান ধ্বংস হয়েছে। এসময় সামরিযানে থাকা সকল সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এমনিভাবে শাবেলী সুফলা রাজ্যের বাইদাওয়ে শহরেও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ সেনা অফিসারদের লক্ষ্য করে অন্য একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে এক উচ্চপদস্থ সেনা অফিসারসহ ৩ মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

ইয়ামান | মুজাহিদদের হাতে ডজন খানেক সৈন্য হতাহত

ইয়ামানের বায়দা রাজ্যে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে এসে নিহত ও আহত হয়েছে ডজন খানেক মুরতাদ সৈন্য।

খবরে বলা হয়েছে, গত ৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইয়েমেনের বায়দা রাজ্যে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত একটি এলাকায় অভিযান চালানোর চেষ্টা করে ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুথি বিদ্রোহীরা। এসময় আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ এর মুজাহিদগণ মুরতাদ সৈন্যদের উপর তীব্র জবাবি হামলা চালিয়েছেন।

'সাবাত নিউজ' এজেন্সীর তথ্যমতে, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এই অভিযানে অংশ নেওয়া ডজন খানেক হুথি বিদ্রোহীকে মুজাহিদগণ হত্যা ও গুরুতর আহত করেছেন।

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তান ভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় জিহাদী জামা'আত তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ৩টি হামলা চালিয়েছেন, এতে ৩ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ এরও অধিক সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর বরাতে জানা যায়, গত ৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের লাদা সীমান্তের একটি এলাকায় মুরতাদ সৈন্যরা টহল দেওয়ার সময় একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে, যার ফলস্বরূপ রসুল নামে এক সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়। এছাড়াও সেনা সদস্য হাবিবসহ বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। পরে তাদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এই হামলার পরে পাকিস্তান মুরতাদ সেনাবাহিনী ওই অঞ্চলটিকে ঘিরে ফেলে এবং ঘরে ঘরে তল্লাশী অভিযানের নামে জনসাধারণকে হয়রানী করতে লাগে। যার ফলে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, ঐদিন সন্ধ্যার দিকে সোয়াত জেলার কানজো এলাকায় এক পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ আবিদ নামে এক পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়।

একইভাবে ঐদিন সকাল সাড়ে ১০টায় বাজুর এজেন্সীর লুটাই মুমান্দ এলাকায় নাপাক বাহিনীর ২ সদস্যকে টার্গেট করে সফল মাইন হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছিল, যখন সৈন্যরা এক পোস্ট ছেড়ে অন্য পোস্টের দিকে যাচ্ছিল। সৈন্যরা যখন মাইনের অধিনে চলে আসে, তখনই বিকট শব্দে মাইনটি বিস্ফোরিত হয়। যার ফলে উভয় সৈন্য নিহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ ৩টি হামলারই দায় স্বীকার করেন, এবং সামরিক সংস্থাগুলিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, সামরিক বাহিনী ও তাদের সহায়তাকারী সংস্থাগুলোর উপর তাদের আক্রমণ অব্যাহত থাকবে।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৭৩ সৈন্য হতাহত, বন্দী আরো ২০

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর পৃথক কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে অন্ততপক্ষে কাবুল সরকারের ৭৩ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে আরো ২০ সৈন্য।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ ৯ অক্টোবর তাঁর টুইটবার্তায় জানিয়েছেন, কান্দাহার প্রদেশের ইমাম সাহেব জেলার একটি এলাকায় অবস্থিত কাবুল বাহিনীর একটি সেনা ইউনিটে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। এতে ৮ সৈন্য নিহত হয়েছে, এসময় সামরিক ইউনিটে দায়িত্বরত আরো ১৫ সৈন্যকে জীবিত বন্দী করেছেন মুজাহিদগণ। এছাড়াও এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ১টি গাড়ি ও ২১টি ভারি যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

অপরদিকে কুন্দুজ প্রদেশের আলিয়াবাদ জেলায় কাবুল বাহিনীর অন্য একটি সামরিক ইউনিটেও সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদগণ কাবুল সরকারের ১৯ সৈন্যকে হত্যা, ৫ সৈন্যকে বন্দী এবং সামরিক বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছেন। এছাড়াও মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনী থেকে ১০টি ভারি অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

এদিকে হেরাত প্রদেশের কমান্ডার লতিফকে গুরুতর আহত এবং ৩ সৈন্যকে হত্যা করার কথাও জানিয়েছেন তালেবান মুখপাত্র।

এমনিভাবে হেলমান্দ প্রদেশের গারিশাক জেলায় কাবুল সরকারের কমান্ডো বাহিনীর উপর একটি বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে কমান্ডো বাহিনীর ৩ অফিসার ও ৫ সৈন্য নিহত এবং ১২ সৈন্য আহত হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে ২টি গাড়ি। একই প্রদেশের গার্মিসীর জেলার জালেম কমান্ডার আব্দুর রহিমকে হত্যা এবং তার ২ দেহরক্ষীকে গুরুতর আহত করেন মুজাহিদগণ। মুজাহিদগণ ধ্বংস করে দিয়েছেন তার গাড়িটিও।

অপরদিকে বলখ প্রদেশের জিরা'আ জেলার পুলিশ হেডকোয়াটারে অন্য একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন, এতে ৫ পুলিশ সদস্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়েছে।

একইভাবে লুগার প্রদেশের আলম শহরেও মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ১০ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

---

৩৬ বছর ধরে ইহুদি কারাগারে বন্দী,সাক্ষাতের অনুমতি নেই স্বজনদের

৬৫ বছররে বৃদ্ধ মুহাম্মাদ আলতাস নামে এক ফিলিস্তিনিকে ৩৬ বছর ধরে কারাগারে বন্দি করে রেখেছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

অতি সম্প্রতি 'ফিলিস্তিন প্রিজনার সোসাইটি' (পিপিএস) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দখলকৃত পশ্চিম তীরের বেথলেহেম প্রদেশের জাবা এলাকার অধিবাসী মুহাম্মাদ আলতাসকে ইসরায়েলের দখলদারিত্বের প্রতিবাদ করার কারণে ১৯৮৫ সালে ফাতাহর সদস্য হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো।

৬৫ বছর বয়স্ক এই ব্যাক্তিকে আটক করার সময় গুলি করে গুরুতর আহত করেছিল ঘৃণ্য ইহুদি সন্ত্রাসী বাহিনী। এরপরে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও দেওয়া হয়। ইসরায়েলি দখলদার কর্তৃপক্ষের দ্বারা আটককৃত দীর্ঘতম সময়ের বন্দীদের মধ্যে তিনি একজন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ আলতাসের স্ত্রী দীর্ঘ এক বছর কোমায় থাকার পর গতো ২০১৫ সালে মারা গেছেন। তার তিন সন্তান ও ৯ নাতি-নাতনি রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে কাউকেই আলতাসের সাথে দেখা করার অনুমতি দেয়নি দখলদার ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ।

পিপিএসের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ১৯৮৩ সাল থেকে আটক থাকা করিম ইউনুস ও মেহের ইউনুসসহ ওসলো চুক্তিতে স্বাক্ষর হওয়ার আগে থেকে কারাগারে থাকা ২৬ জন ফিলিস্তিনির মধ্যে আলতাস একজন। বর্তমানে ইসরায়েলি কারাগারে এমন ৫১ জন ফিলিস্তিনী রয়েছে যারা ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাভোগ করছেন। এছাড়াও প্রায় ৫৪১ জন বন্দি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৬৭ সাল থেকে ইসরায়েলি কারাগারে ২২২ জন ফিলিস্তিনী মারা গেছেন। এছাড়া কারাগার থেকে মুক্তির পর কারাগারে থাকাকালীন চিকিৎসা অবহেলার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ মারা গেছেন আরোও কয়েক শতাধিক ফিলিস্তিনী।

সূত্র: মিডলইস্ট মনিটর

০৯ই অক্টোবর, ২০২০

সেই ফ্লয়েড হত্যাকারী পুলিশ কর্মকর্তা জামিনে মুক্ত

গলায় হাঁটু চেপে শ্বাসরোধ করে জর্জ ফ্লয়েড নামে কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে হত্যার আসামী ডেরেক চাওভিন নামে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সেই পুলিশ কর্মকর্তা ১০ লাখ ডলার মুচলেকার বিনিময়ে কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। গতকাল বুধবার তিনি মুক্তি পান।

জালিয়াতির অভিযোগে গত ২৫ মে যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার রাস্তায় ফ্লয়েডের গলায় প্রায় আট মিনিট হাঁটু চাপা দিয়ে তাকে হত্যা করে চাওভিন। যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী তীব্রতর অভিযোগ সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডারের অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে। আগামী বছরের মার্চে তার এই অভিযোগের আনুষ্ঠানিক বিচার শুরুর কথা রয়েছে। তার আগ পর্যন্ত মুক্ত থাকতে পারবেন তিনি। যদিও এ ব্যাপারে চাওভিন বা তার কোনো আইনজীবী কথা বলেননি।

ওই ঘটনায় সম্পৃক্ত থাকা চাওভিনের সঙ্গে থাকা আরও তিন পুলিশ অফিসার আলেক্সান্ডার কুয়েং, টমান ল্যান ও তু থাওকেও বরখাস্ত করা হয়। ফ্লয়েডকে হত্যায় চাওভিনকে সহযোগিতা করায় তাদের বিরুদ্ধে হত্যায় সহযোগিতা করার মামলা হয়েছে। তবে তারা জামিনে মুক্তি পেয়েছেন আগেই।

জামিনের বিষয়টি নিয়ে তীব্র নিন্দা করেছেন ফ্লয়েডের পরিবারের আইনজীবী বেন ক্রাম্প। তিনি বলেন, মাত্র ২০ ডলার নিয়ে জর্জ ফ্লয়েডের জীবন কেড়ে নেওয়ার পর ডেরেক চাওভিন আজ ১ মিলিয়ন ডলারের মুচলেকার বিনিময়ে সে তার মুক্তি কিনেছে। মুচলেকায় তার মুক্তি জর্জ ফ্লয়েডের পরিবারকে সেই বেদনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, তারা ন্যায্য বিচার পাওয়া থেকে এখনো অনেক দূরে। আমাদের সময়

স্ত্রীকে ৪ টুকরা করে হত্যা পুলিশ সদস্যের

৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে চার টুকরা করে হত্যা করেছে সাদ্দাম হোসেন নামে এক পুলিশ সদস্য। বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার তাফালাবাড়ী বাজার এলাকা পারিবারিক কলহের কারণে হত্যাকাণ্ডের এ ঘটনাটি ঘটে। ভোরে লাশ উদ্ধার করা হয়।

জনগণ জানিয়েছে, স্থানীয় তাফালবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির কনেষ্টবল মো. সাদ্দাম হোসেন (৩৫) তার দ্বিতীয় স্ত্রী জোসনা বেগমকে (৩০) নিয়ে তাফালবাড়ী বাজারের একটি বাসায় বসবাস করতেন। তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকতো। এর জের ধরে নিজের ৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে খুন করেন সাদ্দাম।

যেভাবে খুন হন জোসনা বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জোসনা বেগমের দেহ থেকে মাথা কেটে ফেলেন সাদ্দাম। পরে দুই হাতের কবজি আলাদা করে ফেলেন। পেট কেটে ৪ টুকরা করে জোসনার গর্ভের বাচ্চাটিকে বের করে ফেলেন।

আজ শুক্রবার সকালে শরণখোলা থানায় সাদ্দামের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন নিহত জোসনার মা জুলেখা বেগম।

জানা গেছে, এক বছর আগে খুলনার রূপসা থানার চানপুর গ্রামের বাসিন্দা জোসনাকে বিয়ে করেন সাদ্দাম। তার বাবার নাম আ. লতিফ। তাদের বাড়ি সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার বড়দল গ্রামে। ২০১৩ সালে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেন সাদ্দাম। সেখান থেকে গত তিনমাস আগে ফকিরহাট থেকে তাফালবাড়ীর পুলিশ ফাঁড়িতে তিনি যোগদান করেন। আমাদের সময়

রাখাইনে ‘উন্মুক্ত কারাগারে’ লক্ষাধিক মুসলিম আটক

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এক বিবৃতিতে জানায়, মিয়ানমারের সরকার রাখাইন রাজ্যে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার রোহিঙ্গা মুসলিমকে বছরের পর বছর নোংরা ক্যাম্পে আটক করে রেখেছে।

বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঢালাওভাবে আটক’ রোহিঙ্গাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি।

২০১২ সালে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো শুরু করার পর থেকে রোহিঙ্গা ও কামান মুসলিমদের ‘উন্মুক্ত বন্দিশিবিরে’ আটক করে রাখা হয়েছে বলে উঠে এসেছে এ রিপোর্টে।

১৬৯ পৃষ্ঠার রিপোর্টে মধ্য রাখাইন রাজ্যে ২৪টি ক্যাম্পের ‘অমানবিক’ পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়।

উল্লেখ করা হয়, রোহিঙ্গাদের জীবনযাত্রা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্য ও আশ্রয়ের অধিকারের পাশাপাশি তাদের মানবিক সহায়তা পাওয়ার অধিকারও ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

ক্যাম্পে আটক থাকা রোহিঙ্গাদের মধ্যে পানি বাহিত রোগ, অপুষ্টির মাত্রা এবং শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার বেশি।

রিপোর্টের লেখক ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিষয়ক গবেষক শায়না বাউকনার বলেন, “মিয়ানমার সরকার দাবি করে যে তারা সবচেয়ে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ করছে না। কিন্তু তাদের এই দাবি ফাঁকা বুলির মতো শোনাবে যদি তারা রোহিঙ্গাদের পূর্ণ আইনি সুরক্ষাসহ ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে না দেবে।”

সংস্থাটি বলছে, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে উত্তর রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর চালানো গণহত্যা ও নির্যাতনের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে ২০১২ সালের পদক্ষেপ।

২০১৮ সালের পর থেকে ৬০ জনেরও বেশি রোহিঙ্গা, কামান মুসলিম এবং মানবাধিকার কর্মীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে রিপোর্টটি। এ ছাড়া শতাধিক সরকারি, বেসরকারি অভ্যন্তরীণ নথিসহ জাতিসংঘের রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, মিয়ানমার ও রাখাইন রাজ্যের সরকারের কাছে ক্যাম্পগুলোর পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য বারবার আহ্বান জানানো হলেও কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে সেসব আহ্বান উপেক্ষা করে এসেছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে, মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ দীর্ঘসময় ধরে রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করার চেষ্টা করছে আর সেই পরিকল্পনার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ২০১২ সালে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালায়।

রাখাইন রাজ্যে কর্মরত একজন জাতিসংঘ কর্মকর্তা ২০১২ সালে মিয়ানমারের সরকারের মনোভাব সম্পর্কে বলেন, “তাদের মনোভাব ছিল কোণঠাসা করা, আবদ্ধ করা এবং শত্রুকে আটক রাখা।”

২০১৭ সালের এপ্রিলে ২০১২ সালে তৈরি করা অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো বন্ধ করার ঘোষণা দেয় মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ। ২০১৯ সালে তারা ‘অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন ও আইডিপি ক্যাম্প বন্ধের জাতীয় কর্মসূচি’ হাতে নিলেও সেসময় ক্যাম্পের পরিধি বাড়িয়ে কার্যত রোহিঙ্গাদের নিজেদের বাসস্থানে ফিরে যাওয়ার সুযোগ আরও সীমিত করে দেয়।

কামান মুসলিম সম্প্রদায়ের এক নেতা বলেন, “এখন পর্যন্ত একজনও ফিরে যেতে পারেনি, একজনকেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। এখনো আমরা সরকারকে আমাদের জায়গার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছি।”

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সঙ্গে কথা বলা একজন রোহিঙ্গাও মনে করেন না যে তাদের অনির্দিষ্টকালের শাস্তির মেয়াদ কখনো শেষ হবে বা তাদের সন্তানরা কখনো স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারবে।

ফটো রিপোর্ট | শিক্ষার্থীদের নিয়ে তালেবানের সাংস্কৃতিক-সভা

আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের খান আবাদ জেলার আকাশাশ অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক-সভার আয়োজন করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। ইমারতে ইসলামিয়ার সাংস্কৃতিক কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশ ও মানসিক প্রফুল্লতা নিশ্চিতকরণে রাখা হয় প্রতিযোগিতা পর্বও। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে বিতরণ করা হয় জ্ঞানমূলক বই।

https://alfirdaws.org/2020/10/09/43053/

০৮ই অক্টোবর, ২০২০

বকেয়া বেতনের দাবিতে চা শ্রমিকদের আন্দোলন, উত্তাল শ্রীমঙ্গল

বিভিন্ন স্লোগানে ও হাতের লেখা ফেস্টুন নিয়ে বিশাল এক মিছিলে বৃহস্পতিবার চা শ্রমিকরা উত্তাল করে তোলে চায়ের রাজধানীখ্যাত মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল।

তারা অবিলম্বে চা শ্রমিকদের চুক্তি সম্পাদন ও শ্রমিকদের নতুন মজুরি, নতুন বোনাস প্রদানসহ বকেয়া টাকা ও বকেয়া বোনাস প্রদান করার দাবিতে সড়ক অবরুদ্ধ করে মানববন্ধন ও কর্মবিরতি পালন করে শহরের চৌমোহনা চত্বরে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় শহরের কলেজ রোড হয়ে চৌমোহনা চত্বরে এসে জড়ো হয় সহস্রাধিক নারী-পুরুষ চাশ্রমিক। এ সময় ঢাকা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ সকল সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

তাদের স্লোগান তুলেন- বকেয়া মজুরি পরিশোধ করতে হবে, করতে হবে, নতুন বোনাস দিতে হবে, পরিশোধ করতে হবে, ২৬০ টাকা মজুরি দিতে হবে, মানতে হবে, চা শ্রমিকের সংগ্রাম চলবে চলবে, আমাদের দাবি, আমাদের দাবি, মানতে হবে মানতে হবে, নতুন বোনাস নতুন এরিয়া দিতে হবে দিতে হবে, দুই মাসের মজুরির সমান বোনাস দিতে হবে মানতে হবে।

পরে আধাঘণ্টা পর চাশ্রমিকরা চৌমোহনা চত্বর ত্যাগ করে মিছিল নিয়ে শহরের স্টেশন রোড হয়ে চলে যায়।

এ সময় চা শ্রমিকরা বলেন, বর্তমানে মুজুরি ১০২ টাকা দিয়ে চাশ্রমিকদের সংসার চালানোসহ সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই শ্রমিকদের কমপক্ষে ৩০০ টাকা মজুরি ও দুর্গাপূজার আগেই চা শ্রমিকদের নতুন মজুরিসহ বেতনকাঠামো বাস্তবায়নের দাবি জানান তারা।

নয়া দিগন্ত

শেরপুরে নিজ বাড়িতে খুন সেনাসদস্যের স্ত্রী

শেরপুর শহরের কসবা এলাকার নিজ বাড়িতে খুন হয়েছেন সুদান মিশনে থাকা এক সেনা সদস্যের স্ত্রী। ৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়দের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে সদর থানা পুলিশ বসতবাড়ির উঠান থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করেছে। নিহতের গলায় ধারালো অস্ত্রের জখমের চিহ্ন রয়েছে। দুই সন্তানের জননী নিহত সৌরভী বেগম (৩৫) সেনা সদস্য নাজিম উদ্দিনের স্ত্রী।

শেরপুর সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পারিবারিক একটি সূত্রে জানা গেছে, সপ্তাহখানেকের মধ্যে মিশনে থাকা সেনা সদস্য বাড়ি ফেরার কথা রয়েছে। এর মধ্যেই স্ত্রী খুনের ঘটনাটি রহস্যের সৃষ্টি করেছে।

কালের কণ্ঠ

জায়েজ বিয়ে দিয়েও কাজী কারাগারে, বরের অর্থদণ্ড

নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলায় জায়েজ বিয়েতে অংশ নেওয়ায়ও কাজী আনোয়ার পারভেজ ওরফে এনামুল কাজীকে আটক করে কারাগারে পাঠিয়েছে তাগুত বাহিনীর ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার রাতে গুরুদাসপুর পৌর শহরের ৮নম্বর ওয়ার্ড গাড়িষাপাড়া মহল্লায় এ ঘটনা ঘটে। এদিন রাতেই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে কাজিকে ৬ মাসের জেল এবং বর সুরুজ আলীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আবু রাসেল ওই আদালত পরিচালনা করেন।

স্থানীয় ও উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার বিয়াঘাট ঘাটপাড়া গ্রামের আফসার আলীর ছেলে সুরুজ আলীর সঙ্গে পৌর এলাকার গাড়িষাপাড়া মহল্লার নবম শ্রেণির ছাত্রীকে (১৪) কাজির বাড়ি নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এ সময় উপজেলার গাড়িষাপাড়া মহল্লা থেকে কাজি আনোয়ার পারভেজ ওরফে এনামুল কাজির বাড়ি থেকে তাদের আটক করে।

আমাদের সময়

চলতি বছরেই আফগানিস্তান থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহার করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

চলতি বছরের ২৫ ডিসেম্বরের আগেই আফগানিস্তান থেকে সকল সেনা সরিয়ে নিতে চাচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

এক টুইটবার্তায় ট্রাম্প লিখেন- ‘বড়দিনের মধ্যে আফগানিস্তানে আমাদের অবশিষ্ট 'বীর পুরুষ ও নারীদের’(সৈন্য) ফিরিয়ে আনা উচিৎ বলে মনে করছি।’

ট্রাম্পের এই টুইটের পর বিশ্লেষকেরা বলছেন, অনেক দেরিতে হলেও ট্রাম্প-প্রশাসন সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমনটা হলে আফগানিস্তানে দীর্ঘমেয়াদী শান্তিপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

এর আগে আফগানিস্তানে মার্কিন সুরক্ষাবিষয়ক দুই শীর্ষ কর্মকর্তা রবার্ট ও ব্রায়ান জানিয়েছিল, তারা আগামী বছরের শুরুর দিকে মার্কিন সৈন্য কমিয়ে আড়াই হাজারে নিয়ে আসতে চায়। বাকি সৈন্যরা চুক্তি অনুযায়ী ২০২১ সালের মে মাসের মধ্যে আফগান ছাড়বে।

সেনা কর্মকর্তাদের এই বিবৃতি ট্রাম্পের বিবৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

তবে বিশ্লেষকদের মত, মার্কিন সৈন্যরা প্রতিদিন যেভাবে তাদের সামরিক ঘাঁটিগুলো গুটিয়ে নিয়ে রাজধানীর দিকে ফিরছে, তাতে মনে হয় প্রত্যাহার-প্রক্রিয়ায় কালবিলম্ব করবে না যুক্তরাষ্ট্র। চলতি বছরেই আফগান ছাড়বে অবশিষ্ট সৈন্যরা।

মার্কিনীদের এভাবে লেজগুটিয়ে ফিরে যাওয়া মেনে নিতে পারছে না আঞ্চলিক তাবেদার গোষ্ঠীগুলো। তালেবানের এই বিজয়ে অস্তিত্বসংকটে আশরাফ গনি ও ইমরান প্রশাসন। ব্রাহ্মণ্যবাদী মোদি সরকারও অসহায় দীর্ঘঃশ্বাস ছাড়ছে।

৭ অক্টোবর আফগানিস্তানে ক্রুসেডার মার্কিন ও ন্যাটো জোটের আগ্রাসনের ১৯ বছর পূর্ণ হলো। ২০০১ সালের ওই দিনে রাত্রিবেলা তালেবান খিলাফাহর পতন ঘটাতে মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহিমাহুল্লাহর বাড়িতে হামলার মধ্যদিয়ে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করে পশ্চিমা ক্রুসেডার ও তাদের মিত্ররা। এরপর দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ দেশটিতে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে আসছে ক্রুসেডার মার্কিন শক্তি।

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ করে ভিডিও ধারণ আওয়ামী লীগ নেতার, থানায় মামলা দায়ের ভুক্তভোগীর

নাটোরে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ করে ভিডিও ধারণ করেছে আওয়ামী লীগ নেতা গোলজার। গোলজার জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার জোনাইল ইউনিয়নের নাজিরপুর গ্রামের মোতালেব হোসেনের ছেলে এবং জোনাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

এছাড়াও ধর্ষণের পর ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে হাতিয়ে নেয় ২০ হাজার টাকা। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর স্বামী টাকা ফেরত চাইতে গেলে মারধর করে গোলজারের সন্ত্রাসী যুবলীগ বাহিনী। বুধবার বিকালে বিষয়টি মীমাংসার জন্য সালিস বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সালিসে ওই গৃহবধূ ধর্ষণ ও নির্যাতনের বিষয়টি প্রকাশ করেন। কিন্তু ধর্ষণের বিষয়টি আপোষযোগ্য না হওয়ায় শালিস ভন্ডুল হয়ে যায়। পরে ওই গৃহবধূ থানায় ধর্ষণের মামলা দায়ের করেন।

কালের কণ্ঠ

দুই সন্তানের জননীকে ধর্ষণ পুলিশ সদস্যের

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে দুই সন্তানের জননীকে ধর্ষণে করেছে এক পুলিশ সদস্য। বুধবার (৭ অক্টোবর) রাতে ওই পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। সে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে কর্মরত।

কালের কণ্ঠ

মৌলভীবাজারে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রলীগের হামলা

ধর্ষকদের শাস্তির দাবিতে মৌলভীবাজারে আন্দোলনরতদের ওপর একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। এতে আন্দোলনরত পাঁচজন আহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে মৌলভীবাজার প্রেসক্লাবের সামনে ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ চলাকালে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শহরের চৌমুহনা থেকে মিছিল নিয়ে এসে আন্দোলনরতরা মৌলভীবাজার প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ করাকালে আকস্মিক ১৫-২০ জনের একদল দুর্বৃত্ত সমাবেশকারীদের উপর হামলা চালায়। আহতরা মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যা হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

আন্দোলনকারীদের একজন রেহনোমা রুবাইয়াৎ বলেন, ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনে আমাদের উপর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আতর্কিত হামলা করে। এখানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমরা মানববন্ধন ও সমাবেশ করছিলাম।

তিনি বলেন, 'ধর্ষণের সাথে ছাত্রলীগ, চুরি-ডাকাতির সাথে ছাত্রলীগ, সব কিছুতেই ছাত্রলীগ। একটা ভালো প্রোগ্রাম করলেও ছাত্রলীগ এসে হামলা করে।'

কালের কণ্ঠ

কেনিয়া | ক্রুসেডারদের টার্গেটকরে আল-কায়েদার বড়ধরনের হামলা, ১টি সামরিযান ধ্বংস

কেনিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় ওয়াজির শহরে ক্রুসেডার সৈন্যদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছে আল-শাবাব মুজাহিদিন। বুধবার এ হামলা পরিচালনা করা হয়।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সির খবরে বলা হয়, এই হামলায় অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করেছেন শাবাব মুজাহিদিন। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, হামলায় অসংখ্য সৈন্য হতহত হয়েছে। তবে অভিযান শেষে মুজাহিদিনরা ঘাঁটিটি অবরুদ্ধ করে রাখায় হতাহতের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে পারেনি কোনো সূত্র।

অপরদিকে উত্তরাঞ্চলীয় মানাদিরা শহরের শাইখ-বুরু এলাকায় কেনিয়ান ক্রুসেডার সৈন্যদের উপর চালানো অপর এক অভিযানে বেশ কয়েকজন শত্রুসেনা নিহত হয়েছে। পরে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায় শত্রুরা। এই অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়।

উল্লেখ্য, সোমালিয়ার পাশাপাশি কেনিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতেও শক্ত সামরিক ঘাঁটি স্থাপন ও হামলা-অভিযান দ্বিগুণ করার দিকে মনোনিবেশ করেছে আল-কায়েদা, এমন সতর্কতা দিয়েছে দেশটির গোয়েন্দা বিভাগ।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার পর কেনিয়ার উত্তরাংশে দীর্ঘ সময় যাবৎ সশস্ত্র হামলা চালিয়ে আসছেন আল-কায়েদা যোদ্ধারা। সম্প্রতি যার তীব্রতা কয়েগুণ বেড়েছে।

সোমালিয়া | রাজধানীতে আল-শাবাবের হামলা, নিহত অন্তত ১৭ শত্রুসেনা

সোমালিয়ার রাজধানী মোদাদিসুতে বড়ধরনের দুটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন হারকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। বুধবার রাজধানীর জাজিরা ও আল-বাসিরা অঞ্চলে মার্কিন মদদপুষ্ট সরকারি বাহিনীর তিনটি ঘাঁটিতে এসব হামলা চালানো হয়।

এরমধ্যে জাজিরা অঞ্চলে অভিযানকালে উভয়পক্ষের মধ্যে চলে তীব্র লড়াই। গুলি ও আর্টিলারির শব্দে কেঁপে উঠে পুরো অঞ্চল। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ১০ শত্রুসেনা নিহত হয়।

সোমালীয় মুরতাদ সেনাবাহিনী(এসএনএ) এক অফিসিয়াল বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই অভিযানে তাদের তিন সেনা নিহত হয়েছে। এছাড়াও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের ৬টি সামরিক গাড়ি। জব্দ করা হয়েছে আরো ২টি জিপ।

তবে নিহতের সংখ্যা আরো বেশি বলে জানিয়েছে শাহাদাহ নিউজ এজেন্সি। এছাড়াও ঘাঁটি থেকে সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরিয়ে নিয়েছেন মুজাহিদিন।

একই দিনে রাজধানী মোগাদিশুর আল-বাসিরা শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর অপর এক সফল অভিযান চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের বোমা হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৬ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৪।

এছাড়াও মুজাহিদদের এই হামলায় শত্রুপক্ষের ১টি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

ইয়ামান | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ১ মুরতাদ সৈন্য নিহত

ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ হুথি বিদ্রোহীদের টার্গেট করে একটি স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন আনসারুশ শারিয়াহ মুজাহিদিন। মঙ্গলবার ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের তৈয়ব এলাকায় এই হামলা চালানো হয়। হামলায় ১ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

আল-কায়েদা অফিসিয়াল আল-মালাহিম মিডিয়া প্রকাশিত এক খবরে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

---

১০ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করলো ইউনিয়ন কৃষকলীগ সভাপতি

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় এক ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি ১০ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ করেছে। এ ঘটনায় বুধবার সকালে নালিতাবাড়ী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ভুক্তভোগী শিশুর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার কাকরকান্দি ইফনিয়নের কৃষকলীগের সভাপতি হারুন মণ্ডলের বাড়িতে ভুক্তভোগী শিশু (১০) গৃহপরিচারিকার কাজ করতো। ওই গৃহপরিচারিকাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ধর্ষণ করে হারুন। পরে ওই শিশু গৃহপরিচারিকা কাজ বাদ

দিয়ে নিজের বাড়িতে চলে আসে। নিজ বাড়িতে আসার কয়েক দিন পর তার ভাই ও ভাবি ফের হারুনের বাড়িতে কাজের জন্য যেতে বলে। কিন্তু ওই শিশু হারুনের বাড়িতে কাজে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে ওই শিশু তার ভাবিকে ধর্ষণের বিষয়টি জানায়।

এরপর বিষয়টি জানাজানি হয়। পরে ওই শিশুর পরিবারের লোকজন হারুনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তুলে। বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার জন্য হারুন গোপনে একটি সালিশ ডাকেন। সালিশে ওই শিশুর পরিবারের লোকজনকে নিয়ে আসা হয়। পরে বিষয়টি কাউকে না জানানোর শর্তে কিছু টাকা জরিমানা দেয়। তবে সালিশের সপ্তাহখানেক পর বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হয়ে যায়। এরপর গত মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযুক্ত হারুনের শাস্তির দাবিতে অনেকে পোস্ট দেন।

বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর থেকে ভুক্তভোগী ও তার পরিবারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে বুধবার ভোরে পাশের হালুয়াঘাটের জুগলী ইউনিয়নের রণকুঠোরা গ্রামে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে তাদের উদ্ধার করে।

নয়া দিগন্ত

যুবলীগ নেতার তাণ্ডবে ক্ষতবিক্ষত গ্রাম, প্রতিবাদ হলেই মামলা

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সাটিয়াজুরী ইউনিয়নের দ্বারাগাঁও গ্রাম ক্ষতবিক্ষত বালু উত্তোলনে। বসতভিটা হারাচ্ছেন গ্রামের দরিদ্র মানুষ। ভেঙে পড়েছে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎলাইন, কবরস্থান ও শ্মশানঘাট। প্রতিদিন ৭০-৭৫টি ড্রেজার মেশিন দিয়ে ফসলিজমি থেকে বালু উত্তোলনের ফলে হুমকির মুখে পড়েছে পুরো গ্রাম।

ইতিমধ্যে অনেকেই বালুখেকোদের তাণ্ডবে বাড়িঘর অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছেন। গ্রামের যুবকরা অবৈধভাবে এসব বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাদের মামলা দিয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে প্রভাবশালী বালুখেকোরা। মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ জন বালুখেকোর কারণে বিলুপ্ত হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী দ্বারাগাঁও গ্রাম।

এদিকে গত রবিবার বিকেলে চুনারুঘাটের সহকারী কমিশানর (ভূমি) মিলটন চন্দ্র পালের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত দারাগাঁও গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২৬টি ড্রেজার মেশিন এবং প্রায় পাঁচ হাজার

ফুট পাইপ ভেঙে নষ্ট করে দিয়েছে। অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে আব্দুল করিমকে এক বছর ও কদ্দুছ মিয়াকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

স্থানীয়রা জানান, চুনারুঘাট উপজেলার দ্বারাগাঁও গ্রামের যুবলীগ নেতা মশ্বব আলী কাউসারের নেতৃত্বে ৩০ থেকে ৩৫ জনের একটি দল গ্রামে বালু সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন। তাদের মদদ দিচ্ছে পার্শ্ববর্তী বাহুবলের জয়পুর গ্রামের ফারুক মিয়াসহ আরো ৮-১০ জনের একটি চক্র। এ চক্রটি গ্রামের ৩০-৩৫ জনের কাছ থেকে জমি ভাড়া নিয়ে বড় বড় ড্রেজার মেশিন বসিয়ে বালু উত্তোলন করে। বালু ট্রাক্টর দিয়ে পরিবহন করে কামাইছড়া এলাকার ডিপোতে নিয়ে আসে। ডিপো থেকে বালু দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বালু বিক্রি করে তারা কোটিপতি হলেও গ্রামের মানুষ হচ্ছে নিঃস্ব।

বালু উত্তোলনের ফলে বড় বড় গর্ত তৈরি হচ্ছে এবং এসব গর্ত থেকে আবারও বালু উত্তোলনের কারণে ভাঙছে ফসলিজমি ও বসতঘর। এসব বালু আবার ফসলিজমিতে ডিপো করে পরিবহন ও লোড-আনলোড করার কারণে ফসলিজমিও নষ্ট হচ্ছে। কামাইছড়া থেকে দ্বারাগাঁও পর্যন্ত পাঁচটি ব্রিজ রয়েছে চরম হুমকিতে। যেকোনো সময় এসব ব্রিজ ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। বিচ্ছিন্ন হতে পারে ফিনলে টি কম্পানির চা পরিবহন ও যাতায়াত। একইভাবে বালু পরিবহন ও উত্তোলনের কারণে হুমকির মধ্যে রয়েছে দ্বারাগাঁও চা বাগান।

এ বিষয়ে সাটিয়াজুরী ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ বলেন, দ্বারাগাঁও গ্রামে বালুখেকোরা হরিলুট চালাচ্ছে, সব দলের লোকজন মিলেই গ্রামে বালু উত্তোলন করছে, গ্রামের বাড়িঘরের প্রতি তাদের কোনো দরদ নেই। তিনি এ বিষয়ে উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় বারবার অবগত করছেন বলেও জানান। তিনি বলেন, গ্রামবাসী এ বিষয়ে সচেতন না হলে ভয়াবহ পরিণতি হবে। কালের কণ্ঠ

আদালতে শিবির নিয়ে আবরারের বাবাকে হয়রানি

হত্যার শিকার বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ ইসলামী ছাত্রশিবিরে যুক্ত ছিলেন- এমন অভিযোগসহ শিবির নিয়ে একের পর এক প্রশ্নে জর্জরিত করা হয়েছে তার বাবা মো. বরকত উল্লাহকে। আসামিপক্ষের আইনজীবীদের শিবির সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে ‘না’ বলেন আবরারের বাবা।

গতকাল মঙ্গলবার আলোচিত এ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণের দ্বিতীয় দিনে মাঝে এক ঘণ্টা বিরতি দিয়ে আট ঘণ্টা বাদী বরকত উল্লাহকে জেরা করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। এ জেরার মধ্য দিয়ে বাদীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হলো। ঢাকার ১ নম্বর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক আবু জাফর মো. কামরুজ্জামানের আদালতে এ সাক্ষ্যগ্রহণ হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের অন্যতম কৌঁসুলি আবু আবদুল্লাহ ভূঞা জানিয়েছেন, আজ বুধবার মামলার রেকর্ডিং কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক (এসআই) সোহরাব হোসেন এবং সুরতহালের সাক্ষী এসআই দেলোয়ার হোসেন সাক্ষ্য দেবেন।

গত সোমবার ট্রাইব্যুনালে বাদী বরকতউল্লাহর সাক্ষ্যগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু হয়। কুষ্টিয়ার অবসরপ্রাপ্ত এই ব্র্যাককর্মী জবানবন্দি দিতে গিয়ে কেঁদে কেঁদে সন্তান হত্যার বিচার চান। মঙ্গলবার জেরায় বরকত উল্লাহকে আসামিপক্ষের এক আইনজীবী বলেন, 'আবরার ছাত্রশিবিরে যুক্ত ছিলেন'। উত্তরে 'না' বলেন আবরারের বাবা।

এ সময় আরেক আইনজীবী বলেন, 'শিবিরের কমীদের ইন্ধনে ছাত্রলীগের কর্মীদের ওপর দায় চাপিয়ে এ মামলার এজাহার করা হয়েছে এবং এজাহার দাখিলের সময় শিবিরের সদস্যদের দিয়ে বাদী পরিবেষ্টিত ছিলেন।' এ কথার উত্তরেও 'না' বলেন বরকত উল্লাহ। আবরারের লাশ কয়েকজন শিবিরকর্মী ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গ থেকে নিয়ে বাদীর শ্যালক আব্দুল কাদেরকে বুঝিয়ে দেন বলে দাবি করেন এক আইনজীবী। এ কথায় আবরারের বাবা বলেন, 'আমি তাদের চিনি না। আমি মর্গে ঢুকি নাই, বাইরে ছিলাম।'

এক আইনজীবী বলেন, 'আপনি এমনভাবে শিবিরের কমীদের দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিলেন যে আপনি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাউকে হত্যার বিষয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন নাই।' আবরারের বাবা তা অস্বীকার করলেও মামলা করার বিষয়ে বুয়েট ভিসি কিংবা প্রক্টরের কাছে কোনো তথ্য জানতে না চাওয়ার কথা স্বীকার করেন। এক আইনজীবী প্রশ্ন করেন, 'আবরারকে কারা কারা ডেকে নিয়েছিল এবং ২০১১ নম্বর কক্ষে কারা ছিল, তা আপনি জানেন?' এসময় মৌন ছিলেন বরকত উল্লাহ।

এক আইনজীবী বলেন, 'বুয়েট কর্তৃপক্ষ আবরার হত্যার দায় এড়াতে আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে আইনজীবী নিয়োগ দিয়েছে। এ ঘটনাটি বুয়েট কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে ঘটেছে। যেহেতু আপনি (বাদী) শিবিরের সদস্যদের দিয়ে পরিবৃত ছিলেন, সে কারণে আপনি আবরার হত্যার দায় আপনার অজান্তেই আসামিদের ওপর চাপিয়েছেন। এ মামলায় আপনি নিজে বাদী না বুয়েট থেকে মামলা করা হয়- আসামি পক্ষের আইনজীবীর এই প্রশ্নে বুয়েট কর্তৃক নিয়োজিত

আইনজীবী এহসানুল হক সমাজী প্রতিবাদ করেন। এ নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এহসানুল হক সমাজী, আবু আবদুল্লাহ ভূঞা ও আসামিপক্ষের আইনজীবী ফারুক আহাম্মদ, মঞ্জুর আলম মঞ্জু, শহীদুল ইসলামের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। পরে বিচারকের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

আসামি অমিত সাহার আইনজীবী মঞ্জু বাদীকে জেরা করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, ‘অমিতের নাম এজহারে নেই, আর বাদীও তার জবানবন্দিতে অমিতের নাম ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে কিছু বলেননি।’

আসামি মনিরুজ্জামান মনিরের পক্ষে আইনজীবী শহীদুল ইসলাম, আসামি মতিউল, শামীম বিল্লাহ, মিজানুর রহমান মিজান, এসএম মাহমুদ সেতুর পক্ষে ফারুক আহম্মদ জেরা করেন। এ মামলার আসামিদের মধ্যে ২২ জন গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। বাকি তিনজন পলাতক রয়েছেন। আমাদের সময়

সরকারি চাল আত্মসাৎ করে ইউপি চেয়ারম্যান বরখাস্ত

সরকারি চাল আত্মসাতের দায়ে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউপি চেয়ারম্যান মনির হাসান রিন্টুকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। রিন্টু উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক। কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম বুধবার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মঙ্গলবার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি পাওয়ার কথা জানিয়েছেন ইউএনও।

সংশিষ্ট সূত্র জানায়, ২০১৮ সালের জুন মাসে চাপড়া ইউপির চেয়ারম্যান মনির হাসান রিন্টুর বিরুদ্ধে ২৪৯ বস্তা (৭.৪৭০ মেট্রিক টন) সরকারি চাল (ভিজিডি) আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর বিষয়টি তদন্ত করা হয়।

এ বিষয়ে কথা বলতে চেয়ারম্যান মনির হাসান রিন্টুর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাকে পাওয়া যায়নি।

আমাদের সময়

সীমান্ত সন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে নিহত ৩, লাশ ভাসছে মহানন্দায়

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটে মহানন্দা নদীতে ভাসছে বিএসএফের গুলিতে নিহত তিন বাংলাদেশির মৃতদেহ। গত ১ অক্টোবর গভীর রাতে বিএসএফের গুলিতে ওই তিন বাংলাদেশি নিহত হন বলে স্থানীয়রা জানান। এরপর থেকে ভোলাহাটের বজরাটেক আলীসাহাসপুর সীমান্তের মহানন্দা নদীতে মাছ ধরা বন্ধ রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে ৭-৮ জনের একটি চোরাকারবারি দল ভোলাহাটের বজরাটেক আলীসাহাসপুর সীমান্তের ওপারে ভারতের সুখনগর সীমান্তে গরু আনতে যায়। এ সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী সুখনগর বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। কয়েকজন নদী সাঁতরে পালিয়ে এলেও গুলিবিদ্ধ হন ৩-৪ জন। এরপর থেকে ওই এলাকার জেলেদের নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশের সীমান্ত বাহিনী বিজিবি।

রোববার বিকালে জেলেদের বিছানো জাল তুলে আনার জন্য ১ ঘণ্টার সময় দেয় বিজিবি। জাল তুলতে গিয়ে মহানন্দা নদীর সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলারের (৪১ ও ৪২) কাছে দুটি স্থানে পানির মধ্যে দুটি লাশ একসঙ্গে বাঁধা এবং অপর লাশটি ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান জেলেরা। এ সময় আতঙ্কিত জেলেরা দ্রুত ফেরত আসেন।

স্থানীয় জেলে সানাউল হক, আমিন আলী, মোহন আলী বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে দুটি গুলির শব্দ আমরা শুনেছি। এরপর শুক্রবার সকাল থেকে স্থানীয় জেকে পোলাডাঙ্গা বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা আমাদের নদীতে মাছ ধরতে দেয়নি। গত রোববার এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের জালগুলো তুলে আনার অনুমতি দেয়।

জেলে আবদুল জলিল যুগান্তরকে বলেছেন, জাল তুলে আনতে গিয়ে নদীর শেষ সীমানায় একটি লাশ ভাসতে দেখেছি।

জেলে সাদিকুল ইসলাম বলেন, নদীর শেষ সীমানায় বেগুনের ক্ষেতের পাশে দুটি লাশ একত্রে বাঁধা অবস্থায় দেখেছি। এরপরই ভয়ে দ্রুত ওই এলাকা থেকে চলে আসি।

এ বিষয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৫৯ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মাহমুদুল হাসান জানান, ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী বিএসএফের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা এ ধরনের কোনো ঘটনা জানা নেই বলে জানিয়েছে।

সূত্র:যুগান্তর

ইসরায়েলী সেনাদের গুলিতে আরও এক ফিলিস্তিনি যুবক নিহত

পশ্চিম তীরে ইহুদিবাদী ইসরায়েলী সেনাদের গুলিতে ফিলিস্তিনের আরো এক যুবক নিহত হয়েছেন। এছাড়াও আহত হয়েছেন অপর এক যুবক।

জায়নিস্ট টিভি চ্যানেল-২০ এ বলা হয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় পশ্চিম তীরের পূর্বে অবস্থিত আইনাফ শহরের কাছে ওই যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়।

অপরদিকে ইসরায়েলী কর্তৃপক্ষ বরাবরের মতোই এই হত্যাকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গাইছে। তাদের দাবি, ওই দুই যুবক জায়নবাদিদের লক্ষ্য করে মলোটভ ককটেল এবং আগ্নেয় উপকরণ নিক্ষেপের চেষ্টা করেছিলো।

সূত্র: ইকনা।

৭০ বছরে ফিলিস্তিনিদের ১ লাখ ৬৬ হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছে ইসরায়েল

ইহুদিবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের ১ লাখ ৬৬ হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছে। উদ্বাস্তু হয়েছে ১০ লক্ষ ফিলিস্তিনি।

আরব স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশনের ল্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এক রিপোর্টে এ তথ্য জানিয়েছে। গতো ৬ আগস্ট অ্যাসোসিয়েশনটির বরাতে ফিলিস্তিনি ইনফরমেশন সেন্টার এই খবর প্রচার করে।

জেরুসালেম-ভিত্তিক এই সংগঠনটি জানায়, ১৯৪৭ সালে ফিলিস্তিনের ভূমিতে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত দেড়লক্ষাধিক বাড়িঘর ধ্বংস করেছে দখলদার ইহুদি বাহিনী। প্রায় ১০ লাখ ফিলিস্তিনি হয়েছেন বাস্তুচ্যুত। উপর্যুপরি বোমাহামলার শিকার এসব ফিলিস্তিনি বেঁচে থাকার তাকিদে পাড়ি জমিয়েছেন ভিনদেশে। বরণ করেছেন শরণার্থীর জীবন।

সংগঠনটি আরো জানায়, চলতি বছরই নয় মাসে এ পর্যন্ত ৪৫০টি ঘরবাড়ি ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে দখলদার বাহিনী। এমনকি 'বিল্ডিং পারমিটের' নামকরে অনেক ফিলিস্তিনিকে তাদের ঘরবাড়ি নিজ হাতে ভাঙতে বাধ্য করা হয়েছে।

০৭ই অক্টোবর, ২০২০

ফটো রিপোর্ট | শামী মুজাহিদদের দৈনন্দিন জীবনসংগ্রাম

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের সহযোগী সংগঠন জামা'আত আনসারুল ইসলাম। দলটি গত কিছুদিন পূর্বে তাদের অফিসিয়াল 'আল-আনসার' মিডিয়ার মাধ্যমে কিছু ছবি প্রকাশ করেছে। ছবিগুলো ধারণ করা হয়েছে দলটির সদস্যদের দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামের দৃশ্য নিয়ে।

https://alfirdaws.org/2020/10/07/42961/

সোমালিয়ায় মুজাহিদদের হামলায় অন্তত ১২ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক কয়েকটি হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, এতে অন্ততপক্ষে ১২ মুরতাদ সৈন্য ও গোয়েন্দা সদস্য হতাহত হয়েছে।

'শাহাদাহ্ নিউজ' এর তথ্যমতে, গত ৪ অক্টোবর সোমালিয়া জুড়ে ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এসকলের অভিযানের মধ্যে, যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে মুরতাদ বাহিনীকে লক্ষবস্তু করে একটি সফল বোমা হামযা চালিয়েছিলেন মুজাহিদিন, এতে মুরতাদ বাহিনীর ৪ সৈন্য গুরুতর আহত হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে দুই সেনা সদস্যের অবস্থা আশংকাজনক।

এদিকে রাজধানী মোগাদিশুর তারিদাশী এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর এক কমান্ডারের গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালান মুজাহিদিন। এতে উক্তত কমান্ডার নিহত এবং তার গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়, এছাড়াও তার সাথে থাকে ৪ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

একইদিনে রাজধানী মোগাদিশুর ওয়ারদাকলী জেলায় মুরতাদ গোয়েন্দা সদস্যদের লক্ষ্য করে একটি অভিযান চালান শাবাব মুজাহিদিন। এতে ২ গোয়েন্দা সদস্য নিহত এবং তৃতীয় এক গোয়েন্দা সদস্য আহত হয়।

তালেবানের হামলায় অন্তত ১৩৫ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর উপর ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে ১৩৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিতায় গত ৫ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের হেলামন্দ প্রদেশের গারিশাক জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক ও ১টি রেঞ্জার গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। নিহত হয় ১ কমান্ডারসহ ২৮ সৈন্য, আহত হয় আরো ১ সেনা কমান্ডার ও ১২ মুরতাদ সৈন্য।

এর আগে অর্থাৎ, গত রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় কান্দাহার প্রদেশের লাগবাগ জেলায় অবস্থিত মুরতাদ কাবুল বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্রীয় সামরিক ঘাঁটিতে অভিযান পরিচালনা করেন তালেবানের শহিদ ব্যাটেলিয়ন এর ২জন মুজাহিদ। যারা বিস্ফোরক বোঝাই করা একটি কামাজ গাড়ি নিয়ে সামরিক কেন্দ্রে পৌঁছেন এবং সেখানে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে গাড়িটি বোমা মেরে উড়িয়ে দেন। পরে তারা নিরাপদে ফিলে আসেন।

মুজাহিদদের এই বীরত্বপূর্ণ হামলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর সামরিক কেন্দ্রটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় ঘাঁটিতে অবস্থানরত কাবুল বাহিনীর কমপক্ষে ৭০ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

একই দিন সকালে ফারয়াব প্রদেশের জুম'আ বাজার জেলায় মুজাহিদদের অবস্থানে হামলা করতে আসা মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ সৈন্যদের ৪টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস ও ১০ সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরো ১৫ এরও অধিক সেনা সদস্য।

পাকিস্তান | টিটিপির হামলায় কমপক্ষে ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানে টিটিপি ও দেশটির মুরতাদ বাহিনীর মাঝে চলমান সংঘর্ষে ৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, শাহাদাত বরণ করেছেন ২ জন মুজাহিদ।

টিটিপির অফিসিয়াল 'উমর মিডিয়া' কর্তৃক গত ৬ অক্টোবর প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের পৃথক ৩টি এলাকায় আমেরিকার গোলাম নাপাক বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই হয়েছে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদদের।

এর মধ্যে গত ৪ অক্টোবর দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মীরআলী সীমান্তে টহলতর পাকিস্তানী মুরতাদ সৈন্যদের টার্গেট করে একটি রিমোর্ট কন্ট্রোল বোমা দ্বারা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে ২ মুরতাদ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছিল।

একই অঞ্চলের সাপিন এলাকায় দ্বিতীয় একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ এবং কতক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এমনিভাবে ঐদিন উত্তর ওয়াজিরিস্তানে মুরতাদ বাহিনীর সাথে একটি সম্মুখ লড়াই হয় টিটিপির জানবায মুজাহিদদের। এসময় মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ২ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। এদিকে দেশটির জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে যে, এই লড়াইয়ে টিটিপির জানবায মুজাহিদদের হামলায় নাপাক বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত এবং আরো কতক সৈন্য আহত হয়েছে।

ধর্ষণবিরোধী মিছিলে আওয়ামী দালাল পুলিশের লাঠিপেটা

পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২টার দিকে শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে জড়ো হয়েছিলেন ছাত্ররা। 'ধর্ষণ ও নিপীড়নবিরোধী ছাত্র-জনতা'র ব্যানারে সারাদেশে একের পর এক ধর্ষণ-নিপীড়নের বিচারের দাবিতে মিছিল করছিলেন তারা। এতে বাধা দেয় পুলিশ। এরপর সেখানে হাতাহাতি ও লাঠিপেটার ঘটনা ঘটেছে।

দুপুর সোয়া ১টার দিকে মিছিলটি শাহবাগ মোড় থেকে কালো পতাকা মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকা ঘুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে যাত্রা করে। মিছিলটি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে পুলিশ তাদের আটকে দেয়। এ সময় মিছিলকারীদের সঙ্গে পুলিশের হাতাহাতি হয়। পরে পুলিশ লাঠিপেটা শুরু করে। এতে কয়েকজন ছাত্র আহত হন।

পরে মিছিলকারীরা ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়েই অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। 'ফাঁসি ফাঁসি চাই, ধর্ষকের ফাঁসি চাই', 'ধর্ষকের আস্তানা, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও', 'যে রাষ্ট্র ধর্ষণ পোষে, সেই রাষ্ট্র চাই না', 'আমার বোনকে ধর্ষণ কেন, প্রশাসন জবাব চাই', 'নিপীড়ক যেখানে, লড়াই হবে সেখানে'- ইত্যাদি স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে ওই এলাকা। এ সময় তারা ধর্ষক ও নিপীড়কদের শাস্তির পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের পদত্যাগের দাবি জানান। প্রায় আধা ঘণ্টা সেখানে অবস্থান শেষে মিছিলকারীরা আবার শাহবাগে হয়ে টিএসসি এলাকায় ফিরে আসেন।

আমাদের সময়

গাঁজাসহ আটক সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা

পিরোজপুরের কাউখালী সদর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক বায়জিদ হোসেন রাব্বি গাঁজাসহ ধরা খেয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাউখালী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুর রবের নেতৃত্বে গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার আসপদ্দি থেকে তিনগ্রাম গাঁজাসহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কাউখালী উপজেলার বাশুরী গ্রামের মো. সিদ্দিক খানের ছেলে বায়জিদ হোসেন রাব্বি দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তিনি একজন মাদকসেবীও।

প্রসঙ্গত, কাউখালী উপজেলা শাখার আওতাধীন ৩ নম্বর কাউখালী সদর ইউনিয়ন শাখা ছাত্রলীগের ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে বায়জিদ হোসেন রাব্বি দপ্তর সম্পাদক পদে রয়েছেন। আমাদের সময়

বিকল্প সেতু যেন মরণফাঁদ

পানছড়ি-লোগাং সড়কে একসাথে আটটি ব্রিজের কাজ করছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জাকির এন্টারপ্রাইজ। সবগুলো ব্রিজেই স্থানীয় ময়লাযুক্ত বালি, নিম্নমানের সামগ্রী, রাতের অন্ধকারে ঢালাই ও কোনো ওয়ার্ক অ্যাসিটেন্টের উপস্থিতি ছাড়াই কাজগুলো চলেছে এবং অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে দীর্ঘদিন। এদিকে ব্রিজ নির্মাণের শুরু থেকেই প্রতিটি ব্রিজের পাশে পুরনো পাটাতন

দিয়ে তৈরি হয়েছে বিকল্প সড়ক। বিকল্প সড়ক টেকসই না করার ফলে নড়বড়ে পাটাতনগুলো বিশালাকার ফাঁক হয়ে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। যার ফলে নিত্য ঘটে চলেছে দুর্ঘটনা।

সন্ধ্যার পরে চলাচলকারী যানবাহনগুলো প্রায়ই পড়ছে দুর্ঘটনার কবলে। বিশেষ করে পুজগাং কিনাচান পাড়া এলাকার নওগাছড়ার বিকল্প সড়কটি যেন মরণফাঁদ। এই মরণফাঁদ পার হওয়ার সময় ঝনঝন শব্দে কেঁপে ওঠে আর পাটাতনগুলো বিশালাকার ফাঁক হয়- যেন কাউকে গ্রাস করার অপেক্ষা।

সিএনজিচালক নির্জন চাকমা জানান, ব্রিজটা খুব কষ্ট দিচ্ছে আমাদের। এটাতে উঠলেই ভয়ে গাড়ি চালানোর জ্ঞান হারিয়ে যায়। টমটমচালক সূর্য কিরণ চাকমা বলেন, এই ফাঁদে একটু ডান-বাম হলে যাত্রীও শেষ আমিও শেষ। তা ছাড়া জাকির এন্টারপ্রাইজের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে পাহাড় কাটা ও অবৈধ বালু উত্তোলন করার মতো অভিযোগও রয়েছে। যা লোগাং বাজারের পাশে বিশালাকার পাহাড় কাটার সত্যতা মেলে।

পাহাড় কাটা ও অবৈধ বালু উত্তোলনের ব্যাপারে জাকির এন্টারপ্রাইজে কর্মরতরা স্থানীয় বালু খেকো জসিম উদ্দিনকে দায়ী করেছে। বিকল্প ব্রিজটি বেহালের ব্যাপারে মুঠোফোনে জানতে চাইলে জাকির এন্টারপ্রাইজের সুপারভাইজার মো. শফিকুর রহমান জানান, আমরা এখন কর্মস্থলে নেই। আপনি সড়ক ও জনপথের তত্ত্বাবধায়ক সবুজের সাথে যোগাযোগ করেন।

সবুজের মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইল রিসিভ করেননি। খাগড়াছড়ি সড়ক ও জনপথের নির্বাহী প্রকৌশলী শাকিল মোহাম্মদ ফয়সল বলেন, সড়কটি খুবই জনগুরুত্বপূর্ণ। আপনার মাধ্যমেই ব্যাপারটি আমি জেনেছি। খুব সহসাই পাটাতনগুলো মেরামত করে বিকল্প ব্রিজটি নিরাপদে চলার উপযোগী করে তোলা হবে।

কালের কণ্ঠ

গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টা ও শ্লীলতাহানি করে ভিডিও ধারণের পর তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে।

তাঁরা হলেন নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার একলাশপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সোহাগ ও একই ইউনিয়নের পূর্ব একলাশপুর গ্রামের নোয়াব আলী ব্যাপারীবাড়ির লোকমান মিয়ার ছেলে সাজু (২১)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিন বছর আগে ভুক্তভোগী গৃহবধূর বিয়ে হয়। স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে অন্যত্র বসবাস করছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না। গত ২ সেপ্টেম্বর রাতে স্বামী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। স্থানীয় দেলোয়ার বিষয়টি জানতে পেরে এলাকার রহিম, বাদল, কালামসহ অন্য সহযোগীদের নিয়ে গৃহবধূর বাড়িতে যান। সেখানে তাঁরা স্বামীসহ ওই গৃহবধূ অনৈতিক কাজ করেছেন বলে অভিযোগ এনে নির্যাতন চালান। গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ করেন তাঁরা। দেলোয়ারের বিরুদ্ধে মাদক কারবারের অভিযোগ রয়েছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, ওই গৃহবধূ নিজের সম্ভ্রম রক্ষার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন; কিন্তু নির্যাতনকারী কয়েকজন যুবক তাঁর পোশাক কেড়ে নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে থাকে। এ সময় তিনি হামলাকারীদের 'বাবা' ডাকেন এবং তাদের পায়ে ধরেন। কিন্তু এক যুবক কয়েকবার তাঁর মুখমণ্ডলে লাথি মারেন এবং পা দিয়ে মুখসহ শরীর মাড়িয়ে দেন। তাঁর শরীরে একটা লাঠি দিয়ে আঘাতও করতে থাকেন। তাঁর নগ্ন ছবি ধারণের চেষ্টা চালান তাঁরা। একজন হাত উঁচিয়ে তাঁকে উৎসাহ দেন। আরেকজন তাঁর শরীরের অবশিষ্ট পোশাক টেনে নেন। এ সময় ঘটনাটি ফেসবুকে ছড়িয়ে দেবেন বলে চিৎকার করেন একজন। কালের কণ্ঠ

---

২২ ফিলিস্তিনীকে ধরে নিয়ে গেছে ইসরাইলী বাহিনী

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ২২ জন ফিলিস্তিনীকে ধরে নিয়ে গেছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল সেনাবাহিনী।

ফিলিস্তিনি প্রিজনার্স ক্লাবের (পিপিএস) পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রোববার (৪ অক্টোবর) ফিলিস্তিনে অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ও দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপে অংশ নেওয়ার অভিযোগে তাদেরকে ধরে নিয়ে যায় এবং জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নিক্ষেপ করে ইসরায়েলি বাহিনী।

ইসরায়েলের দখলদার বাহিনী সিলওয়াদের দখলকৃত রামাল্লাহ এলাকায় আকস্মিক অভিযান চালায় এবং বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনী যুবককে ধরে নিয়ে যায়। আটককৃতদের মধ্যে ১২ জন

ফিলিস্তিনি পুলিশও রয়েছে যাদেরকে রামাল্লার নিকটবর্তী নালিন গ্রামে তথাকথিত অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়েছে।

ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী মুসলিমদের প্রথম কিবলা আল-আকসা মসজিদেও হামলা চালায়। বাব আল-রাহমা দিয়ে তারা মসজিদে অপ্রবেশ করে এবং ইহুদিদের তালমুডিক অনুষ্ঠান করে। এরপর মসজিদের অভ্যন্তরের ছবিও তুলে তারা।

সূত্র: মিডলইস্ট মনিটর

০৬ই অক্টোবর, ২০২০

স্বাধীনতাকামীদের হামলায় ২ সেনা নিহত: ৩জন হাসপাতালে

কাশ্মীরের পুলওয়ামায় স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের গেরিলা হামলায় ভারতীয় আধাসামরিক বাহিনী সিআরপিএফের ধীরেন্দ্র এবং শৈলেন্দ্র কুমার নামে ২ মালাউন সেনা নিহত ও ৩ জন আহত হয়েছে। হামলাকারীরা নিরাপদে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

সোমবার (৫ অক্টোবর) ওই সংঘর্ষের ঘটনায় হতাহতরা ভারতীয় ১১০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সেনা। তারা এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করলে সিআরপিএফের ২ সদস্য নিহত ও অন্য ৩ জন আহত হয়েছে।

সোমবার পামপোরের কান্দিজাল ব্রিজে ভারতীয় আধাসামরিক বাহিনী সিআরপিএফের ১১০ নম্বর ব্যাটালিয়নের সেনা এবং কাশ্মীর পুলিশের জওয়ানরা মোতায়েন ছিল।

এ সময়ে গেরিলারা এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করলে সিআরপিএফের ৫ সেনা আহত হয়। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে ২ জওয়ানের মৃত্যু হয়। অন্য ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছে।

গণমাধ্যমের একটি সূত্র বলছে, হামলাকারীরা কমপক্ষে ২৫ মিনিট ধরে গুলিবর্ষণ করেছে। যখন মালাউন বাহিনীর জওয়ানরা হামলাকারীদের উদ্দশ্যে পাল্টা গুলিবর্ষণ করে তখন সুযোগ বুঝে তারা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

ফটো রিপোর্ট | 'সালাউদ্দীন আইয়ুবী' সামরিক ক্যাম্পে তালেবানের রেড ইউনিট যোদ্ধারা

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পরিচালিত 'সালাউদ্দীন আইয়ুবী' সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে তালেবানদের বিশেষ একটি দল তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। ধারণা করা হচ্ছে এই দলের সদস্যদেরকে এখন তালেবানদের বিশেষ বাহিনী 'রেড ইউনিট'এ যুক্ত করা হবে।

সামরিক ক্যাম্পটিতে প্রশিক্ষণরত তালেবান মুজাহিদদের কিছু ফটো ক্যামেরা বন্দী করেছেন 'আল-ইমারাহ স্টুডিও'র কর্মকর্তাগণ।

https://alfirdaws.org/2020/10/06/42924/

ফটো রিপোর্ট | 'আম্মার ইবনে ইয়াসির' সামরিক ক্যাম্পের তালেবান মুজাহিদিন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পরিচালিত 'আম্মার ইবনে ইয়াসির' সামরিক ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন কয়েক ডজন তালেবান মুজাহিদ।

সমারিক ক্যাম্পে প্রশিক্ষণকালীন তালেবান মুজাহিদদের কিছু দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেছেন 'আল-ইমারাহ স্টুডিও'র কর্মকর্তাগণ।

https://alfirdaws.org/2020/10/06/42917/

রিভলবারসহ আটক সন্ত্রাসী আ.লীগ নেতার ছেলে

কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে একটি বিদেশী রিভলবারসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার ছেলে ধরা খেয়েছে। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে তাড়াইল বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে র‍্যাব-১৪-এর কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের একটি বিশেষ দল।

আটক যুবকের নাম মো. ফখরুল আলম মুক্তার (৩৩)। তিনি তাড়াইল উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আজিজুল হক ভূঞা মোতাহারের ছেলে।

এর আগে ২০১৯ সালের ১৮ এপ্রিল রাতে ৪৭০টি ইয়াবা বড়িসহ র‍্যাবের হাতে আটক হয়েছিলেন তাড়াইলের চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী মো. ফখরুল আলম।

অবৈধ অস্ত্র কেনাবেচা করার সময় হাতেনাতে মো. ফখরুল আলম মুক্তারকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি বিদেশী রিভলবার উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি অবৈধ অস্ত্র কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

আমাদের সময়

ট্রাফিক পুলিশের চাঁদাবাজি, প্রতিবাদে আড়াই ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ

রংপুরে মেট্রোপলিটন ও জেলা ট্রাফিক পুলিশ সদস্য কর্তৃক সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের কাছে চাঁদাবজি ও হয়রানির প্রতিবাদে নীলফামারীর সৈয়দপুরে মহাসড়ক অবরোধ করা হয়। সৈয়দপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত প্রায় আড়াই ঘণ্টা সৈয়দপুর-রংপুর এবং সৈয়দপুর-দিনাজপুর মহাসড়ক অবরোধ করে রাখা হয়। এতে উভয় মহাসড়কের উভয় পাশে শত শত বিভিন্ন যানবাহন আটকা পড়ে। এ সময় যাত্রীরা মারাত্মক দুর্ভোগে পড়েন। পরে নীলফামারী জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে অবরোধ তুলে নেন পরিবহন শ্রমিকরা।

নীলফামারী জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মমতাজ আলী অভিযোগ করে জানান, রংপুর মেট্রোপলিটন ও জেলা ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট বদরুল, সুজন, বায়েজীদ ও আলমগীর বেশ কিছু দিন যাবৎ রংপুর মহনগরীর মেডিক্যাল মোড়ে বসে নীলফামারী জেলার বাস-মিনিবাস, মাইক্রোবাস, কার, পিকআপ শ্রমিককের কাছে চাঁদাবাজি করছেন। এতে পরিবহন শ্রমিকরা তাদের দাবিকৃত চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা সামান্য অজুহাতে মামলা দিয়ে হয়রানি করে। শুধু তাই নয়, পরিবহন শ্রমিকদের কাছে দাবিকৃত উৎকোচ না পেয়ে রংপুরে ট্রাফিক সার্জেন্টরা গাড়ি রিকুইজিশনের হুমকি-ধমকি দেন। ট্রাফিক পুলিশের এমন কাজে নীলফামারী জেলার সকল পরিবহন শ্রমিকরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন।

এ অবস্থায় রংপুর মেট্রোপলিটন ও জেলা ট্রাফিক পুলিশের চাঁদাবাজি ও হয়রানির প্রতিবাদে সোমবার (৫ অক্টোবর) নীলফামারী জেলা পরিবহন শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে। সৈয়দপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় সৈয়দপুর-রংপুর ও সৈয়দপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের ওপর এলোমেলোভাবে গাড়ি রেখে অবরোধ সৃষ্টি করলে মহাসড়কে সকল রকম চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। আর এ সময় মহাসড়কের উভয় পাশে শত শত বিভিন্ন রকম যানবাহন আটকা পড়ে যায়।

অবরোধ চলাচলে সৈয়দপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল ট্রাফিক মোড়ে এক সংক্ষিপ্ত শ্রমিক সমাবেশ হয়। এতে শ্রমিক নেতারা বক্তব্য দেন।

এদিকে, মহাসড়ক অবরোধের খবর পেয়ে সৈয়দপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অশোক কুমার পাল ও সৈয়দপুর থানার ওসি মো. আবুল হাসনাত খান সৈয়দপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ছুটে যান। এ সময় অশোক কুমার পাল পরিবহন শ্রমিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। পরে তার মধ্যস্থতায় সৈয়দপুরের পরিবহন শ্রমিকরা তাদের অবরোধ তুলে দিলে বেলা ২টায় রংপুর-সৈয়দপুর ও সৈয়দপুর-দিনাজপুর মহাসড়কে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। কালের কন্ঠ

সোনার বার গায়েব করলেন থানার ওসি

রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) বোয়ালিয়া থানার সেই ওসির বিরুদ্ধে এবার সোনার বার গায়েবের অভিযোগ উঠেছে। তাঁর সঙ্গে থানার এক উপপরিদর্শকও (এসআই) এ ঘটনায় জড়িত বলে অভিযোগ।

ওসি নিবারণ চন্দ্র বর্মণ ও এসআই আব্দুল মতিন চারটি সোনার বারসহ দুজনকে আটকের পর দুটি সোনার বার জব্দ তালিকায় উল্লেখ করে তাঁদের আদালতে পাঠিয়েছেন বলে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ। তবে তাঁরা দুজনই এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

ভুক্তভোগীরা জানান, প্রায় আড়াই বছর পর কাতারের দোহা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার রাজারামপুর গ্রামের আজিজুল ইসলাম ও ফারুক হোসেন। গত ১ অক্টোবর ইউএস-বাংলার বিএস-৩৩৪ নম্বর ফ্লাইটে সকাল ৮টায় শাহজালাল বিমানবন্দরে নামেন তাঁরা। সেখান থেকে বাসে চাঁপাইনবাবগঞ্জে ফিরছিলেন। দুজনের কাছে দুটি করে সোনার

বার ছিল। কিন্তু রাজশাহী শহরের বর্ণালীর মোড় এলাকায় আসার পর বাস থেকে তাঁদের নামিয়ে নেন এসআই মতিন।

এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়েই দুই প্রবাসীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলায় তিনি দাবি করেছেন, আজিজুল ও ফারুকের দেহ তল্লাশি করে দুটি সোনার বার পাওয়া গেছে, যার মূল্য প্রায় ১৫ লাখ টাকা। কালের কণ্ঠ

মালি | বন্দী বিনিময় প্রক্রিয়া অনুসারে মুক্তি পেলেন ২০৬ জন মুজাহিদ

মুরতাদ মলিয়ান সরকার ও আল-কায়েদা যোদ্ধাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হল বন্দী বিনিময় প্রক্রিয়া,যার ফলে মুরতাদ সরকারের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন ২০৬ জন মুজাহিদ। বিপরীতে মুজাহিদগণ মুক্তি দিয়েছেন মাত্র ২০ জনকে।

খবরে বলা হয়েছে, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির মুরতাদ সরকার ও আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জিএনআইএম) এর মাঝে একটি বন্দী বিনিময় পক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এই বন্দী বিনিময় অনুশারে গত ৪ অক্টোবর রবিবার প্রথম দফায় ১০০ জন এবং আজ ৫ অক্টোবর সোমবার মুরতাদ মালিয়ান সরকারের কারাগারে থাকা আরো ১০৬ জন কারাবন্দী মুজাহিদ ও তাদের পরিবারকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। যাদেরকে মালির উত্তরাঞ্চলে আল-কায়েদা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বিমান যোগে পৌঁছে দেওয়ার কথা রয়েছে।

এদিকে সবাইকে আশ্চর্য করে দিচ্ছে যে, আল-কায়েদা তাদের ২০৬ জন বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে মাত্র ২০ জন ইউরোপিয়কে মুক্তি দিচ্ছে। তবে এই বন্দী বিনময়ে কতজন মালিয়ান রয়েছে বা আধোও কি কোন মালিয়ান সৈন্য মুক্তি পাবে কিনা তা অনিশ্চিত।

মাত্র ২০ জন ইউরোপিয়ানের বিনিময়ে এত বিপুল সংখ্যাক আল-কায়েদা মুজাহিদকে মুক্তি দেওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করছে উগ্র খৃষ্টান ও তাদের একনিষ্ঠ গোলামরা। তারা দাবি করছে, মুক্তিপ্রাপ্ত এসকল বন্দীদের মধ্যে ১৮০ জনই ছিল আল-কায়েদার উচ্চপদস্থ কমান্ডার। যারা ইতিপূর্বে পশ্চিম আফ্রিকায় আল-কায়েদার ভিত্তি মজবুত করতে সবচাইতে বড় ভূমিকা পালন করেছে।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় অন্তত ৪২ কাবুল সৈন্য নিহত ও আহত

মার্কিন মদদপুষ্ট মুরতাদ কাবুল সৈন্যদের উপর পৃথক দুটি অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে অন্তত পক্ষে ৪২ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত ৪ অক্টোবর রবিবার আফগানিস্তানের তাখার প্রদেশের আইবেক শহরে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যা প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ চলতে থেকে। অবশেষে মহান রবের সাহয্যে মুজাহিদগণ সামরিক চৌকিটি বিজয় করতে সক্ষম হন। যার ফলে কাবুল বাহিনীর ১০ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য আহত হয়েছিলো।

এমনিভাবে ঐদিন হেলমান্দের প্রাদেশিক রাজধানী লাশকারগাহ শহর ও তার আশপাশ এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর উপর কয়েক দফা হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে কাবুল বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক ও ১টি গাড়ি ধ্বংস হয়। এছাড়াও নিহত হয়েছে কাবুল বাহিনীর ২ কমান্ডারসহ ১৫ মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ৭ এরও অধিক।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে মুজাহিদদের হামলা, ৩ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর 'এফসি' কর্মকর্তাকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদিন।

উমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, গত ৪ অক্টোবর রবিবার, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবাজ টার্গেট কিলার মুজাহিদিন দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের তিয়ারাজাহ সীমান্তে একটি এলাকায় ডিউটিতে থাকা এক "এফসি" অফিসারকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালিয়েছেন। করেছেন, যার ফলস্বরূপ "এফসি" অফিসার গুরুতর আহত হয়েছিলো।

আক্রমনের শেষে টিটিপির মুজাহিদিনরা আল্লাহর অনুগ্রহে নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে সক্ষম হন।

একইদিন সন্ধ্যায় পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে অন্য একটি সফ হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে নাপাক বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত হয়েছে।
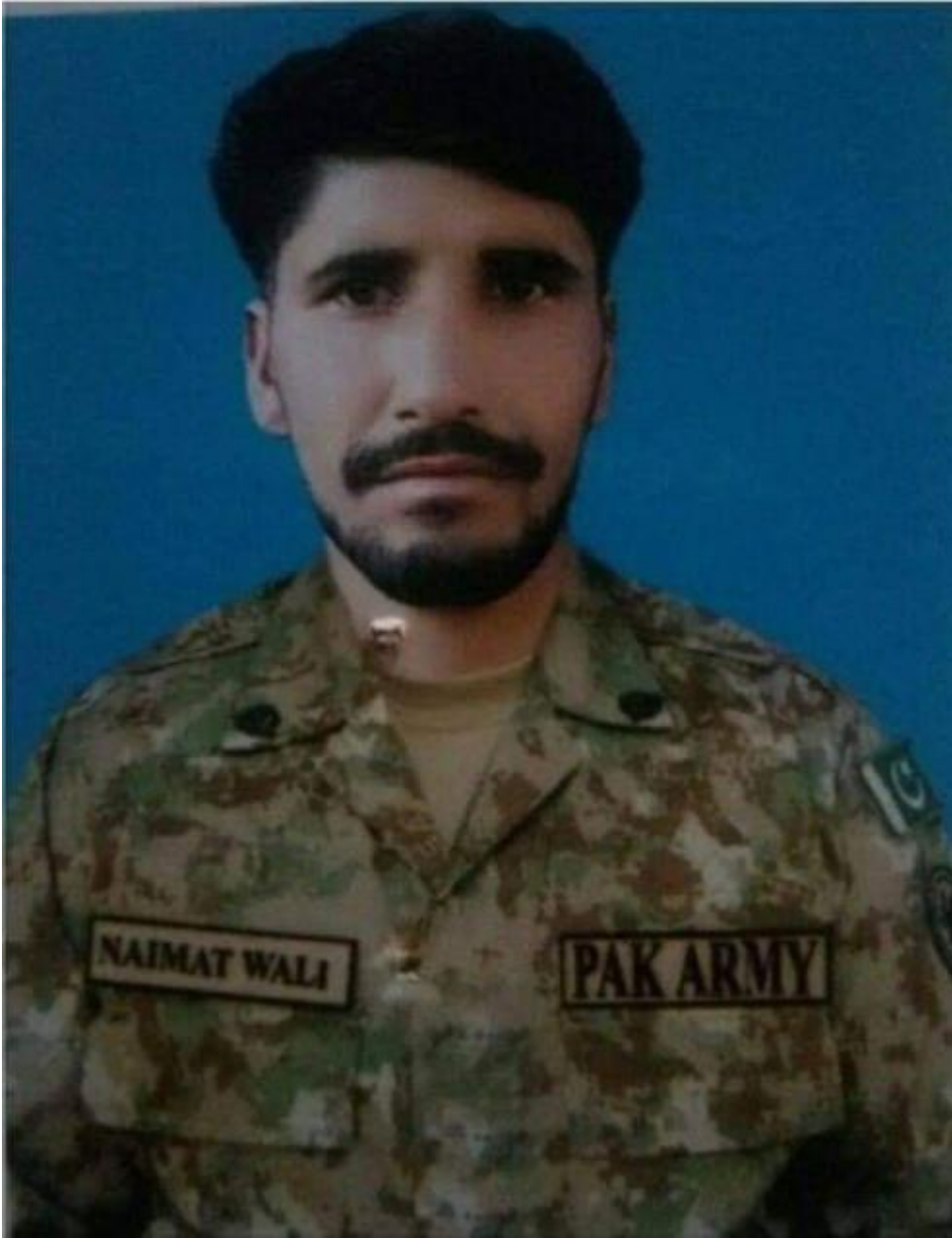
০৫ই অক্টোবর, ২০২০

হুররাস আদ-দীনের আরো একজন সিনিয়ন নেতাকে গ্রেফতার করলো এইচটিএস

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দীনের উপরের সারির দায়িত্বশীল শাইখ আব্দুর-রহমান আল মাক্কিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। রবিবার ইদলিব শহর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে বিদ্রোহী গ্রুপ তাহরিরুশ শাম।

শাইখ আব্দুর-রহমান আল-মাক্কি হুররাস আদ-দীনের শুরা-কাউন্সিলের সদস্য। তাঁকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে তাহরিরুশ শাম আল-কায়েদার সাথে শত্রুতার মাত্রা আরো এক ধাপ বৃদ্ধি করলো।

গতো কয়েকমাসে মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেছেন হুররাস আদ-দীনের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। তাঁদের অবস্থান সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্য কীভাবে মার্কিনিদের কাছে পাচার হলো, তা নিয়ে রয়েছে নানা সন্দেহ-প্রশ্ন।

অন্যদিকে ধারাবাহিকভাবে আল-কায়েদা নেতাদের গ্রেফতারের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে তুর্কী-রেজিমের কায়েমী স্বার্থ বাস্তবায়নে কাজ করছে তাহরিরুশ শাম- রয়েছে এমন অভিযোগও।

দলটি দীর্ঘদিন ধরে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত থাকলেও 'পার্শ্ব-যুদ্ধে' না জড়িয়ে মুজাহিদিনরা বারবার সমঝোতায় আহ্বান করেছে। কিন্তু মুজাহিদিনের সংযমী আচরণকে দুর্বলতা ভেবে একের পর ন্যাক্কারজনক হামলা-গ্রেফতারের ঘটনা অব্যাহত রেখেছে তাহরিরুশ শাম।

ফটো রিপোর্ট | অভাবী ও বাস্তুচ্যুত লোকদের মাঝে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করছেন তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন কুন্দুয প্রদেশের চাহার দারা, কালা-ই-যাল, আলিয়াবাদ এবং গুল তেপা জেলায় বাস্তুচ্যুত এবং অভাবীদের মাঝে বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করেছেন তালেবান মুজাহিদিন।

https://alfirdaws.org/2020/10/05/42882/

ফটো রিপোর্ট | ক্লিনিক পরিদর্শনে তালেবান প্রতিনিধি দল

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন কাপিসা প্রদেশের নাজরাব জেলার একটি বেসরকারী ক্লিনিক, গত কিছুদিন পূর্বে ক্লিনিকটি পরিদর্শন করেছেন তালেবানদের সাংস্কৃতিক বিষয়ক কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল।

https://alfirdaws.org/2020/10/05/42881/

তালেবানের হামলায় ৪০ কাবুল সৈন্য হতাহত, ৩টি পোস্ট বিজয়

ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে অন্ততপক্ষে ৩৯ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিটোর্ট অনুযায়ী, আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের লাগবাগ জেলার পৃথক ২টি স্থানে তালেবান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে মুরতাদ কাবুল বাহিনী। গত ৩ অক্টোবর শনিবার সকাল ১০ টায় এই ঘটনা ঘটে, তবে এই সময় কাবুল বাহিনী তালেবান যোদ্ধাদের কঠিন প্রতিরোধ যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। যার ফলে কাবুল বাহিনীর ৫টি ট্যাঙ্ক, ১টি গাড়ি ও ১টি মোটরবাইক ধ্বংস হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের যুদ্ধ কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে ময়দান ছেড়ে পলায়নের সময় কাবুল বাহিনীর ২ উচ্চপদস্থ কমান্ডারসহ ১৮ সৈন্য নিহত এবং ১০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা কোনরকম পালাতে স্বক্ষম হয়েছে।

একইদিনে সায়দাবাদ জেলার পৃথক ৩টি স্থানেও মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক ও ১টি গাড়ি ধ্বংস হওয়া ছাড়াও কাবুল বাহিনীর ৫ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছিল।

এমনিভাবে ৪ অক্টোবর রবিবার, বাগলান প্রদেশের তালাহ-বারফাক জেলায় কাবুল বাহিনীর ৩টি সামরিক পোস্টে হামলা চালিয়ে তা বিজয় করেনেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৪ সৈন্য নিহত হওয়া ছাড়াও এক সৈন্যকে মুজাহিদগণ জীবিত বন্দী করেন। বাকি সৈন্যরা সামরিক পোস্ট ছেড়ে পালিয়ে যায়।

টিটিপি জবাবি হামলায় ২ কমান্ডারসহ নাপাক বাহিনীর ৮ সৈন্য নিহত, আহত অনেক

পাকিস্তানে টিটিপি ও নাপাক বাহিনীর মাঝে চলছে তীব্র লড়াই, যার ধারাবাহিতায় এবার টিটিপির জবাবি হামলায় নিহত হল নাপাক বাহিনীর ২ কমান্ডারসহ মোট ৮ মুরতাদ সৈন্য।

খবরে বলা হয়েছে, গত ২ অক্টোবর পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের কদা সীমান্ত এলাকায় তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদদের একটি অবস্থানের খবর পায়।

পরে উক্ত এলাকায় অভিযান চালাতে শুরু করেছিল আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনী।

যার ফলে উক্ত এলাকাটিতে শুরু হয় টিটিপি ও মুরতাদ বাহিনীর মাঝে তীব্র এক লড়াই, যা চলতে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনী দাবি করছে যে, তারা এই অভিযানে পাক তালেবানের ২ জন মুজাহিদকে শহিদ করতে সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো দাবি করছে, এসময় তালেবানদের জবাবি হামলায় উক্ত এলাকা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল নাপাক বাহিনী, তবে ভয়াবহ এই লড়াইয়ে তালেবানদের হাতেও পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ছয় সেনা ও দুই কমান্ডো নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর আরো বেশ কিছু সৈন্য।

কাবুল বাহিনীর কমান্ডারসহ ৩০ সৈন্য হতাহত, ২২টি সামরিযান ধ্বংস

বাগলান ও পাকতিয়া প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৩০ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন আফগানিস্তানের বাগলান প্রদেশের পুলখামারী জেলার পৃথক কয়েকটি স্থানে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

৪ অক্টোবর রবিবার মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল হামলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর অন্ততপক্ষে ২৭ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক বহরের ২২টি ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিকযান।

অপরদিকে পাকতিয়া প্রদেশের সৈয়দ-করম জেলায় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ৩ সৈন্য। ধ্বংস করা হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ১টি গাড়ি।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ৪ নাপাক সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের বাজুল এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে ১ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

পাকিস্তান ভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের অফিসিয়াল 'উমর মিডিয়া' কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, ৪ অক্টোবর রবিবার পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর গাখী এলাকায় আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানী নাপাক বাহিনীর উপর একটি স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদিন। যার ফলে ঘটনাস্থলেই ১ সৈন্য নিহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা ঘটনাস্থল থেকে পলায়ন করেছে।

এর আগে অর্থাৎ গত ৩ অক্টোবর শনিবার, টিটিপির স্নাইপার ব্রিগেডের একদল মুজাহিদকে টার্গেট করে হামলা করে পাকিস্তানী মুরতাদ সৈন্যরা। যার ফলে মুজাহিদগণ তীব্র জবাবি হামলা চালাতে শুরু করেন এবং ৩ সৈন্যকে গুরুতর আহত করেন। অপরদিকে সকল মুজাহিদ নিরাপদে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে আসেন।

'ভোটে জিততে বাংলাদেশকে পিঁয়াজ দিচ্ছে না মোদি সরকার'

ভারত পিঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে-এই একটি মাত্র ঘোষণায় দেশের বাজারে হঠাৎ উথাল-পাতাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভোক্তারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন, সুযোগ বুঝে দফায় দফায় দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন বিক্রেতারা। এদিকে, গত সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) থেকে বাংলাদেশে পিঁয়াজ রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে মোদি সরকার।

ভারত সরকারের এমন সিদ্ধান্তে অস্থিতিশীল বাংলাদেশের পিঁয়াজের বাজার। রফতানি বন্ধের নিষেধাজ্ঞার পর এক লাফেই দেশের পিঁয়াজের দাম বেড়ে গিয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। গত সোমবার ভারতের এমন সিদ্ধান্তের পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। অনুরোধ করা হয়, পিঁয়াজ রফতানিতে যেন বাধা না আসে। তবে দিল্লির যুক্তি,

গত কয়েক মাসে যে পরিমাণ পিঁয়াজ বাংলাদেশে রফতানি হয়েছে, তাতে অভাব হওয়ার কোনো কারণ নেই। ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) এমন তথ্য উঠে এসেছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পিঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্তে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটকের পিঁয়াজ চাষীদের মধ্যেও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তাদের যুক্তি, 'যখনই একটু ভালো দাম পাওয়া শুরু করেন তখনই সরকার পিঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দেয়'।

এদিকে, বিহার ভোটের আগে পিঁয়াজের দাম নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না মোদি সরকার। দেশটির ক্যাবিনেট সচিবের নেতৃত্বে সচিবদের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, পিঁয়াজের দাম হাতের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই হস্তক্ষেপ করবে ভারত সরকার। তাছাড়া, পিঁয়াজের যথেষ্ট চাষ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে বীজ আমদানি করবে ভারত। তবে আপাতত মুম্বই, দিল্লি, কলকাতা, হায়দরাবাদের মতো শহরের পাইকারি বাজারে ৫০০ মেট্রিক টন পিঁয়াজ বাজারে ছাড়া হবে দেশটির সরকারি গুদাম থেকে। বিডি প্রতিদিন

০৪ঠা অক্টোবর, ২০২০

সেতু থাকলেও নেই সড়ক

সড়ক আছে সেতু নেই- এ রকম হাজারো সড়ক দিয়ে যাতায়াত করেন সাধারণ মানুষ। তবে সেতু আছে সংযোগ সড়ক নেই- এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। সে রকম একটি সেতুর দেখা পাওয়া গেল সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা ইউনিয়নের পশ্চিম পাশে। ইউনিয়নের পুরুষপাল গ্রামবাসীর যাতায়াত করার জন্য গত কয়েক বছর আগে এ সেতু নির্মাণ করা হয়। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের তত্ত্বাবধানে সেতু নির্মাণে ব্যয় হয় ৩০ লাখ টাকা।

কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উপজেলার মাথিউরা ইউনিয়নের পরুষপাল গ্রামের পশ্চিম পাশের সড়কের জন্য এ সেতু নির্মাণ করা হয়। বিয়ানীবাজার-শিকপুর সড়কের সঙ্গে পুরুষপাল গ্রামের বিকল্প সড়কের সংযোগ স্থাপন করতে নাদাই খালের ওপর এ সেতু নির্মাণ করা হয়। সেতু নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পান মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখার মেসার্স জালাল এন্টারপ্রাইজ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সেতু নির্মাণ কাজ শেষ হয়। জানা যায়, ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে

সেতু নির্মাণ করা হলেও মাত্র দুই লাখ টাকার কারণে এ সেতুর সংযোগ সড়ক নির্মিত হচ্ছে না। সংযোগ সড়কের জন্য মাটির ভরাট কাজ অর্থ অভাবের কারণে হচ্ছে না বলেন জানান দায়িত্বশীলরা।

নাদাই খালের ইজারাদার ছালেহ আহমদ বলেন, গ্রামবাসী সহজ যোগাযোগের জন্য সেতু নির্মাণ হলেও সংযোগ সড়ক না থাকায় তারা ভোগান্তিতে পড়েছেন। এতে গ্রামবাসীর অনেকেই নাদাই খাল নৌকায় পাড়ি দেন।

আমাদের সময়

সিলেটে স্কুলছাত্রী ধর্ষিত, এবারও ছাত্রলীগ কর্মী

সিলেট নগরীর দাঁড়িয়াপাড়ায় ষষ্ঠ শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে ছাত্রলীগের এক কর্মী। ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রলীগকর্মীর নাম রাকিব হোসেন নিজু। সে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার জাউয়া বাজার এলাকার আব্দুল কাইয়ুমের ছেলে।

ধর্ষণের ঘটনায় শুক্রবার রাতে ভিকটিমের মা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন।

ভিক্টিমের বাড়ি সিলেট সদর উপজেলার ছালিয়ায়। সে নগরীর খাসদবিরের একটি স্কুলে পড়ালেখা করতো। শুক্রবার রাতে তাকে ওসমানী হাসপাতালের ওসিসিতে ভর্তি করা হয়েছে।

ধর্ষনের ঘটনায় মামলা দায়েরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ কমিশনার (মিডিয়া) জ্যোর্তিময় সরকার। তিনি বলেন, অভিযুক্ত রাকিব পলাতক রয়েছে। বিডি প্রতিদিন

খোরাসান | তালেবানের হামলায় ৩৩ মুরতাদ সৈন্য হতাহত, ৯টি ট্যাঙ্ক এবং সামরিযান ধ্বংস

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর ২টি পৃথক অভিযান পরিচালনা করেছেন, এতে অন্তত ৩৩ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আল-ইমারাহ কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত শুক্রবার সকাল ৮ টায় আফগানিস্তানের নাদআলী জেলা ও তার আশপাশের এলাকাগুলোতে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং অন্তত ২৬ সৈন্য ও পুলিশ সদস্য নিহত-আহত হয়েছে।

এই অভিযানের সময় মুরতাদ বাহিনীর হামলায় একজন মুজাহিদও আহত হয়েছিলেন।

অপরদিকে বাগলানের ফিরিঙ্গী জেলার পুলিশ হেডকোয়াটারে তীব্র হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। মহান আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে মুজাহিদগণ তীব্র লড়াইয়ের পর পুলিশ হেডকোয়াটারটি পরিপূর্ণভাবে দখলে নিতে সক্ষম হন। এই যুদ্ধে মুজাহিদদের হামলায় এক পুলিশ সদস্য নিহত এবং ৩ সদস্য আহত হয়েছে, বাকি পুলিশ সদস্যরা পুলিশ হেডকোয়াটার ছেড়ে পালিয়েছিল।

লড়াই চলাকালীন মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাঙ্ক ও ৪টি রেঞ্জার গাড়ি।

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ১২ মুরতাদ সৈন্য নিহত

সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর ২টি সফল অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন, ৩ অক্টোবর পরিচালিত এই হামলায় ৯ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু এবং কাসমায়ো শহরে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলার ঘটনা ঘটেছে।

এর মধ্যে রাজধানী মোগাদিশুর আউদাকলী শহরে সংঘটিত হামলায় সামরিক বাহিনীর ৯ সৈন্য নিহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে সামরিক বাহিনীর একটি যুদ্ধযান। অপরদিকে কাসমায়ো শহরের বারসানজোনী এলাকায় সংঘটিত হামলায় ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছে আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

উল্লেখ্য যে, এইদিন সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো পৃথক ৩টি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে আরো বহু মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

ইয়ামান | মুরতাদ হুথি সৈন্যদের অবস্থানে মুজাহিদদের মর্টার হামলা

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদিন মুরতাদ হুথি বিদ্রোহীদের অবস্থানে সফল মর্টার হামলা চালিয়েছেন।

আল-মালাহিম মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত শুক্রবার ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের আস-সুমুয়া একটি সেনা অবস্থান কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদিন। খবরে আরো বলা হয়েছে যে, উক্ত সামরিক কেন্দ্রটি ছিল ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ ও শিয়া হুথি বিদ্রোহীদের। ধারণা করা হচ্ছে মুজাহিদদের উক্ত মর্টার হামলায় কতক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

খোরাসান | কাবুল বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, ৩৭ সৈন্য নিহত ও আহত

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছে তালেবান, এতে ৩২ সৈন্য নিহত এবং ৫ সৈন্য আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২ অক্টোবর শুক্রবার রাত এশার সময়, আফগানিস্তানের গারিশাক জেলায় কাবুল সরকারের অনুগত স্থানীয় সৈন্যদের গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের শক্তিশালী বোমা হামলায় ঘাঁটিটি ধ্বংস হয়ে যায়। যার ফলে ঘাঁটিতে থাকা ২৫ সৈন্য নিহত হয়।

অপরদিকে সার্পাল শহরে কাবুল বাহিনীর একটি সেনা কাফেলার উপর সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের বোমা হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১টি রেঞ্জার গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, যার ফলে গাড়িতে থাকা ৪ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

এমনিভাবে ফারাহ শহরে মুজাহিদদের অন্য একটি বোমা হামলায় নিহত হয়েছে কাবুল বাহিনীর ৩ সৈন্য এবং আহত হয়েছে আরো ২ সৈন্য।

মালি | মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, ৭ সৈন্য নিহত ও আহত

মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক দুটি হামলার ঘটনা ঘটেছে, যার একটিতে ৩ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য আহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জিএনআইএম) গত ৩০ সেপ্টেম্বর মালিতে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছে।
অপরদিকে মুপ্তি প্রদেশের ফামার শহরে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক পোস্ট টার্গেট করে একটি সফল বোমা হামলা চালায় 'জিএনআইএম' এর মুজাহিদিন। যা সফলভাবে আঘাত হানায় ৩ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ সৈন্য আহত হয়।

একই রাজ্যের সেগু শহরে অন্য একটি বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ, তবে এই হামলায় কত সৈন্য হতাহত হয়েছে তা এখনো অজানা।

এবার গরু জবাই নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে মুসলিমবিদ্বেষী শ্রীলংকা সরকার

শ্রীলংকা সরকার মঙ্গলবার জানিয়েছে যে, দেশে শিগগিরই গরু জবাই নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে বৌদ্ধদের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে এবং এই পদক্ষেপকে তাদের তুষ্ট করার পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

সরকার জানিয়েছে, চাষাবাদে অক্ষম বয়স্ক গবাদিপশুর ব্যাপারে প্রকল্প চূড়ান্ত করার পরেই এই নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে। তবে পর্যবেক্ষকরা ধারণা করছেন, শ্রীলঙ্কার বর্তমান সরকারের মুসলিমবিদ্বেষী নীতির ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই গরু জবাই নিষিদ্ধের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, প্রতিবেশী ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকার গরু জবাইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর রাস্তা ঘাটে বয়স্ক গরুর চড়ে বেড়ানোর মাত্রা বেড়ে গেছে, যাদের কারণে এমনকি রাস্তাঘাটে ট্রাফিক জ্যামেরও সৃষ্টি হচ্ছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শ্রীলংকায় গরুর মাংস খাওয়ার মাত্রা কমে গেছে। বৌদ্ধ ও হিন্দুরা ধর্মীয় কারণে গরুর মাংস এড়িয়ে চলে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই শিল্পটি সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। গত বছর গরুর মাংস বেচাকেনা হয়েছে মাত্র ২৯,৮৭০ টন, যেখানে এক দশক আগেও এই পরিমাণ ছিল ৩৮,৭০০ টন।

এই খাতে আধিপত্য রয়েছে মুসলিমদের, যারা শ্রীলংকার জনসংখ্যার ১০ শতাংশ। ২১ মিলিয়ন শ্রীলংকানদের মধ্যে বৌদ্ধ হলো ৭০ শতাংশ, আর হিন্দু রয়েছে ১২.৫ শতাংশ।

সরকারের মিডিয়া ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রামবুকবেলা বলেন, “এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়া মাত্রই, দেশে গরু জবাই নিষিদ্ধ হবে”। তবে গরুর মাংসের আমদানি অব্যাহত থাকবে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। গত বছর ১১৬ টন গরুর মাংস আমদানি করা

০৩রা অক্টোবর, ২০২০

ভারতে প্রতি ১৬ মিনিটে এক মেয়ে ধর্ষিত হয়: এনসিবি

ভারতে প্রতি ১৬ মিনিটে এক মেয়ে ধর্ষিতা হয়। সম্প্রতি দ্য ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো একটি রিপোর্ট পেশ করেছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশটিতে প্রতি ১৬ মিনিটে অন্তত একজন মেয়ে ধর্ষিতা হয়। প্রতি ঘন্টায় একটি মেয়েকে যৌতুকের জন্য তার শ্বশুরবাড়ির লোক খুন করে। খবর জিনিউজের।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রতি ৬ মিনিটে ভারতে একটি মেয়েকে অন্তত যৌন হেনস্থা করার চেষ্টা করা হয়।

রিপোর্টে নারী পাচার নিয়েও চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ভারতে প্রতি চার ঘন্টায় অন্তত একটি মেয়ে পাচার হয়ে যায়।

গত কয়েকদিন আগে ভারতের উত্তরপ্রদেশের হাথরস ১৯ বছর বয়সী দলিত মেয়ের মৃত্যুর পর গর্জে উঠেছে গোটা দেশ।

যদিও যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যের পুলিশ জানিয়েছে, হাথরসের দলিত মেয়েটির ধর্ষণ হয়নি। এমনকি ময়নাতদন্তের রিপোর্টে কোথাও ধর্ষণের উল্লেখ নেই। বলা হয়েছে মৃত্যুর কারণ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। তবে ঘাড়, শিরদাঁড়া, পা, কোমর সহ একাধিক অংশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু পুলিশ বলছে, ধর্ষণের কোনও চিহ্ন নেই। যদিও এমন দাবি মানতে নারাজ নির্যাতিতার পরিবার।

এমনকি দেশটির সংবাদমাধ্যম প্রশ্ন তুলেছে, পুলিশ প্রশাসন কি কিছু লুকোনোর চেষ্টা করছে? না হলে রাতের অন্ধকারে চুপিসারে মেয়েটির মৃতদেহ সৎকার করল কেন পুলিশ? তাছাড়া হাতের জেলাশাসক কেন নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের বয়ান বদলের জন্য চাপ দিচ্ছেন?

হাথরস কাণ্ডের মাঝেই সেই উত্তরপ্রদেশ থেকে একাধিক গণধর্ষণের খবর পাওয়া গিয়েছে। বলরামপুর, বুলন্দশহরের মতো জায়গায় মেয়েদের নৃশংসতার শিকার হতে হয়েছে। তবে রেকর্ড বলছে, এ দেশে মেয়েদের নির্যাতনের ইতিহাস অনেক পুরনো।

এবার বাংলাদেশকে পঁচা গোশত দিলো ভারত

চট্টগ্রাম বন্দরে ভারত থেকে আসা পঁচা মহিষের গোশত নিয়ে তোলপাড় চলছে। দুর্গন্ধে বেহাল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বন্দর ইয়ার্ডে। গোশতভর্তি কন্টেইনারের আশপাশেও যাওয়া দায় হয়ে পড়েছে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসা দুর্গন্ধের সাথে সেখানে মাছি উড়ছে ভনভন করে। এতে বন্দরের জেটিতে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। জানা গেছে, ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা নিম্নমানের ভারতীয় মহিষের গোশত দিয়েছে। এতে একদিকে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ছে। অন্যদিকে দেশীয় প্রাণিসম্পদ খাতে পড়ছে বিরূপ প্রভাব।

চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউসের কর্মকর্তারা জানান, রাজধানী ঢাকার ১১১, বীর উত্তম সিআরদত্ত রোডের ইগলু ফুডস লিমিটেড ভারত থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে প্রায় ২৮ মেট্রিক টনের মতো মহিষের গোশত নিয়ে আসে। কন্টেইনারটি খালাসের দায়িত্ব পায় আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকার মক্কা-মদিনা ট্রেড সেন্টারের ১২ তলায় অবস্থিত মেসার্স কর্ণফুলী লিমিটেড নামের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট প্রতিষ্ঠান। গোশতভর্তি কন্টেইনারটি জাহাজ থেকে নামিয়ে ইয়ার্ডে রাখার পরপর সেখান

থেকে চরম দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। এতে সেখানে কর্মরত বন্দর শ্রমিক-কর্মচারী এবং পরিবহন চালক-সহকারীদের শ্বাস বন্ধের উপক্রম হয়।

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কমিশনার মো. ফখরুল আলম বলেন, ভারত থেকে আসা মহিষের গোশতের ওই কন্টেইনারটি বন্দরের ইয়ার্ডে রাখা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাদের ফ্রিজার নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমদানি করা গোশত পঁচে গেছে। তিনি জানান, ভারত থেকে মহিষের গোশত আমদানি হচ্ছে। এসব চালান খালাস করতে হলে আমদানিকৃত গোশত জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নয় প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের এমন সনদ নিতে হয়। ইদানিং প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে এমন সনদ দেয়া বন্ধ থাকায় আমদানিকারকরা আদালতের আশ্রয় নিচ্ছেন। শুল্ক পরিশোধ করে এসব আমদানি গোশত তারা ছাড় করে নিচ্ছেন।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মো. ওমর ফারুক বলেন, মহিষের গোশতভর্তি কন্টেইনারটি রেফার ইয়ার্ডে রয়েছে। মাসখানেক আগে কন্টেননারটি চট্টগ্রাম বন্দরে আসে। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান সেটি খালাস কিংবা অপসারণ না করলে নিয়ম অনুযায়ী কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সেটি নিলামে তুলবে। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের করার কিছু নেই। তবে পরিবেশ দূষণ যাতে না হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

এদিকে চট্টগ্রাম বন্দরে ভারত থেকে আসা পঁচা গোশতের বিষয়টি পরিবেশ অধিদফতরের নজরে নেয়া হয়। খবর পেয়ে অধিদফতরের কর্মকর্তারা বন্দর ইয়ার্ডে গিয়ে কন্টেইনারটি পরিদর্শন করেন। তারা সেখান থেকে পঁচা গোশতের দুর্গন্ধ বের হওয়ার প্রমাণ পান। কন্টেইনারটি ভয়াবহ পরিবেশ দূষণ করার প্রমাণও পান পরিবেশ অধিদফতরের কর্মকর্তারা। ইনকিলাব

০২রা অক্টোবর, ২০২০

ফটো রিপোর্ট | মু'আয বিন জাবাল সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প- খোরাসান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে মু'আয বিন জাবাল সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির থেকে স্নাতকোত্তর হয়েছেন কয়েক ডজন তালেবান মুজাহিদিন।

https://alfirdaws.org/2020/10/02/42826/

ফটো রিপোর্ট | তালিবানের 'রেড ইউনিট' এর সাথে সাংস্কৃতিক কমিশনের সাক্ষাত

হেরাত-কান্দাহার প্রধান মহাসড়ক পরিভ্রমণ করছিলেন তালিবানের সাংস্কৃতিক কমিশনের একদল প্রতিনিধি। এসময় তারা ফারাহ প্রদেশের ফারাহ রড জেলার 'রেড ইউনিট' মুজাহিদগণের সাথে সাক্ষাত করেছেন। এই ঘটনার কিছু পিকচার দেখুন-

https://alfirdaws.org/2020/10/02/42820/

চাঁদাবাজি করে ধরা খেলো সন্ত্রাসী আ.লীগ নেতা

সাভারে চাঁদাবাজি করে ধরা খেয়েছে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা ও স্থানীয় বিরুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান। সাইদুর রহমান সুজন সাভারের বিরুলিয়ার কাকাব এলাকার মৃত আতানুল্লার ছেলে।

সাভার মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ওই এলাকায় প্রভাবশালী এক ব্যক্তির স্বজন জনৈক আশরাফুল ইসলাম নিজের জমিতে বাড়ি নির্মাণ করছিলেন। মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতার জের ধরে তার কাছে ইউপি চেয়ারম্যান লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছিলেন। এমন অভিযোগ এনে আশরাফুল সাভার মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

পরে বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হলে মঙ্গলবার রাতে বিরুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান সুজনকে থানায় তলব করা হয়। এদিন গভীর রাতে তাকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয় বলে জানান সাইফুল ইসলাম।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সুজন বলেছেন, তিনি কোন চাঁদা চাননি। জমির মালিকানা সংক্রান্ত একটি বিরোধ একটি সালিশ থেকে আশরাফুল ইসলামকে সংক্ষুব্ধ পক্ষকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫ লাখ টাকা দেওয়ার রায় দিয়েছিলেন তিনি। আমাদের সময়

ট্রাম্প-সালমানসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে ফাঁসির নির্দেশ ইয়েমেন আদালতের

শিশু হত্যার দায়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ ও যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমানসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন ইয়েমেনের একটি আদালত।

২০১৮ সালের ৯ অক্টোবর ইয়েমেনের সা'দা প্রদেশের যাহিয়ান শহরে স্কুলের বাসে বোমা হামলা চালিয়ে ৫৫ শিশুকে হত্যা করে সৌদি নেতৃত্বাধীন ত্বগুত বাহিনী। সেখানে আহত হয় আরও ৭৭ শিশু।

ইয়েমেনের বিচারক রিয়াদ আর রাজামির নেতৃত্বাধীন আদালত এই হামলার পেছনে ট্রাম্পসহ ১০ জনের সম্পৃক্ততার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পেরেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট, সৌদি রাজা ও যুবরাজের পাশাপাশি আরও যাদের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের কয়েকজন হলেন সৌদি প্রিন্স তুর্কি বিন বান্দার বিন আব্দুল আজিজ, সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেমস মেটিস, সাবেক ইয়েমেনি প্রেসিডেন্ট আব্দরাব্বু মানসুর হাদি। একইসঙ্গে হতাহত শিশুদের অভিভাবকদেরকে ১০ বিলিয়ন ডলার জরিমানা পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

স্কুল বাসে বোমা হামলার পর সৌদি আগ্রাসী বাহিনীর মুখপাত্র তুর্কি আল মালিকি দাবি করেছিলেন, এটি সামরিক পদক্ষেপ এবং এটি বৈধ।

২০১৫ সালের মার্চ থেকে ইয়েমেনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অবরোধ আরোপের পর বিমান হামলা শুরু করে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আরও কয়েকটি দেশ।

এ পর্যন্ত ১৪ হাজারের বেশি ইয়েমেনি নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত ও বাস্তুহারা হয়েছেন লাখ লাখ মানুষ।

সুত্র : ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

ফুটবল খেলার আড়ালে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহায়তা করছে ফুটবল ক্লাব 'চেলসি'

ফিলিস্তিনে অবৈধভাবে ইহুদি বসতি স্থাপনে সহায়তা করছেন রাশিয়ান অভিজাতদের অন্যতম ইংলিশ ফুটবল ক্লাব চেলসির মালিক রোমান আব্রামোভিচ। বিবিসি এরাবিকের অনুসন্ধানে এই তথ্য বেরিয়ে আসে।
গতো ২২ সেপ্টেম্বর তারা এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, রাশিয়ান অভিজাত ব্যক্তিত্ব এবং চেলসি ফুটবল ক্লাবের মালিক রোমান আব্রামোভিচের নিয়ন্ত্রণাধীন কয়েকটি কোম্পানি।ফিলিস্তিনে অবৈধভাবে বসতি স্থাপনের জন্য ‘ইলাদ’ নামক একটি বসতি নির্মাণকারী সংস্থাকে ১০০ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

উদ্বেগের বিষয় হল, ওই কোম্পানিটি পূর্ব জেরুসালেমে অবৈধভাবে ইহুদি বসতি নির্মাণকারী একটি সংস্থা। যারা আন্তর্জাতিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সেখানে অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণ করে যাচ্ছে। ইলাদ সেই সংস্থা যারা ফিলিস্তিনের পূর্ব জেরুসালেমের পার্শ্ববর্তী সিলওয়ান শহরকে হিব্রুতে ‘আইর ডেভিড’ বা দাউদের শহর বলে ডাকে!

ইলাদ সংস্থাটি সিলওয়ান শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাগুলোও পরিচালনা করে থাকে। অতি প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও স্থাপনায় ভরপুর এই শহটি পর্যটকদেরও প্রচুর পরিমাণে আকর্ষণ করে থাকে। বছরে প্রায় এক মিলিয়নেরও বেশি পর্যটক এই শহরটিতে বেড়াতে আসেন।

ইলাদের সাবেক মার্কেটিং ডিরেক্টর শাহার শিলো বিবিসি এ্যারাবিকে সাক্ষাৎকার প্রদানকালে বলেন, ইলাদের লক্ষ্য হল সিলওয়ানের আকর্ষণীয় পর্যটন খাত ব্যবহার করে সিলওয়ান শহরে একটি ভিন্নমাত্রার ইহুদি রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি করা।

ইলাদ তাদের কাজের জন্য তহবিলের উপর নির্ভরশীল। ২০০৫-২০১৮ সালের মধ্যে তাদের প্রাপ্ত তহবিলের প্রায় অর্ধেকই এসেছে ব্রিটিশ ভার্জিনিয়া দ্বীপপুঞ্জের ৪টি কোম্পানি থেকে। ওই কোম্পানিগুলোর আড়ালে থাকা ব্যক্তিদের ব্যাপারে এখনো কিছুই জানা যায়নি।

ফিন্সেন ফাইলস নামে নথিগুলো মূলত বাজফিড নিউজের কাছে ফাঁস করা হয়েছিল যা পরবর্তীতে তারা তদন্তকারী সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিবিসির সাথে শেয়ার করে নেয়। নথিগুলোতে রোমান আব্রামোভিচের নামটিও সামনে আসে। সেখানে তাকে ইলাদকে আর্থিক সহায়তাকারী চারটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটির সবচেয়ে বেশি লভ্যাংশের মালিক রূপে এবং চতুর্থ কোম্পানিরটির নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইলাদের একাউন্টের তথ্য যাচাই করে দেখা যায়, ইলাদকে ওই কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যেই বর্তমান ডলার রেট অনুযায়ী ১০০ মিলিয়নেরও বেশি আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। অর্থাত, বিগত ১৫ বছরে ইলাদের সবেচেয়ে বড় ডোনার হল চেলসি ফুটবল ক্লাবের মালিক একাই!

ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের দখলে থাকা অঞ্চলটিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যগুলো অনেক বিতর্কিত আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। তাছাড়া, অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল ইলাদকে সিলওয়ানে অনুসন্ধানমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে আরো বেশি পরিমাণে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার সম্ভাবনাও প্রবল। কেননা তারা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ইলাদকে ফিলিস্তিনে অবৈধ বসতি ও স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। এমনকি তারা অবৈধভাবে বসতিও নির্মাণ করে যাচ্ছে।

আব্রামোভিচের মুখপাত্র বিবিসিকে বলেন, মি.আব্রামোভিচ হলেন ইসরায়েল এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ তাদের একনিষ্ঠ সমর্থক। ইসরায়েলে এবং বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদের স্বাস্থ্যসেবা, বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষায় সহযোগিতার জন্য বিগত ২০ বছরে তিনি ৫০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

আব্রামোভিচের এই তহবিল ব্যাতীত ইলাদ এতো দ্রুত সাফল্যের সাথে ফিলিস্তিনে অবৈধভাবে ইহুদিদের শক্তিশালী অবস্থান তৈরিতে কোনোভাবেই সক্ষম হতো না।

ইলাদের অবৈধ বসতির কিছু অংশ ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে জোরপূর্বক কিনে নেওয়া হলেও বেশিরভাগ বাড়ির মালিকানা কিন্তু ফিলিস্তিনিদের উৎখাত করে অন্য ইহুদিদের মাধ্যমে জবরদখলকৃত। আর এই অবৈধ মালিকানা যাকে তারা বৈধ বলে দাবী করে থাকে, এটি তথাকথিত ‘অনুপস্থিত সম্পত্তি আইন’ নামে উদ্ভট এক ইসরায়েলের আইনের মাধ্যমে!

ইসরায়েলের ভাষ্যমতে, ওই আইনটিই তাদেরকে ওই সমস্ত ফিলিস্তিনিদের সম্পত্তি নিজের করে নেওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে,যেসব সম্পত্তির মালিকেরা সংঘাতের সময় বাড়িঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে বা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

এমনই পরিস্থিতির শিকার হয়েছে সুমারিন বংশের বাড়ি যা ইলাদের ভিজিটর সেন্টারের একেবারে পাশেই অবস্থিত। বর্তমানে সেখানে একই পরিবারের ১৯ জন সদস্য বসবাস করছে যাদের মধ্যে কনিষ্ঠতমের বয়স ২ মাসেরও কম।

আমাল সুমারিন যিনি বর্তমান সুমারিন প্রজন্মের মা তিনি তার সন্তানদের বলেছিলেন, যখন আমার বিয়ে হয় তখন আমি এখানে চলে আসি। আমার স্বামী তার চাচা হাজ্বী মুসা সুমারিনের সাথে

এখানেই বসবাস করতো। যখন মুসা সুমারিনের স্ত্রী ইন্তেকাল করে তখন আমার মনে আছে যে, আমি চাচা মুসা সুমারিনের দেখভাল করতাম। আর আমার স্বামী তাকে গোসল ইত্যাদি ও ডাক্তারের কাছে আনা-নেওয়ায় সহযোগিতা করতো।

আমাল সুমারিন বলেন, চাচা মুসা সুমারিন আমাদেরকে বলতেন, হে আমার প্রিয় মেয়ে! এই ঘর তোমার এবং তোমার স্বামীর। ১৯৮৩ সালে যখন চাচা মুসা সুমারিনও ইন্তেকাল করেন তখন ১৯৮৭ সালে ইসরায়েলের তথাকথিত 'অনুপস্থিত সম্পত্তি আইনের' আওতায় তার বাড়িটিকে ইহুদি সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ওই বাড়িটি জিউশ ন্যাশনাল ফান্ড জেএনফের সহকারী সংস্থা হেমনুতাহর কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

জেএনএফের অন্যতম লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল ইহুদি জনগণের পক্ষে জমি ক্রয় এবং এর ব্যপক বিস্তৃতি। ১৯৯১ সালে হেমনুতাহ অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের আদালতকে সুমারিনদেরকে তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে মামলা দায়ের করে। মূলত তখন থেকেই ফিলিস্তিনি সুমারিন পরিবারটি এনজিও এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সহায়তা ও অর্থায়নে আইনী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

বিগত ১০ বছর যাবত সুমারিনদের পক্ষে আইনী লড়াই চালিয়ে যাওয়া আইনজীবী মুহাম্মাদ দাহেলী বিবিসি এ্যারাবিকে বলেন, ফিলিস্তিনি সম্পত্তিকে যখন ইহুদীদের অথবা ইসরায়েলের সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়, তখন সেই সম্পত্তি ফিলিস্তিনিদের কাছে ফিরে আসার সম্ভাবনা একেবারে শূন্য।

কিন্তু.. হ্যাঁ, জেরুসালেমে অবস্থিত ইসরায়েলের জেলা কোর্ট গত আগস্টে সুমারিনদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। তারা এখন ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে, যার শুনানি হবে আগামী বছরের এপ্রিলে। তাছাড়া বিবিসির অনুসন্ধানী দল ১৯৯১ সালে হেমনুতাহ সংস্থাকে পাঠানো ইলাদের একটি চিঠি পায় যেখানে ফিলিস্তিনে সংঘটিত অবৈধ কর্মকাণ্ডের সাথে ইলাদের জড়িত থাকার প্রমাণ রয়েছে।

চিঠিতে,সুমারিন পরিবার সহ পুরো সিলওয়ান শহরের অন্যান্য পরিবারগুলোকেও তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে মামলা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার বিষয়টি হেমনুতাহ সংস্থাকে নিশ্চিত করেছে অবৈধ বসতি নির্মাণকারী সংস্থা ইলাদ।

উচ্ছেদ সম্পর্কিত মামলার বিষয়ে প্রশ্নের কোনো জবাব দেয়নি জেএনএফের সহকারী সংস্থা হেমনুতাহ। অপরদিকে অবৈধ বসতি নির্মাণকারী সংস্থা ইলাদও মামলার জন্য তাদের আর্থিক তহবিল এখনো বহাল রেখেছে কি না তা নিশ্চিত করেনি।

ইলাদের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা ডোরোন স্পিলম্যান বিবিসির কাছে তথাকথিত 'অনুপস্থিত সম্পত্তি আইনের' দোহায় দিয়ে দাবি করেন যে, তাদের সমস্ত সম্পত্তি ন্যায্য এবং আইনী প্রক্রিয়ায় অর্জিত। তার দাবি, কোনও ফিলিস্তিনিকে আদালত এবং আইনী প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে সিলওয়ান, আইর দাউদ বা দাউদের শহরে তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়নি।

সুমারিন পরিবারের আইনজীবী মুহাম্মাদ দাহেলীকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বিবিসিকে জানান, নিজেদের স্বার্থরক্ষায় দখলদার ইসরায়েল উদ্ভট আইনের আওতায় এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যার দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয় ফিলিস্তিনি জাতিগোষ্ঠীকে।

উল্লেখ্য, সারাবিশ্ব থেকে আসা বাড়ন্ত তহবিলের পাশাপাশি ইলাদের প্রভাবও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। কেননা আমেরিকার সরকারের উপর তাদের প্রভাব এখন একেবারেই প্রকাশ্য। ফিলিস্তিনের ভূমিতে অবৈধ ইহুদী অবৈধ বসতি স্থাপনের কট্টর সমর্থক ইসরায়েলে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড ফ্রেডম্যান।

জেরুসালেমকে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা দেওয়ার পিছনে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন এই ডেভিড ফ্রেডম্যান। এমনকি তিনি দখলকৃত ফিলিস্তিনে ইলাদের অবৈধ স্থাপনা রক্ষায় ২০২০ এ তথাকথিত শান্তি প্রক্রিয়ার আওতায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দিয়ে এই ইহুদী প্রতিষ্ঠানটির নির্মিত এলাকাগুলোকে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আর এভাবেই সারা পৃথিবী থেকে আসা অর্থ, মুসলিমবিরোধী শক্তিগুলোর সমর্থন এবং মুসলিম নামধারী মোনাফেকদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য স্বীকৃতির ফলেই ফিলিস্তিনকে দখল করে নিচ্ছে ঘৃণ্য ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। আর দিনদিন মলিন হয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বপ্ন।

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে শঙ্কিত সাধারণ মানুষ

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মানুষ। একের পর এক ধর্ষণের ঘটনায় মানুষ যখন আতঙ্কিত; ঠিক সেই সময়ই চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজিও মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ রাত জেগে পাহারা দিয়েও তাদের সম্পদ রক্ষা করতে পারছেন না। প্রকাশ্য দিবালোকে শতশত মানুষের চোখের সামনে দিয়ে বোমা ফাটিতে টাকা লুটের ঘটনাও ঘটছে। খোদ রাজধানীতে মারাত্মকভাবে বেড়েছে দুর্বৃত্তদের আনাগোনা।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে যশোরে টহল পুলিশের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে বোমা ফাটিয়ে ও ছুরিকাহত করে ১৭ লাখ টাকা ছিনতাই হয়েছে। বেলা ২টার দিকে শহরের ইউসিবিএল ব্যাংকের সামনে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে কোতোয়ালি থানার দূরত্ব মাত্র ১৫০ গজ।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তৌহিদুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছেন, শহরের আগমনী মোটরসের স্বত্বাধিকারী ইকবাল হোসেনের ছোট ভাই এনামুল হক (২৫) দুপুরে টাকা জমা দেয়ার জন্য মোটরসাইকেলে ব্যাংকে আসেন। ইমন নামে অপর একজন তার সাথে ছিল। তারা ব্যাংকের সামনে আসার সাথে সাথে টাকার ব্যাগ বহনকারী এনামুলের ওপর হামলা চালায় ছিনতাইকারীরা। তারা ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে তিনি বাধা দেন। এ সময় তার দুই হাতে, বুক ও পেটে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়া হয়। যাওয়ার সময় একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় ছিনতাইকারীরা। বোমার স্প্রিন্টারে ব্যাংকের এটিএম বুথ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আহত এনামুল সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি প্রায় ১৭ লাখ টাকা ব্যাংকে জমা দিতে যাচ্ছিলেন। ব্যাংকের সামনে যাওয়ার সাথে সাথে তিন ছিনতাইকারী তার ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনার পর পুরো যশোরজুড়ে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

খোদ রাজধানীতেও বেড়েছে দুর্বৃত্তদের আনাগোনা। রাজধানীর অনেক এলাকা থেকে কিশোর অপরাধীদের সম্পর্কে ভয়াবহ তথ্য মিলেছে। কোথাও কোথাও প্রকাশ্যে মাদক সেবন চলছে। কোনো কোনো এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই সহিংস ঘটনা ঘটছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রাজধানীর মুগদা থানার মানিকনগর ছয়তলা গলিটি এখন কিশোর অপরাধীদের অভয়ারণ্য। এই এলাকার মানুষ দিনভর চরম আতঙ্কে থাকেন। দিনভর এই রাস্তাটিজুড়ে অপরাধীদের বিচরণ। প্রকাশ্যে মাদক সেবন করলেও স্থানীয় বাসিন্দারা ভয়ে কিছুই বলতে পারেন না। অনেক সময় পুলিশের টহলগাড়ি অথবা মোটরসাইকেলের পাশে বসেই মাদক সেবন করতে দেখা যায় বলে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন। প্রকাশ্যেই রাজধানীর অনেক এলাকায় জুয়া খেলতে দেখা যায় শিশু-কিশোরদের। প্রকাশ্যেই রাস্তার পাশে মোবাইল ফোনে জুয়া খেলছে তারা।

রাজধানীর পল্টন এলাকার ব্যবসায়ী মোশাররফ জানান, উঠতি বয়সী মাস্তানদের যে আনাগোনা তাতে সব সময় ভয়ের মধ্যে থাকতে হয়। কিশোর অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ভুক্তভোগীরা বলেছেন, রাজধানীর গুলিস্তান এখন ভাসমান সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য। এখানে প্রতিনিয়ত ঘটছে ছিনতাই ও পকেটমারের ঘটনা। এখানে আনোয়ার নামে পুলিশের এক সদস্য রয়েছেন যার সাথে স্থানীয় দুর্বৃত্তদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ আছে। ভুক্তভোগীরা জানান, এরা যে কাজটি করে তা হলো পথচারীদের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেয়। আবার কেউ প্রতিবাদ করলে তাকেই ছিনতাইকারী সাজিয়ে হয়রানি করে পুলিশ। সম্প্রতি রাজধানীর ডেমরা এলাকার এক কলেজছাত্রকে এভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা করে পুলিশ সদস্য আনোয়ার।

রাজধানীতে অজ্ঞান পার্টির সদস্যরাও বেপরোয়া।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক অভিভাবক বলেন, কন্যা নিয়ে তারা দিশেহারা। রাতদিন চরম আতঙ্কের মধ্যে কাটছে। এরপর একের পর এক ধর্ষণের খবরে তারা চরম শঙ্কিত। এসিড নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটছে।

প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও এখন দিশেহারা। রাত জেগে পাহারা দিয়েও তারা নিজেদের সম্পদ রক্ষা করতে পারছেন না। সম্প্রতি পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ার ভিটাবাড়িয়া এলাকার বাসিন্দা মাওলানা আব্দুল গাফফারের দু’টি গরু রাতের আঁধারে চুরি হয়।

ওই পরিবারের সদস্যরা বলেন, তারা রাত জেগে পাহারা দেন। ওই রাতে হালকা বৃষ্টি বৃষ্টি ছিল। এরই মধ্যে তাদের গরু দুটো শিকল কেটে নিয়ে যায়। গত বছর ওই পরিবারের আরো তিনটি গরু চুরি হয়। ওইবার থানায় গেলে থানা পুলিশ সন্দেহভাজন লোকদের নাম উল্লেখ করে অভিযোগ দাখিল করতে বলেন। যে কারণে এবার আর তারা পুলিশের কাছেই যাননি। নয়া দিগন্ত

প্রশাসনের উদাসীনতায় বাঁধ কেটে দিলো দুর্বৃত্তরা

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে ধরলা নদীর তীর রক্ষা বাঁধটি রাতের আঁধারে কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছেন প্রায় ২০ হাজার মানুষ। বাঁধটি কেটে দেওয়ায় ওই এলাকার হাজার হাজার মানুষের ভোগান্তিতে পড়ায় সবার মাঝে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার বড়ভিটা ইউনিয়নের পূর্বধনিরাম গ্রামের স্লুইস গেটের পশ্চিম পাশে ছাটকুঠি এলাকায় গত সোমবার গভীর রাতের কে বা কারা ওয়াপদা বাধঁটি কেটে দেয়। পরে মুহূর্তের মধ্যে বাঁধের প্রায় ৩০০ ফুট অংশ ভেঙে গিয়ে প্রচন্ড বেগে বন্যার পানি ঢুকে পড়ে লোকালয়ে। এরই মধ্যে ওই এলাকার নুর মোহাম্মদের বসত বাড়ি ভেঙে গেছে। হুমকির মধ্যে রয়েছে সিরাজুল ইসলাম, বাবলু মিয়া, বজলে ও ফজলের বসতবাড়ি।

এ ছাড়াও কেটে দেওয়া ওয়াপদা বাঁধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ছাটকুঠি সেতুটি। ফলে চারদিন ধরে পূর্ব-ধনিরাম ও পশ্চিম ধনিরাম সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিছিন্ন।

বাঁধ কেটে দেওয়ায় পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাঘ খাওয়ার চর, পূর্ব ধনিরাম আবাসন প্রকল্প, গেটের বাজার, ব্যাপারী টারী, সাহেব বাজার, ঘাটিয়ালটারী, ঘোঘারকুঠি, ছাটকুটি গ্রামের ২০ হাজার মানুষের যোগাযোগ বিছিন্নতায় পড়েছেন।

স্থানীয় জহুরুল হক, রহমত আলী, মজিবর রহমান ও রাকিবুল হাসানসহ অনেকে জানান, এ নিয়ে ওই এলাকায় তিন থেকে চার বার ওয়াপদা বাঁধ কেটে দিয়েছে। কিন্তু পাশেই স্লুইস গেট দিয়ে পানি নিয়মিতভাবে নিষ্কাশন হলেও কেন বাধঁটি কেটে দেওয়া হলো তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।

বড়ভিটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খয়বর আলী জানান, রাতের আঁধারে কে বা কারা এই বাধঁটি কেটে দিলো আমার জানা নেই। তবে যারা এ কাজটি করেছে তারা এটা অন্যায় করেছে। তবে এনিয়ে ওয়াপদা বাঁধটি তিন থেকে চার বার কেটে দিলো। এখন সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কালের কণ্ঠ

গির্জায় ৩ দিন আটকে কিশোরীকে ধর্ষণ ফাদারের

গির্জায় তিনদিন ধরে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরীকে আটকে রেখে ধর্ষণে করা হয়েছে। এ ঘটনায় গির্জার ফাদার প্রদীপ গ্যাগরীকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আজ বুধবার সকালে ওই ফাদারকে তানোর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

রাজশাহীর তানোর উপজেলার মুন্ডুমালা মাহালীপাড়া এলাকায় ‘সাধুজন মেরী ভিয়ান্নী গির্জা’য় ঘটেছে এমন ঘটনা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তানোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান। তিনি জানান, গির্জার ফাদারকে কোর্টে সোপর্দ করা হয়েছে।

ভুক্তভোগীর পরিবার জানিয়েছে, গত ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে ঘাস কাটতে গিয়ে নিখোঁজ হন ওই কিশোরী। তাকে না পেয়ে পরদিন তার ভাই থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। এর দুদিন পর ২৮ সেপ্টেম্বর সকালে জানা যায়, তানোরের ওই গির্জায় রয়েছে কিশোরীটি। পরে গীর্জার ভেতরে সালিস বসে। গ্রামের মোড়ল ও মুন্ডুমালা সরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কার্মেল মার্ডি বৈঠকের পর ফাদার প্রদীপকে অপসারণ করে পাঠিয়ে দেন রাজশাহীতে। আর কিশোরীকে রাখেন গীর্জার ভেতরে সিস্টারদের কাছে।

এদিকে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তানোর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পুলিশ গীর্জায় গিয়ে কিশোরীকে উদ্ধার করেন। এদিন রাতেই কিশোরীর ভাই বাদী হয়ে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগ এনে চার্চের ফাদারের নামে মামলা করেন। আমাদের সময়

বিনা যুদ্ধেই ২টি এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলো শাবাব মুজাহিদিন

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন কোন যুদ্ধ ব্যতিতই সোমালীয় মুরতাদ বাহিনী থেকে ২টি এলাকা বিজয় করে নিয়েছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর এক খবরে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ৩০শে সেপ্টেম্বর যুদ্ধের ইচ্ছা নিয়ে বের হন সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের কয়েকটি এলাকার দিকে।

এদিকে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের রণপ্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার এই খবর আগেই পেয়ে গিয়েছিল সোমালীয় মুরতাদ বাহিনী। কিন্তু তারা এই সংবাদ পাওয়ার পরেও কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলেনি বরং মুজাহিদদের ভয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত টৌলি-বারকাদলি এবং সিনকাডির অঞ্চল ২টি ছেড়ে পালিয়ে যায়। যার ফলে কোন যুদ্ধ ছাড়াই অঞ্চল ২টির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

ইয়ামান | হুথি বিদ্রোহীদের অবস্থানে আল-কায়েদার মর্টার হামলা

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক ইয়ামানী মুজাহিদিন মর্টার হামলায় চালিয়েছে হুথি বিদ্রোহীদের একটি সামরিক ফাঁড়িতে।

আল-মালাহিম মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা ইয়ামান ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদিন ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ হুথি বিদ্রোহীদের একটি সামরিক ফাঁড়িতে সফল মর্টার হামলা চালিয়েছেন।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার আসরের পর, ইয়ামানের বায়দা রাজ্যের সৌমা এলাকায় এই হামলা চালান আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে সামরিক ফাঁড়িটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ছাড়াও ধারণা করা হয় কতক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

খোরাসান | তালেবানে যোগ দিল ৫৩ কাবুল সেনা সদস্য

আফগানিস্তানের ২টি স্থান হতে মুরতাদ কাবুল সরকারী বাহিনী ত্যাগ করে তালেবানে যোগ দিয়েছে ৫৩ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

খবরে বলা হয়েছে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দাওয়াহ কমিশনের কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণের ফলস্বরূপ, বাস্তবতা অনুধাবন করার পর, আফগানিস্তানের বাঘলান প্রদেশের বারকি জেলা থেকে কাবুল প্রশাসনের ৩৩ জন নিরাপত্তা কর্মী মুজাহিদদের বিরোধীতা থেকে সরে আসেন এবং তারা মুজাহিদীনের সমর্থনের ঘোষণা করেছেন।

অন্যদিকে, ময়দান প্রদেশের জলরেজ ও সৈয়দাবাদ জেলায় ৪ জন নিরাপত্তাকর্মী মির্জা খানের ছেলে হাজির খান, আবদুল হান্নানের পুত্র মঙ্গল আব্দুল, শিরজ গুলের পুত্র আগা গুল, সাহার গুলের ছেলে মোহাম্মদ সাদিক কাবুল বাহিনী ত্যাগ করে ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছেন।

একইভাবে ফারয়াব প্রদেশের কায়সার জেলা থেকে আরো ১১ সেনা সদস্য তালেবানে যোগ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্।

এছাড়াও পাকতিয়া প্রদেশের আহমেদাবাদ থেকেও আরো ৪ সেনা সদস্য ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতি আনুগত্বের বায়াত প্রদান করেন।

০১লা অক্টোবর, ২০২০

১৮ বছর পর ইসরায়েলি কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া স্বামীকে দেখে আবেগে আত্মহারা স্ত্রী

বিয়ের মাত্র তিনমাসের মাথায় আটক হয়ে দীর্ঘ ১৮ বছর পর ইহুদি সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন ফিলিস্তিনের আব্দুল করিম মুখদার নামে এক ব্যাক্তি।

গতো ২৮ সেপ্টেম্বর আব্দুল করিম ইসরায়েলি কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জেনিন শহরের জালামা চেকপয়েন্টে ফুলের তোড়া হাতে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন তার স্ত্রী জিনান। এসময় সেখানে এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। স্ত্রী গাড়ি থেকে নেমেই দৌড় দিয়ে স্বামীর দিকে এগিয়ে যায় আর স্বামীও দৌড়ে এসে পরম আবেগে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরেন। দীর্ঘসময় পর একে অপরকে কাছে পেয়ে আবেগে আত্মহারা হয়ে যান তারা।

গতো ২০০২ সালের জুন মাসে ৩১ বছর বয়সী যুবক আব্দুল করিমের সাথে পারিবারিক ভাবে বিয়ে হয় ২৬ বছর বয়সী জিনান সামারা'র। এরপর বিয়ের মাত্র তিনমাসের মাথায় একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ইসরায়েল বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনার অভিযোগে আব্দুল করিমকে ধরে নিয়ে যায় ইসরায়েলি বাহিনী। এরপর থেকে স্বামীর মুক্তির জন্য প্রহর গুনছিলো স্ত্রী। অবশেষে দীর্ঘ ১৮ বছর পর স্বামী মুক্তি পাওয়ায় বাকি জীবন একসাথে কাটানোর সুযোগ পেলেন তারা।

আব্দুল করিমের স্ত্রী জিনান বলেন, আমি আল-কুদস ওপেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস করার দু'বছর পর ২০০২ সালের জুন মাসে আবদুল করিম মুখদারের সাথে পারিবারিক ভাবে আমার বিয়ে হয়। এরপর সেপ্টেম্বর মাসে ইসরায়েল বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনার অভিযোগে আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায় ঘৃণ্য ইহুদি বাহিনী। পরবর্তীতে তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এরপর থেকে আমি কোনদিন স্বামীর হাত ধরতে পারিনি। ইসরায়েলি কারাগারে মাসে একবার ৪৫ মিনিটের জন্য স্বামীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো। আমাদের মাঝখানে কাচের দেওয়াল থাকায় আমরা ফোনে কিছু কথা বলতাম। আমরা দু'জনেই হাত নাড়াতাম কিন্তু একজন আরেকজনকে স্পর্শ করতে পারতাম না।

সূত্র: মিডলইস্ট মনিটর।